পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 61 Friday, 31 January, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৬১ সংখ্যা ✱ ১৭ মাঘ ১৪৩১, শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্য বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রন জানাবেন অধ্যক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ তার অভিভাষনের মধ্যে দিয়ে বাজেট অধিবেশন শুরু করার জন্যে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রন জানাবেন বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যপাল অধিবেশনে তার অভিভাষন পেশ করলে তার উপরে আলোচনা হবে। পাশাপাশি বাজেট অধিবেশন নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্যে অধ্যক্ষ ইতিমধ্যেই বিরোধী বিজেপি ও আই এস এফ কে আমন্ত্রন জানিয়েছেন। এইদিকে জামিনে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পরে বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বিদ্যুৎ এবং অচিরাচরিত শক্তি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির স্থায়ী সদস্য দুটি কমিটিতেই যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য আগামী দশই ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে।

১০ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল পরিষদীয় দলের বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই তৃনমূল পরিষদীয় দল বৈঠকে বসতে চলেছে। আগামী দশই ফেব্রুয়ারি দলের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিধানসভায় নৌসর আলি কক্ষে দলের সব বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। অধিবেশনে সঠিক সময়ে উপস্থিত সহ দলের শৃঙ্খলা রক্ষায় সবাইকে নিয়ম মেনে চলতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে নির্দেশ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ যে কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না সেই বিষয়েও তিনি সবাইকে আরও একবার নির্দেশ দিতে পারেন। আগামী মাসেও কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বর্ধিত সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

যোগী প্রশাসনের অপদার্থতা নিয়ে রাজ্য বিজেপি নীরব কেন, প্রশ্ন কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ মহাকুম্ভের দুর্ঘটনায় যোগী প্রশাসনকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার কুণাল লিখেছেন, কুম্ভ মেলার মৃত্যুমিছিল, চরম অব্যবস্থা, পরিকল্পনার অভাব, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা, যোগী প্রশাসনের অপদার্থতা নিয়ে রাজ্য বিজেপি নীরব কেন? গঙ্গাসাগর যেতে হয় সাড়ে তিন কিমি নদী পেরিয়ে, পরিকল্পনা পরিকাঠামো থাকে, মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারি থাকে, মন্ত্রী শীর্ষকর্তারা গিয়ে আগলে রাখেন, কেন্দ্রের কোনো সাহায্য থাকে না তাতে নির্বিঘ্নে। আর উত্তরপ্রদেশ? উল্টো। সর্বনাশা। শুনলাম যোগীশিবির চক্রান্তের কথা বলছে। যদি তাই হয়, কারা সেটা করল? যে বা যারা দিল্লির রাজনীতিতে যোগীর উত্থান চায় না, তারা? ইঙ্গিত কি নিজেদের দলের দিকে? স্পষ্ট করে বলবেন?

এবার নিষিদ্ধ ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইনও, উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ স্যালাইন কাণ্ডের পরই 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল'-এর পরিবর্তে ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য। সেই মতোই বারুইপুরের কারখানায় শুরু হয়েছিল উৎপাদন। কিন্তু গুণমান পরীক্ষায় ফেল করল ফার্মা ইমপেক্স। যার জেরে এই স্যালাইনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যদপ্তর। কারণ, যে কোনও রোগীর ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন স্যালাইনের। পরপর দুটি কোম্পানির স্যালাইন নিষিদ্ধ হওয়ায় পরিষেবা নিয়ে চিন্তায় স্বাস্থ্যদপ্তর। মেদিনীপুর মেডিক্যালে প্রসূতি মৃত্যুতে অভিযোগ উঠেছিল যে, স্যালাইনের সমস্যার কারণেই এই ঘটনা। সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশও দেয় রাজ্য। সেই সময়ই 'পশিচমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল'-এর স্যালাইন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বিকল্প হিসেবে বারুইপুরের বেসরকারি সংস্থা ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে সেই মতোই চলছিল স্যালাইন ব্যবহার। এরই মাঝে কেন্দ্র ও রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকরা হানা দেন স্যালাইন উপাদন কারখানায়। গুণমান পরীক্ষা করার পর তাঁরা জানান, ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইনেও সমস্যা রয়েছে। ফলে এই সংস্থাকেও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এরপরই তড়িঘড়ি স্বাস্থ্যদপ্তরের জরুরি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। হাসপাতালগুলোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল' ও ফার্মা ইমপেক্স ছাড়া কোন সংস্থার কটি স্যালাইন রয়েছে। যে কোনও রোগী হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রাথমিক চাহিদাই থাকে স্যালাইন। সেখানে একের পর এক সংস্থার স্যালাইন নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ায় সংকটের আশঙ্কায় স্বাস্থ্যদপ্তর। কোর্ট সময় মতো নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এ বার রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল হাই কোর্ট। ২০১৬ সালে বালি পুরসভাকে প্রথমে হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তার পরে ২০২১ সালে তা আবার হাওড়া পুরসভা থেকে আলাদা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নিয়ে প্রক্রিয়াগত জট তৈরি হয়। তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও রাজ্যের বিরোধ বেধে যায়। হাওড়ায় পুরভোট কেন হচ্ছে না, এ বার সেই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্টও। রাজ্যকে কারণ জানাতে বলল। সেই কারণ জানানোর জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হল।

টাকার পিছনে কোনওদিন দৌড়াইনি' বললেন নিহত চিকিৎসকের বাবার

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ৩০ জানুয়ারি ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের পরিবারকে নিশানা করেছিলেন মদন মিত্র। কামারহাটির বিধায়ককে পাল্টা জবাব দিলেন তরুণী চিকিৎসকের বাবা। এদিকে, বৃহস্পতিবার নির্যাতিতার বাড়িতে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি নেতা মারফ সিবিআইয়ের ডিরেক্টরকে চিঠিও পাঠিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। সূত্রের খবর, রাজ্যপালের সঙ্গে এদিন দেখা করেন তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা। ইতিমধ্যেই সোদপুর থেকে কলকাতা এসে দেখা করেন তাঁরা। দিনকয়েক আগে মদন মিত্র নির্যাতিতার পরিবারকে বেলাগাম আক্রমণ করেন। বলেন, পরিষ্কার করে বলুন কী চাই? টাকা? মনে করলে টাকাই চান। সব কিছু টাকা দিয়ে ঢাকা যায়। তিনি আরও বলেন, শুনেছি ডাক্তারদের ৪-৫ কোটি টাকা উঠেছিল। হ্যাঁ, যদি মনে করেন টাকা চান, টাকা চান। সব কিছু টাকা দিয়ে ঢাকা যায়। আমরা শ্রাদ্ধে পড়েছি, কিছু দিতে না পারলে টাকা দিয়ে বলে ওম নমো, ওম নমো, ব্রাহ্মণায়ো অহং দদানি। ছেড়ে দিল টাকা দিয়ে। এটা কী করছেন আপনি? বাংলায় দাঙ্গা লাগাতে চাইছেন আপনারা। কামারহাটির বিধায়ক আরও বলেন, এতদিন আপনারা প্রত্যেক কাছে মা-বাবা ছিলেন। এখন প্রত্যেক সন্তানের কাছে দায়িত্বশীল অন্যায়ে মদতকারী এবং বাস্তব মূল্যের কিছু দাবি জানানোর জন্য, নিজেদের উপকৃত করতে, ক্ষতিপূরণের জন্য চিত্রনাট্য বদলে দিতে চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি নিয়ে নির্যাতিতার পরিবারকে তোপ দাগেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর কথায়, বিচারপতি রায় দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেননি। বরং নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে মমতা ফাঁসির আবেদন করেছেন।

মমতা ও কেজরির মতো লোকজন তোষণের রাজনীতি করেনঃ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি ঃ মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্টের ঘটনায় অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই অভিযোগ করেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। এবার দু'জনকেই একযোগে আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেজরিওয়ালের মতো লোকজন তোষণের রাজনীতি করেন, জনগণ তা ভালো করেই জানেন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করছেন তা ঠিক নয়, গঙ্গাসাগর মেলা ঠিক আছে, কিন্তু তিনি একবারে ৫-৭ কোটি মানুষের ভিড় সামলানোর সুযোগ পাবেন না। তাঁরা (টিএমসি) নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা এবং উচ্চ তোষণের রাজনীতির কারণে, এমন একটি বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ঈর্ষান্বিত হয়। এত বড় দু ঃ খজনক ঘটনার পরেও, লোকজন মেলায় স্নান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এখন সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও খারাপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা বলছেন এবং সবাই জানে কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো লোকজন তোষণের রাজনীতি করে। তৃণমূল নেতা সরস্বতী পুজোকে হুমকি দিয়েছিলেন এবং বন্ধ করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

বাড়ছে ইপিএফও-র ন্যূনতম পেনশন! কেন্দ্রীয় বাজেটে বড় সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রের বাজেট পেশের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন ৩১ জানুয়ারি, শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে । সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এবারের বাজেট অধিবেশন চলবে দুই পর্যায়ে, প্রথম পর্যায়ে চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায় ১০ মার্চ থেকে শুরু হয়ে চলবে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত। বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার সরকারের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকে সরকার ও বিরোধী পক্ষের সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের গৌরব গগৈ, তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আজ শুক্রবার শুরু বাজেট অধিবেশন, প্রথম পর্যায় চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার ভবিষ্যত ভারতের আর্থিক রোডম্যাপ তৈরি করতে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সূত্রের খবর, এবারের বাজেটে সুখবর থাকছে ইপিএফও

স্কিমের পেনশন ভোগীদের জন্যে। প্রথমত বাড়ানো হচ্ছে ইপিএফের নূন্যতম পেনশন, দ্বিতীয়ত মূল পেনশনের সঙ্গে ডিএ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে খবর মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ন্যূনতম পেনশন নিয়ে। যা প্রতি মাসে মাত্র ১ হাজার টাকা। বাড়িয়ে ৯ হাজার টাকা করার দাবি উঠেছিল। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে ন্যূনতম পেনশন ৭, ৫০০ টাকা করা হতে পারে চলতি বাজেটে। বলা বাহুল্য, এমনটা হলে উপকৃত হবেন ইপিএফও-র ৬০ লক্ষ পেনশন ভোগী। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ন্যূনতম পেনশন সাড়ে সাত হাজার টাকা হলে বর্তমান বাজার দরের সঙ্গে খানিকটা খাপ খাওয়াতে পারবেন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ কর্মীরা। কারণ চিকিসা এবং অন্যান্য খাতে খরচ লাগামছাড়া পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এছাড়াও জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালে বাজেটে ইপিএফ স্কিমের সঙ্গে পেনশনভোগীদের জন্য ডিএ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। অবসরকালে যাতে পেনশনভোগীরা কিছুটা সুবিধাজনক ভাবে নিজের জীবন কাটাতে পারেন সেদিকে নজর দিতেই এই ব্যবস্থা। বর্তমানে দেশে প্রচুর পেনশনভোগীরা রয়েছেন যারা ইপিএফ থেকে পেনশন পেয়ে থাকেন। বর্ধিত ন্যূনতম পেনশন এবং ডিএ পেলে তাঁরা যে উপকৃত হবেন, তা বলাই বাহুল্য।

সন্দীপের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের অনুমোদন পেয়েও কেন জানানো হল না? সিবিআইকে শোকজ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুর্নীতি মামলায় অস্বস্তি বাড়ল সিবিআইয়ের। এই মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির তদন্তকারী আধিকারিককে শোকজ করল আলিপুরের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। অভিযোগ, রাজ্যের তরফে সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের দেওয়া হয়। তা আলিপুর আদালতকে না জানিয়ে হাই কোর্টে যায় সিবিআই। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানিতে সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, এই মামলায় প্রথম থেকেই সিবিআই অসহযোগিতা করছে। গত ২৭ জানুয়ারি রাজ্যের তরফে চার্জ গঠনের অনুমতি পায়। তারপর তিনদিন কেটে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আদালতে কিছুই জানানো হয়নি। একথা শুনে বিরক্ত হন বিচারক। সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক মণীশ উপাধ্যায়কে এই

প্রসঙ্গে বিচারক বলেন, হাই কোর্ট জানতে পারল কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট জানল না? ট্রায়াল কোর্টকে বাইপাস করে হাই কোর্টে যাচ্ছেন? শুক্রবারের মধ্যে চার্জ গঠন সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশও সিবিআইকে দিয়েছেন বিচারক। আগামী সাতদিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে হবে সিবিআইকে।উল্লেখ্য, গত বছরের ৯ আগস্ট, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার ১৬২ দিনের মাথায় সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে শিয়ালদহ আদালত। তার দুদিন পর সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা দেন বিচারক। তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন নিয়ে উত্তেজনার মাঝে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে নাম জড়ায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। সেই অভিযোগে বর্তমানে সিবিআই হেফাজতেও রয়েছেন তিনি।

দিল্লি ভোটের আগে বড় ধাক্কা আপের, 'ক্রস ভোটিংয়ে' চণ্ডীগড় মেয়র পদে জিতল বিজেপি

চণ্ডীগড়, ৩০ জানুয়ারি ঃ এক বছর আগে এই নির্বাচন জাতীয় রাজনীতির ইস্যু হয়ে উঠেছিল। এমনকী শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টকে। চণ্ডীগড়ের সেই মেয়র পদ এবার দখল করে নিল বিজেপি। তবে এবারের নির্বাচনেও 'ক্রস ভোটিংয়ে'র বিতর্ক তাড়া করল গেরুয়া শিবিরকে।

চণ্ডীগড়ের মেয়র পদে বিজেপি প্রার্থী করেছিল হরপ্রীত কৌর বাবলাকে। বিপক্ষে ছিলেন আপের প্রার্থী প্রেমলতা। আগের বারের মতো এবারও চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনের জন্য জোট বেঁধেছিল আপ-কংগ্রেস। মঙ্গলবার গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ হয় ৩৫ কাউন্সিলর এবং স্থানীয় সাংসদের। আগের বারের নির্বাচনে বিতর্কের জেরে এবার ওই ভোটপ্রক্রিয়ায় নজর রেখেছিল শীর্ষ আদালত। একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলপ্রকাশের পর দেখা যায় খানিকটা চমকপ্রদ ভাবে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। ৩৫ আসনের চণ্ডীগড় পুরনিগমে বিজেপির দখলে ছিল ১৬টি আসন। আপের দখলে ছিল ১৩টি আসন এবং কংগ্রেসের দখলে ছিল ৬টি আসন। ভোটের আগে আগে কংগ্রেসের এক কাউন্সিলর যোগ দেন বিজেপিতে। ফলে বিজেপির কাউন্সিলর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭। তাতেও ভোটে জেতার কথা ছিল আপ-কংগ্রেস জোটেরই। কারণ ওই এক কাউন্সিলরকে বাদ দিলেও ১৯টি ভোট পাওয়ার কথা ছিল আপ-কংগ্রেসের। বিজেপির পাওয়ার কথা ছিল ১৭ ভোট। কারণ চণ্ডীগড়ের সাংসদও কংগ্রেসের মণীশ তিওয়ারি। কিন্তু শেষে ফলাফল উল্টো হল। বিজেপি পেল ১৯টি ভোট। আপ-কংগ্রেস পেল ১৭টি ভোট। অর্থাৎ একাধিক কাউন্সিলর ক্রস ভোট করেছেন। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের সপ্তাহখানেক আগে হরিয়ানার এই ফল আপের জন্য বড়সড় ধাক্কা। সবচেয়ে তাপর্যপূর্ণ হল এবারের এই মেয়র নির্বাচন হয়েছে আদালতের পর্যবেক্ষণে। ফলে বেনিয়মের অভিযোগ আনারও জায়গা নেই। উল্টে দলের কাউন্সিলররাই ক্রস ভোট কেন করলেন, তার জবাবদিহি করতে হচ্ছে আপকে।

বাজেট অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা, ওয়াকফ জেপিসি নিয়ে ক্ষোভ

নয়াদিল্লি,৩০ জানুয়ারি ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে যোগ দিল কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলি। সূত্রের খবর, সর্বদল বৈঠকে ওয়াকফ বিল নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে কীভাবে বিরোধীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, সেটা সম্মিলিতভাবে তুলে ধরেন বিরোধীরা। বাজেট অধিবেশনের আগে বৃহস্পতিবার সংসদে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে সর্বদল বৈঠক ডাকে কেন্দ্র। বৈঠকে সরকারের তরফে রাজনাথ সিং, কিরেন রিজিজু, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, জেপি নাড্ডারা। বিরোধী শিবিরের মধ্যে কংগ্রেসের তরফে জয়রাম রমেশ, গৌরব গগৈ, কে সুরেশ। তৃণমূলের তরফে দুই কক্ষের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও ব্রায়েন অংশ নেন। অন্য বিরোধী দলগুলিও বৈঠকে যোগ দিয়েছে। সূত্রের খবর, ওই সর্বদল বৈঠকে বিরোধীরা অভিযোগ করেন, ওয়াকফ বিলের জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে বিরোধীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে তৃণমূল। যৌথ কমিটির বৈঠকেও বিলটির বিরোধিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সরব ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তৃণমূলের কল্যাণকে বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিলের ৪৪টি ধারা নিয়েই যে তাদের আপত্তি রয়েছে সে কথা বৈঠকের প্রথমদিন থেকেই নথিবদ্ধ করার কাজ করার পরে ডিসেন্ট নোটেও বিলের খামতির কথা পরতে পরতে তুলে ধরেছেন কল্যাণ। এবার সর্বদল বৈঠকেও ওই ইস্যুতে সরব তৃণমূল।

জনহিতেই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প, জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে সাফ জানাল হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ জনহিতেই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প, জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে সাফ জানাল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত এদিন জানিয়েছে, নির্বাচিত সরকার নিজেদের বিচার-বিবেচনা করে প্রকল্পের সূচনা করেছে। সরকার কীভাবে প্রকল্প পরিচালনা করবে সেটা তাঁদের সিদ্ধান্ত।

২০১৬ সালে নির্বাচনের আগে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রতিটি পরিবার বিনামূল্যে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। ঘোষণার মতোই শুরু হয় কাজ। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরই জেলায় জেলায় দুয়ারে সরকার শিবির হয়। সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করান আমজনতা। বহু মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। আবার নানরকম অভিযোগও উঠেছে। একাধিক জনস্বার্থ মামলাও হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় থাকা অধিকাংশ সুবিধা মিলছে না, এই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয় ২০২১ সালে। মামলা করেন চিকিৎসক কুণাল সাহা।

সেই মামলাই এদিন খারিজ করে দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্প জনস্বার্থে শুরু করা হয়েছে। নির্বাচিত

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু বাংলার ২ প্রৌঢ়ার

এলহাবাদ, ৩০ জানুয়ারি ঃ মহাকুম্ভে বাংলার দুই প্রৌঢ়ার মৃত্যু। বুধবার, মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যস্নানে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হলেন তাঁরা। মৃতদের মধ্যে একজন কলকাতা এবং অপরজন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির বাসিন্দা। প্রথম জনের দেহ এখনও পরিবারের হাতে আসেনি। দ্বিতীয় জনের মৃতদেহ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পরিবার। মহাকুম্ভে মৃত্যুমিছিলে বাংলার আর কেউ আছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। খোঁজ চলছে। জানা গিয়েছে, কলকাতার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের অশ্বিনী নগরের বাসিন্দা বাসন্তী পোদ্দার। বয়স ৬৫ বছর। বোন, ছেলে, মেয়েকে নিয়ে পুণ্যস্নানে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে মৌনী অমাবস্যা পুণ্যতিথিতে ডুব দিতে গিয়েছিলেন বাসন্তীদেবী। আচমকাই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান তিনি। তাঁর ছেলে চেষ্টা করেন মাকে তোলার। কিন্তু লাভ হয়নি। ততক্ষণে গুরুতর জখম হন। পরে মৃত্যু হয়। পরিবার এখনও দেহটি হাতে পায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, দেহের অবস্থা খুবই খারাপ। তবু আজকের মধ্যে দেহ কলকাতায় ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। একইভাবে মহাকুম্ভে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় স্বজনহারা হলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির পরিবারও। সেখানকার গোদপিয়ালশালের বাসিন্দা ঊর্মিলা ভুঁইয়াও গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন দুই মেয়ে, দুই জামাই, নাতি-নাতনি। তিনিও ওই ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান। তাঁকে তোলার চেষ্টা করেন জামাই। কিন্তু পারেননি। পদপিষ্টে ধাক্কাধাক্কিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যান ঊর্মিলা। দীর্ঘক্ষণ খোঁজ মেলেনি তাঁর। প্রশাসনের তরফে হাসপাতাল এবং মর্গে খোঁজ নিতে বলা হয়। অবশেষে মর্গে ঊর্মিলাদেবীর দেহ পাওয়া যায়। সেখান থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে দেহ নিয়ে শালবনির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পরিবার। মহাকুম্ভে মৃত ৩০ জনের মৃতের মধ্যে ২৫ জনকে শনাক্ত করা গিয়েছে। বাকি ৫ জনের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

হাওড়া পুরসভার ভোট, ৮ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে কারণ জানাতে নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ এত দিনেও হাওড়া পুরসভার ভোট কেন হল না, রাজ্যের কাছে আবার জানতে চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আট সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে জানাতে হবে যে, কেন এখনও হাওড়া পুরভোট হল না।

২০২২ সালে হাওড়া থেকে বালি পুরসভাকে পৃথক করার পদ্ধতিগত জটে নির্বাচন আটকে যায়। এর আগে নির্বাচন না হওয়ায় হাই কোর্টে জোড়া জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। গত বছর হাই কোর্ট সময় মতো নির্বাচন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ এখনও পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। এ বার রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল হাই কোর্ট।

২০১৬ সালে বালি পুরসভাকে প্রথমে হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। তার পরে ২০২১ সালে তা আবার হাওড়া পুরসভা থেকে আলাদা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নিয়ে প্রক্রিয়াগত জট তৈরি হয়। তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গেও রাজ্যের বিরোধ বেধে যায়। হাওড়ায় পুরভোট কেন হচ্ছে না, এ বার সেই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাই কোর্টও। রাজ্যকে কারণ জানাতে বলল। সেই কারণ জানানোর জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হল।

হোয়াইট হাউসের কাছে দুর্ঘটনায় ষড়যন্ত্র দেখছেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি ঃ আকাশ পরিষ্কার ছিল, নির্দিষ্ট উচ্চতায় উড়ছিল বিমান। তারপরেও বিমানটিকে আসতে দেখে কেন পথ ছাড়ল না সেনার হেলিকপ্টার? ওয়াশিংটনে বিমান-কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রশ্ন তুললেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজ থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে এমন ঘটনায় ষড়যন্ত্র শঙ্কা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত বলেও দাবি তাঁর। ঠিক কী বলেছেন তিনি? হোয়াইট হাউজ কাছে বিমান ও মার্কিন সেনার একটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিমানে ছিলেন ৬০ জন যাত্রী। কপ্টারে সঙ্গে ধাক্কা লাগায় সেটি ভেঙে পড়ে কাছের পোটোম্যাক নদীতে। এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, বিমানবন্দরের দিকে নির্দিষ্ট পথে ও সঠিক লাইনে ছিল বিমানটি। কিন্তু হেলিকপ্টারটি বিমানের দিকে সোজা এগিয়ে যায়। রাতের আকাশ যথেষ্ট

পরিষ্কার ছিল। বিমানে আলো জ্বলছিল। কেন হেলিকপ্টারটি উপরে বা নিচে নামল না! কোনও দিকে বাঁকও নিল না কেন! কন্ট্রোল টাওয়ার থেকেই বা কেন কপ্টারকে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেওয়া হল না? যা ঘটেছে তাতে করে মনে হচ্ছে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। সমাজমাধ্যমের বক্তিগত অ্যাকাউন্টে কার্যত ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তবে সরকারি বিবৃতিতে বিতর্কিত কিছু বলেননি। বরং জরুরি পরিষেবাকর্মীদের কাজের প্রশংসা করেন তিনি। গোটা বিষয়ে নজর রাখছেন বলেও জানান। দুর্ঘটনায় মৃতদের আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে লেখেন-দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য জরুরি পরিষেবাকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। গোটা বিষয়ে নজর রাখছি আমি। স্থানীয় সময় মতে বুধবার রোনাল্ড রেগান ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৫৩৪২-র সঙ্গে ধাক্কা লাগে সেনাবাহীনির একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারের। সংঘর্ষের অভিঘাতে কাছের পোটোম্যাক নদীতে ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী বিমানটি। ঘটনায় বহু হতাহতের আশঙ্কা করছিল প্রশাসন। ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভয়ংকর মুহূর্তের ভিডিও। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর শোকবার্তা, নিহতদের আত্মা শান্তি পাক। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, রাতের আকাশে হঠাৎ করেই আগুনের গোলা দেখতে পান তাঁরা। শুরুর দিকে কিছু বোঝা না গেলেও সাইরেনের আওয়াজে দুর্ঘটনা একটা ঘটেছে তা তাঁরা আঁচ করেন।

মহাকুম্ভে ২৭ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো

প্রয়াগরাজ, ৩০ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে বৃহস্পতিবার মসৃণভাবেই চলছে পুণ্যস্নান। ভক্তদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত পুণ্যস্নান করেছেন ৫৫ লক্ষের বেশি ভক্ত।কুয়াশা ও শীতকে উপেক্ষা করেই, বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন অসংখ্য ভক্তরা। এযাবৎ ২৭ কোটিরও বেশি ভক্ত মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। মহাকুম্ভ মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে। অন্যদিকে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। বুধবারের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক ছিল। নির্বিঘ্নেই পুণ্যস্নান করেছেন ভক্তরা। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বুধবার ভোররাতের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারান ৩০ জন, এছাড়াও বহু মানুষ আহত হয়েছেন।এরই প্রেক্ষিতে মহাকুম্ভ মেলায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। পুণ্যার্থীরা মসৃণভাবেই পুণ্যস্নানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। একজন ভক্ত বলেছেন, ব্যবস্থা চমৎকার, খাবার এবং মেলাও ভালো, এবং আজ পরিবেশ খুবই ইতিবাচক।

গান্ধীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজ্যপালের, বোস বললেন আমরা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ তিরোধান দিবসে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। গান্ধীজির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন রাজ্যপাল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার গান্ধীজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার পর রাজ্যপাল বলেছেন, আজ এমন একটি দিন, যখন মহাত্মা গান্ধী দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন। আমরা তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত।রাজ্যপাল বোস আরও বলেছেন, এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের ভবিষ্যতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও নীতির দ্বারা বাঁচতে হবে। এই দেশের একটি মহান ভবিষ্যত রয়েছে, কারণ মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে লক্ষাধিক মানুষের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

''তাঁর চিন্তাধারা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে'', গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ পরিচ্ছন্নতা, স্বনির্ভরতা এবং গ্রামীণ ভারতের ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর চিন্তাধারা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে। বৃহস্পতিবার মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে এই মন্তব্য করলেন

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, আমি মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে কৃতজ্ঞ জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাই। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি। সত্য, অহিংসা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভারতীয় মূল্যবোধকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীজি দেশকে ঐক্যের সুতোয় বেঁধে স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন।

এএপি-কে অপমান করার জন্য ভুয়ো গাড়ি ও নম্বর প্লেট ব্যবহার করছে বিজেপিঃসঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। তাঁর কথায়, এএপি-কে অপমান করার জন্য ভুয়ো গাড়ি ও নম্বর প্লেট ব্যবহার করছে বিজেপি। দিল্লিতে পঞ্জাব ভবনের বাইরে টাকা, মদ ও এএপি-র প্রচার সামগ্রী ভর্তি গাড়ি প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় সিং বলেন, কীভাবে তাঁরা দিল্লিতে ভুয়ো নম্বর প্লেটযুক্ত গাড়ি নিয়ে এল? এর মানে কি কোনও সন্ত্রাসী ভুয়ো নম্বর প্লেট নিয়ে দিল্লিতে ঢুকতে পারে? নির্বাচন কমিশন কোথায় ঘুমাচ্ছে? দিল্লিতে এত বড় ঘটনা ঘটল কীভাবে? দিল্লি পুলিশ যদি বিজেপির সঙ্গে জড়িত না থাকে তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব?সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, পঞ্জাব সরকার নিশ্চিত করেছে, তাঁদের সরকারি যানবাহনের মধ্যে এই মডেলের কোনও গাড়ি নেই... এই গাড়ির নম্বর প্লেটটি অন্য একটি গাড়ির, যার মালিক একজন মেজর অনুভব সিং পুরীর, আগে পাঠানকোটের আর্মি ডেন্টাল কলেজে নিযুক্ত ছিলেন। এএপি ও পঞ্জাব সরকারকে হেয় করার জন্য বিজেপি ভুয়ো গাড়ি এবং ভুয়ো নম্বর প্লেট ব্যবহার করছে।

আগরতলায় এনসিইআরটির টিমের অভিযান, প্রচুর সংখ্যায় নকল পাঠ্যপুস্তক বাজেয়াপ্ত

আগরতলা, ৩০ জানুয়ারিঃ আগরতলা শহরে প্রচুর সংখ্যায় নকল পাঠ্যপুস্তক উদ্ধার করা হয়েছে। মূলতঃ এনসিইআরটি টিম এবং পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান চালিয়েছে। শহরের দুটি দোকান থেকে এই নকল পাঠ্যপুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই দুটি দোকানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন এনসিইআরটি গুয়াহাটির চিফ বিজনেস ম্যানেজার অমিতাভ কুমার।তিনি আগরতলায় অভিযানে নেতৃত্ব দিতে এসে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এনসিইআরটিতে অভিযোগ করা হচ্ছিল যে আগরতলায় নকল পাঠ্যপুস্তক বিক্রি এবং স্কুলে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এনসিইআরটি নয়াদিল্লি এবং গুয়াহাটি রিজিওন্যাল অফিস থেকে আধিকারিকদের একটি টিম আগরতলায় আসে। শহরের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। প্রায় পঁচিশটি দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। এর মধ্যে দুটি দোকানে প্রচুর সংখ্যায় নকল পাঠ্যপুস্তক উদ্ধার করা হয়েছে।অমিতাভ কুমার জানিয়েছে, কোথা থেকে এই পাঠ্যপুস্তক এখানে আনা হয়েছে, কোথায় প্রিন্ট করা হয়েছে এসব তদন্ত করে দেখা হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ভাল ডিসকাউন্টে র ধান্দায় এই নকল বই বাজারে ছাড়া হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ করা হচ্ছে। একটি বা চক্র এই নকল বই চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অমিতাভ কুমার।

এএপি-র নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কৈলাশ, প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি নেতা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ আম আদমি পার্টির নীতি নিয়ে সরব হলেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন এএপি নেতা কৈলাশ গেহলট। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৈলাশ গেহলট বলেছেন, যখন এএপি গঠিত হয়েছিল, তারা বলেছিল যখনই প্রার্থী বাছাই করা হবে, তখন তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে। যদি একজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকে, তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ থাকে এবং তৃতীয়ত চরিত্র। যদি একজন প্রার্থী এই তিনটি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন না করে, তবে তাঁদের টিকিট থেকে বঞ্চিত করা হবে।কৈলাশ গেহলট এরপরই বলেছেন, আমি অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার সঙ্গে বলছি, এএপি বিজওয়াসন (সুরেন্দ্র ভরদ্বাজ) থেকে কি ধরনের প্রার্থী দিয়েছে - যার বিরুদ্ধে একাধিক পুলিশি মামলা রয়েছে। এছাড়াও স্বাভাবিক ঘটনা নয়, এর মধ্যে রয়েছে ঘুষ নেওয়া, সরকারি কর্মচারীকে হেনস্থা করা, নারীর শালীনতা ক্ষুন্ন করার ঘটনা। গত তার বিরুদ্ধে পালাম থানায় একটি পুলিশি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ডোমকলে পুলিশের উপর হামলায় গ্রেফতার ২ মূল অভিযুক্ত

নিজস্বপ্রতিবেদন, ৩০ জানুয়ারি ঃ ডোমকলে পুলিশের উপর হামলায় ২ মূল অভিযুক্তকে কেরলে পালিয়ে যাওয়ার ছক ছিল। কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগেই বুধবার রাতে শালিমার স্টেশন থেকে তাদের গ্রেফতার করা হল।মুর্শিদাবাদের ডোমকলে পুলিশের উপর হামলা চালিয়ে আসামী ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার মূল দুই অভিযুক্ত এতদিন পলাতক ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দুই মূল অভিযুক্তকে হাওড়ার শালিমার স্টেশন থেকে গ্রেফতার করে শালিমার রেল পুলিশ।রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল মাসাবুল শেখ, বয়স ৪৫ বছর ও মলিনা বিবি, বয়স ৩৫ বছর। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ রওনা দেয় ডোমকল থানার পুলিশ।

বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৩০ জানুয়ারিঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাঁদের পরিবার পরিজনদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে দেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিত্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহণ করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই রোজগারের সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপে দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে তার গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে

বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পাওয়ার কথাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো। সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্কে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ প্রথা। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারীর বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরোনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলেছেন।যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাঁদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

পুণ্যতিথিতে বাপুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতির, রাজঘাটে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টদের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ পুণ্যতিথিতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলো গোটা দেশ। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় প্রমুখ।এছাড়াও মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার, তিন বাহিনীর প্রধান এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ। গান্ধীজির সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও।

গান্ধীজির আদর্শ বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ পুণ্যতিথিতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গান্ধীজিকে নমন করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, গান্ধীজির আদর্শ আমাদের বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। পাশাপাশি দেশের জন্য যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, পূজনীয় বাপুকে তাঁর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাপুর আদর্শ আমাদের বিকশিত ভারত গড়তে অনুপ্রাণিত করে। আমাদের দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করছি।

সাফল্য পেল চাকদহ পুলিশ, দোকান থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার

নদীয়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ দোকান থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল চাকদহ থানার পুলিশ। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম আকাশ পোদ্দার। বুধবার কল্যাণী মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।গত ১১ জানুয়ারি চাকদহের ঘোষপাড়া এলাকায় একটি মোবাইলের দোকানের শাটার ভেঙে মোবাইল, ল্যাপটপ-সহ বেশ কিছু জিনিস চুরি হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছ থেকেই উদ্ধার করা হয় একটি ল্যাপটপ, তিনটি মোবাইল সহ মোবাইলের কিছু পার্টস, হেডফোন ও চার্জার।

অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশি পাকড়াও গাইঘাটায়

গাইঘাটা, ৩০ জানুয়ারি ঃচোরাপথে ভারতে এসে বিএসএফের হাতে ধরা পাল এক বাংলাদেশি যুবক। ধৃতের নাম ইমরান হাসান ওরফে সুমন (৩০)। ওই যুবক বাংলাদেশের যশোর জেলার পুটখালি উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশের ডোবারপাড়া সীমান্ত দিয়ে বেড়া টপকে অবৈধভাবে ভারতের গাইঘাটায় প্রবেশ করছিলেন তিনি। বিএসএফ তাকে আটক করে। এদেশে আসার বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে বিএসএফ তাকে গাইঘাটা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধরা পড়ার পর ওই যুবক জানিয়েছিলেন, তার নাম সুমন সরকার, বাবার নাম সঞ্জিত সরকার। কিন্তু সন্দেহ হওয়ায় বিএসএফ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সত্যি সামনে আসে।

ওয়াকফ বিলঃওম বিড়লার কাছে রিপোর্ট জমা দিল সাংবিধানিক প্যানেল

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে বৃহস্পতিবার ৫৫৬ পাতার খসড়া রিপোর্ট পেশ করল ওয়াকফ সংশোধনী বিল বিষয়ক যৌথ সংসদীয় কমিটি (সাংবিধানিক প্যানেল)। রিপোর্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতি মিলেছে। ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল পরীক্ষা করে সংসদের যৌথ কমিটি বৃহস্পতিবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে।ওম বিড়লার সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করেন প্যানেলের চেয়ারপারসন জগদম্বিকা পাল এবং তাঁর হাতে রিপোর্ট তুলে দেন। লোকসভা স্পিকারের কাছে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪-এর জেপিসি রিপোর্ট জমা দেওয়ার বিষয়ে জেপিসি চেয়ারম্যান এবং বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল বলেছেন, জেপিসির ৩৮টি বৈঠক এবং ২৫০ জন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে বৈঠকের পরে আমরা রিপোর্ট পেশ করেছি। আশা করছি স্পিকার আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা আমরা পালন করেছি।

মধ্য ও পূর্ব ভারতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি ঃ বিহার-সহ দেশের ৪টি রাজ্যে কুয়াশার সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বাকি রাজ্যগুলি হল, উত্তর প্রদেশ, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা উপকূল ও বিহার। আগামী ৪৮ ঘণ্টা এই রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশে কুয়াশা প্রত্যাশিত। পূর্বাভাস মতেই, বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশার আস্তরণ ছিল এই রাজ্যগুলির বিভিন্ন অংশে। কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল রাজধানী দিল্লি, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজও।এছাড়াও অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মেঘালয়ে হালকা বৃষ্টিও হতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৩-৪ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য ভারত ও পূর্ব

গান্ধীর প্রয়াণদিবসে বার্তা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণদিবসে বৃহস্পতিবার এক্স-বার্তায় একটি পোস্ট করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তিনি লিখেছেন, যে কোন নরহত্যাই নিন্দা ও ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু যখন সেই নরহত্যা কোন ব্যক্তিগত লাভের দ্বারা তাড়িত না হয়ে কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যে সাধিত হয় তখন হত্যাকে নিন্দা করার পাশাপাশি উদ্দেশ্যের প্রতিও নজর দেওয়া দরকার।৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে মোহনদাস গান্ধীর হত্যাও এই শ্রেণীতে পড়ে। ভারত পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেবে - এই যুক্তিহীন দাবী, যা

আবহাওয়া

পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শীতের আমেজ ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শীতের আমেজ রয়েছে দার্জিলিং ও কালিম্পঙ-সহ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ঘেঁষা জেলাগুলিতেও। আগামী কিছু দিন এমনই থাকবে আবহাওয়া। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে ফের বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.১ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত মোটামুটি ঠান্ডা অনুভূত হবে। কোথাও কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে অথবা সামান্য ওপরে থাকতে পারে। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, ৩১ জানুয়ারির পর থেকে তাপমাত্রা বাবে। ৩১ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সর্বনিম্ন থাকবে স্বাভাবিকের ওপরে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা৫৫মিনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যউদয় সকাল ৬টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ০৪মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৭মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার, ইংরেজীঃ৩১জানুয়ারী ২০২৫,৫৫৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৬ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দ, বাংলাদেশঃ ১১মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১১মাঘ ১৯৪৬, মৈতেঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০৯ঃ০৩ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৯ঃ৪৫ঃ৭ঃ ৪২(১১)শুক্ল পক্ষ তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ১৫ঃ২ দং ৫১ঃ৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪ঃ২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১ঃ২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্ল দুপুর ঘ ০০ঃ০৯ঃ ৩৭ দং ১৪ঃ১৫ঃ৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ২৩ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্তমহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্তকুলিককালবেলাদিন ০৭ঃ৩৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্তকুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত বারবেলাদিনঃ ০৮ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০৯ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৪ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০২ঃ১২ঃ২২ পর্যন্তশুক্রযোগ (সূর্য উদয় কালীন): রবিঃ৮২৭ঃ৩২ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৫৫৩১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০১৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ৩১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ৩৫১১৯১ (২৬) ২ পদকেতুঃ১৮৫০৯১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৮ পর্যন্ত মকর রাশি সকাল ০৮ঃ১১ঃ৪৭ পর্যন্ত কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৩ঃ১৬ পর্যন্ত মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৯ঃ৩২ পর্যন্ত কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৬ঃ ১৪ পর্যন্ত সিংহ রাশি রাত্রি ০৯ঃ ৪৫ঃ৫৫ পর্যন্ত কন্যা রাশি রাত্রি ১১ঃ ৫৫ঃ৫৭ পর্যন্ত তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ১৯ঃ৫৬ পর্যন্ত বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

ভুয়ো হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের বিজ্ঞাপন থেকে প্রতারণা, উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা

হাওড়া, ৩০ জানুয়ারিঃ ভুয়ো হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের বিজ্ঞাপন থেকে প্রতারণা, ঘটনার তদন্তে নেমে প্রায় লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করলো হাওড়ার দাসনগর থানার পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক বিনিয়োগ স্কিমগুলোতে প্রলুব্ধ করতে স্ক্যামাররা বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে ক্রমাগত কাজে লাগাচ্ছে। এরই মধ্যে হোয়াটস অ্যাপ মারফত এক ভুয়ো জব অফারের বিজ্ঞাপন প্রতারণার শিকার হন দাসনগরের বাসিন্দা এক ব্যক্তি। স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হলে দাসনগর পুলিশ, হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানার

টেকনিক্যাল সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারিত অর্থের মধ্যে উদ্ধার করে প্রায় ২৭ হাজার টাকা। এর পাশাপাশি ঠিক একইভাবে, হোয়াটস অ্যাপে ট্রেডিং এর বিজ্ঞাপন গ্রুপ থেকে প্রতারণার শিকার হন দাসনগর নিবাসী অন্য আরও এক ব্যক্তি। এই ক্ষেত্রেও থানায় অভিযোগ জানানো হলে প্রতারিত অর্থের মধ্যে উদ্ধার করা সম্ভব হয় ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। উদ্ধার হওয়া টাকা প্রকৃত মালিকদের হাতে থানার তরফ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

গোঘাটে ভবনের সামনে লেখা 'সর্বশিক্ষা মিশন দরজায় ঝুলছে তালা

শুকোয় শাড়ি, সোয়েটার, কম্বল, স্কুল চত্বর গরুছাগল, হাঁস, মুরগির অবাধ বিচরণক্ষেত্র

বনস্পতি দে, গোঘাট হুগলি, ৩০ জানুয়ারিঃ ভবনের সামনে লেখা 'সর্বশিক্ষা মিশন। তবে শিক্ষার কোনও নাম-গন্ধ নেই। ক্লাসরুম অতীত। দরজায় ঝুলছে তালা। বারান্দায় যেখানে টিফিনের সময় কচিকাঁচাদের হুল্লোড় হওয়ার কথা, সেখানে শুকোয় শাড়ি, সোয়েটার, কম্বল। স্কুল চত্বর গরুছাগল, হাঁস, মুরগির অবাধ বিচরণক্ষেত্র। গৃহস্থালির দখলে স্কুল বারান্দা। বাঁচোয়া ঘরগুলোতে তালা লাগানো, না হলে হয়তো তাও দখলে চলে যেত! স্কুল ভবনের সামনে একটা ছোট্ট মাঠ। সেখানে ধান শুকোতে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গরু-ছাগলকে ঘাস খাওয়াতেও নিয়ে যান অনেকে।

তৃণমূল সরকারের আমলে শুরু হওয়া স্কুলের এক দশকের মধ্যেই এই হাল। শিক্ষকশূন্য স্কুলে ঝুলছে তালা। ২০১২ সালে ঘটা করে নতুন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল গোঘাটের শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাণ্ডুগ্রামে। স্কুলের নাম পাণ্ডুগ্রাম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়। লাগোয়া বেশ কয়েকটি গ্রামের পড়ুয়ারা ওই স্কুলে পড়তে যেত। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে সরকারি ভাবে দেওয়া হয়েছিল দুজন শিক্ষক। এ ছাড়াও পড়ুয়াদের সুবিধার্থে গ্রামের ক্লাবের কয়েকজন শিক্ষিত ছেলে বিনা পারিশ্রমিকে স্কুলে পড়াতেন ও অন্যান্য কাজও করতেন। এক দশকের মধ্যেই দু-এক বছরের ব্যবধানে দুই শিক্ষকশিক্ষিকা অবসর নিয়েছেন। নতুন করে কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা আর নেই স্কুলে। স্থানীয় ক্লাবের শিক্ষিত যুবকরাও আর স্কুলে যান না। নতুন শিক্ষাবর্ষের আগেই এই স্কুলের পড়ুয়াদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অন্য স্কুলে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে থেকে শুরু হয়েছে নতুন শিক্ষাবর্ষ। কিন্তু স্কুলে এখনও ঝুলছে তালা। তাও স্থানীয়দের আশা, নতুন ভাবে শিক্ষক নিয়োগ হলে আবারও হয়তো স্কুল খুলবে। স্কুল পরিচালন কমিটির এক সদস্যের ব্যাখ্যা, সরকারি নিয়োগে জটিলতা থাকায়

নিয়োগ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকরাও হারাচ্ছেন আস্থা। কোন ভরসায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবেন? তাই সময় থাকতে থাকতেই পার্শ্ববর্তী শ্যাম বাজার হাইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের। স্থানীয় বাসিন্দা অভিভাবকদের বক্তব্য, যে স্কুলে শিক্ষকই নেই, সেখানে কে পড়াবেন ছাত্রছাত্রীদের? কেই বা স্কুলের সার্বিক দায়িত্ব নেবেন? স্থানীয় শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রভাত গোস্বামী বলেন, 'সরকারি নিয়মের গেরোয় স্কুল বন্ধ। স্কুল ভবনের ভবিষ্যৎ কী, আমরা এখনও জানি না। পুরো বিষয়টি জানাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে।' হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমি পুরো বিষয়টি শুনেছি। আসলে এটা এসএসকে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীন। কেন্দ্রের উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণেই স্কুলগুলির এই হাল। আমরা এই সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ স্কুলগুলিতে ভর্তি করানোর কথা বলেছি। তবে বিল্ডিংগুলিকে ভালো কাজে লাগানোর জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

সরস্বতী পুজো কমিটির সদস্যদের সাথে বৈঠক জয়নগর থানার আই সি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ জানুয়ারিঃ সামনেই বিদ্যার দেবী সরস্বতী মায়ের পুজো। আর সেই পুজোর আগে জয়নগর থানা এলাকার সার্বজনীন সরস্বতী পূজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৃহস্পতিবার জয়নগর আমন্ত্রন কমপ্লেক্সে বৈঠক করলো জয়নগর থানার আই সি। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর থানার এস আই অলকেন্দু ঘোষ, সমাজসেবী তুহিন বিশ্বাস সহ জয়নগর ও দক্ষিন বারাশত বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার দ্বয়। এদিন পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজোর সময় সরকারি নিয়ম মেনে কি কি করনীয় তা তুলে ধরা হয়। জয়নগর থানা এলাকার শতাধিক পুজো কমিটি এদিনের এই বৈঠকে অংশ নেন।

দুয়ারে সরকারের পরিদর্শনে অতিরিক্ত জেলা শাষক

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩০ জানুয়ারিঃ নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকারের পরিদর্শনে অতিরিক্ত জেলা শাষক। বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের উদ্যোগে ধুলাসিমলা বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প, রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার, বর্তমানে চলছে নবম পর্যায়ের। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে শিশুদের আঁধার কার্ড,লক্ষ্মীর ভান্ডার, বার্ধক্য পেনশন সহ বিভিন্ন বিভাগে ছিল জমজমাট ভীড়। বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে আসেন হাওড়া জেলা অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) দিব্যা মুরুগেসন, সঙ্গে ছিলেন উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক,ধুলাসিমলা পঞ্চায়েতের প্রধান বৈশাখী পুরকাইত, উপপ্রধান গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য।

হুগলিতে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সচেতনতা শিবির

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি,৩০ জানুয়ারিঃ হুগলিতে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়। এই উপলক্ষে সিঙ্গুর রতনপুর ব্রিজ থেকে কামারকুন্ডু এসপি অফিস পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে পথ নিরাপত্তা সচেতনতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলী গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন ,হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না সহ জেলা পুলিশের আধিকারিক বৃন্দ। অপর অনুষ্ঠানটি হয় হরিপাল থানার সহযোগিতায় হরিপাল গুরুদয়াল স্কুল ময়দানে সেখানে সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে পথ নিরাপত্তায় সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেন হুগলির পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন তিনি বলেন হঠাৎ বিপদ থেকে এড়াতে অবশ্যই হেলমেট পরতে হবে এবং পথ নিরাপত্তার নিয়ম কানুন গুলি মেনে চলতে হবে, তাতে করে নিজের জীবন বাঁচবে পরিবার বাঁচবে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ পুলিশের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

প্যারাগন ফুটওয়্যার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারীঃ ভারতের বিশ্বস্ত ফুটওয়্যার ব্র্যান্ড প্যারাগন কলকাতায় একটি গ্র্যান্ড ডিলারস মিটের মাধ্যমে তার গোল্ডেন জুবলী উদযাপন করেছে, যেখানে ব্র্যান্ডের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করা ডিস্ট্রিবিউটর পার্টনারদের সম্মান জানানো হয়েছে। পাঁচ দশকের সাফল্য উদযাপন এবং পরিবেশক অংশীদারদের সম্মান জানাতে কোম্পানিটি এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে, যাদের অংশীদারিত্ব এবং প্রতিশ্রুতি তার প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। প্যারাগনের গোল্ডেন জুবলী উদযাপন কলকাতায় শুরু হয়েছে, যা দেশব্যাপী চলা এক সিরিজের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। প্রযুক্তির মাধ্যমে অংশীদারদের ক্ষমতায়ন করাট্রেড অপারেশন্স জোরদার করতে এবং অংশীদারদের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য, প্যারাগন দক্ষতা এবং ব্যবহারযোগ্যতার জন্য তৈরি ব্যবহারিক ডিজিটাল টুলস চালু করেছে। ওয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট প্রোডাক্ট ক্যাটালগ, অর্ডার ট্র্যাকিং এবং ফিডব্যাক প্রক্রিয়াগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং তাৎক্ষণিক কাস্টমার সাপোর্ট নিশ্চিত করে। গোল্ড সার্কেল লয়্যালটি অ্যাপ রিটেল বিক্রেতাদের অ্যামাজনের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে পয়েন্ট অর্জন এবং রিডিম করতে সক্ষম করে, যা পুরস্কার প্রক্রিয়াটিকে সহজ এবং ট্রান্সপারেন্ট করে তোলে। সেলসফোর্সের সাথে সহযোগিতা করে, প্যারাগন ডিস্ট্রিবিউটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিএমএস) তৈরি করেছে, যা লজিস্টিকসকে সহজতর করার এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমকে অপ্টিমাইজ করার জন্য ডিজাইন করা একটি সমাধান, যা অংশীদারদের শক্তিশালী গ্রাহক সংযোগ তৈরিতে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করে। প্রাইম পার্টনারস প্রোগ্রামপ্যারাগন প্রাইম পার্টনার প্রোগ্রামটি শীর্ষস্থানীয় রিটেল বিক্রেতাদের নতুন প্রোডাক্টের প্রাথমিক অ্যাক্সেস, মার্কেটিং এসিস্টেন্স এবং উন্নত দৃশ্যমানতার জন্য শপ-ইন-শপ ইনস্টলেশনের মতো সুবিধা প্রদান করে। এটি সাপ্তাহিক সাপ্লাই ভিসিটসের এবং লিডারশিপের সাথে স্ট্রাটেজিক আলোচনার মাধ্যমে নিয়মিত সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে, যার লক্ষ্য আরও ভাল সহযোগিতা এবং বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা।

তারকেশ্বরে দুয়ারে সরকারে কক্ষের মধ্যে লাঠালাঠি

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, উপ প্রধানের দেহরক্ষী বন্দুক বার করেন বলেও অভিযোগ

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর হুগলি, ৩০ জানুয়ারিঃ শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ শিবির চত্বর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে,পরিষেবা দেবে কোন গোষ্ঠী ? এই নিয়ে বিবাদ তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে বিশাল পুলিশ বাহিনী। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি পুলিশের। ঘটনা তারকেশ্বরের নাইটা মাল পাহাড় পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্ধরাম পুর হাইস্কুলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার থেকে নাইটা মাল পাহাড় পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্ধ

রাম পুর হাইস্কুলে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। নির্বিঘ্নে ক্যাম্প পরিচালিত হলেও বৃহস্পতিবার সকালে ক্যাম্প শুরু হতেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ শুরু হয়। মূলত সাধরণ মানুষকে ক্যাম্প থেকে তৃণমূলের কোন গোষ্ঠী পরিষেবা দেবে এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চরম বিবাদ শুরু হয়। এমনকি কক্ষের মধ্যে লাঠালাঠিও হয় বলে দাবি ক্যাম্পে আসা সাধরণ মানুষের। উপ প্রধানের দেহরক্ষী বন্দুক বার করেন বলেও অভিযোগ। দুই গোষ্ঠীর বিবাদের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান জেলার একাধিক পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষাণু রায় জানান, ঝামেলা হয়েছিল নিজেদের মধ্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনা হয়েছে।তবে ক্যাম্পের মধ্যে রাজনৈতিক কোনও নেতা কর্মীকে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে এই নিয়ে কোনই মন্তব্য করা হয়নি।

কলকাতা বয়েজ স্কুলের সামনে অভিভাবকদের বিক্ষোভ বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে

সোনারপুর,৩০ জানুয়ারিঃ কলকাতা বয়েজ স্কুলের সোনারপুর শাখায় বিক্ষোভ। ফি বৃদ্ধি এবং স্কুলের পরিকাঠামো অত্যন্ত খারাপ তার প্রতিবাদেই এই বিক্ষোভ বলে জানালেন অভিভাবকরা। বিক্ষোভরত অভিভাবকদের দাবি স্কুলের মাঠ, স্কুলের বাথরুম, ক্লাসরুমের অবস্থা খারাপ, মাঝেমধ্যেই চাঙড় ভেঙে পড়ে, পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, ক্লাসরুমে সিসিটিভি নেই, পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। বিক্ষোভরত অভিভাবকদের দাবি স্কুলের মাঠ, স্কুলের বাথরুম, ক্লাসরুমের অবস্থা খারাপ, মাঝেমধ্যেই চাঙড় ভেঙে পড়ে, পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, ক্লাসরুমে সিসিটিভি নেই, পর্যাপ্ত টিচার নেই। বারবার আলোচনায় বসার দাবি জানানো হলেও তাদের দাবি মানা হয়নি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল আসে সোনারপুর থানার পুলিশ। সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অভিভাবকরা।

তাদের দাবি প্রতিমাসে ৪ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। সেই টাকা আরো বাড়ানোর সার্কুলার দেওয়া হয়েছে ২০শে জানুয়ারি। অভিভাবকদের দাবি স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নতি হলে তবে তারা বাড়তি ফি দেবেন। পুলিশের সাথে মধ্যস্ততায় আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী মিটিং ডেকেছেন স্কুল কতৃপক্ষ। এইদিনই স্কুলের বেলেঘাটা শাখায় মিনি মেলা আছে। সেই পরিস্থিতিতে কিভাবে এই আলোচনা সম্ভব তা নিয়ে সন্দিহান অভিভাবকরা। এই বিষয়ে স্কুল কতৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কিছু বলতে চাননি। এ বিষয়ে নম্রতা চ্যাটার্জি নামে এক অভিভাবিকা তিনি বলেন, স্কুলে কোন পরিকাঠামোই নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষকে বারবার পরিকাঠামো উন্নয়ন করার কথা বললে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেনি নেই কোন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাখা। বছর বছর ফ্রি বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু পরিকাঠামোর কোন উন্নতি ঘটছে না।

বিধায়কের বিরুদ্ধে কু রুচিকর পোস্টার, দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ৩০ জানুয়ারিঃ হাসনাবাদের বরুণহাট পঞ্চায়েতের খোসাল মোড় এলাকায়, হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিধায়কের নামে পোস্টার পরে বুধবার। দুর্নীতি, টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি সহ একাধিক বিষয়ের উল্লেখ করে তৃণমূল কংগ্রেস বাঁচাও কমিটির নামে বিধায়কের অপসারন চেয়ে পোস্টার পরে হাসনাবাদের ওই এলাকায়। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকালে খোসালমোড় এলাকায় হাসনাবাদ-নেবুখালী গামী রাস্তার পাশে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদ এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজী, বরুণহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম, পাটলীখানপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সেলিম মোল্লা সহ হাসনাবাদ, বরুণহাট রামেশ্বরপুর, পাটলীখানপুর অঞ্চলের তৃণমূল নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্থকরা। সভা থেকে ঘটনাকে বিরোধী দের চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবি তোলেন ব্লক সভাপতি। সভা শেষে খোসালের মোড় থেকে রামেশ্বরপুর পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। নদী মার্তৃক এলাকা থেকে পরপর তিনবার বিধায়ক হয়ে তিনি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিঙ্গলগঞ্জের উন্নয়ন কে ত্বরান্বিত করছেন তার জন্য হিঙ্গলগঞ্জ বাসীর হয়ে ধন্যবাদ জানান ব্লক সভাপতি। পাশাপাশি বিধায়কের চরিত্র,গুনাবলী,সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন, পাশাপাশি কুৎসাকারীদের বিরুদ্ধে সুর চরান তিনি।

হুগলির ধান্যহানায় ভবতারিণীর মন্দিরের দ্বারউদঘাটন করলেন আদ্যাপীঠের মহারাজ মুরাল ভাই

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ধান্যহানা, হুগলি, ৩০ জানুয়ারিঃ আজ হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ধান্যহানায় দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের আদলে নির্মিত একটি সুবৃহৎ কানাইলাল দুর্গা রানী ভবতারিণী মন্দিরের শুভ দ্বারউদঘাটন করলেন আদ্যাপীঠের মহারাজ মুরাল ভাই। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলে সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এই সুবহৎ মন্দির তৈরিতে আর্থিক এবং জমি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এই গ্রামেরই ভূমিপুত্র বাপন পাকিরা তার এই কাজকে উপস্থিত সকলেই ভুয়সী প্রশংসা করেন। এরই সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এখানে সরকারি সাহায্যে নির্মিত একটি হাই মাস্ট ল্যাম্পের ও একটি জল সত্রেরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুরাল ভাই বলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অনাথ শিশু বিধবা মায়েদের সাহায্যে এলাকার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে তিনি বলেন মন্দির হলো মিলনের স্থান সম্প্রীতির আদর্শ ক্ষেত্র। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মায়ের শক্তিতেই আমরা উজ্জীবিত তার প্রতি আমাদের ভক্তি বিশ্বাস এবং আশা রাখতে হবে তবেই আমরা বিভিন্ন কাজে সফলতা আনতে পারব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না। দীর্ঘ কয়েক বছরের পরিশ্রমে মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন রাজমিস্ত্রি শেখ নঈম। তার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হিসাবেএই নির্মাণ কার্যের সকলেই তারিফ করেন,মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মন্দিরের উদ্বোধন কে ঘিরে চার দিনব্যাপী আধ্যাত্মিক আলোচনা, ধর্মীয় সংগীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বিশাল দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যের দ্বিতীয় জাভেদ হাবিব স্যালোন অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী দোলতলায়

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় এবং উত্তর ২৪ জেলার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র রূপে দোলতলায় জাভেদ হাবিব স্যালোন অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী চালু করল ভারতখ্যাত সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ তথা নরসুন্দর জাভেদ হাবিব। স্যালোন ও অ্যাকাডেমীর দ্বারোদ্ঘাটনের পর শিক্ষার্থীদের সামনে চুলের যত্ন সম্পর্কে বিস্তারিত চর্চা করতে গিয়ে জাভেদ হাবিব জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া অত্যধিক আদ্র হওয়ার জন্য এখানকার নরনারীর চুল বেশিরভাগ সময় ভিজে থাকে। আর ঠিক এই কারণেই এখানকার মানুষদের চুলের স্বাস্থ্য দেশের অন্যান্য রাজ্যের মানুষদের থেকে অনেক খারাপ। জাভেদ হাবিব সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছেন, ভুল করেও একশো শতাংশ শুকনো বা রুক্ষ চুলে সাবান, শ্যাম্পু তেল বা কণ্ডিশনার প্রযোগ করবেন না। শিক্ষাকেন্দ্রের কর্ণধার চন্দ্রা দাস সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, স্যালোন তথা

শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জাভেদ হাবিব সশরীরে শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীদের সামনে চুল কাটার তাৎপর্য্য ও আধুনিক কৌশল, চুলে রসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের শৈলী ও পেশাদারিত্ব, চুল রাঙানোর সমসাময়িক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, চুলে ক্যারাটিন প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান করেছেন।

শিক্ষাকেন্দ্রের প্রবন্ধক দোলন সেনগুপ্ত ১৮ বর্ষের উপরে ভারতের যেকোনো ব্যক্তি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। সাধ্যের মধ্যে চুল পরিচর্যা মুখমণ্ডল সহ স্পা ইত্যাদি শিক্ষা গ্রহণের এক মাস থেকে ছয় মাসের কোর্সের ভর্তি গ্রহণের পর্ব শুরু হল বারাসাত দোলতলার এই প্রতিষ্ঠানে। যাবেদ হাবিব ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী ও মডেল সোনিয়া নিলাপ সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হলো নিমপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩০ জানুয়ারিঃ নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচতে দিন এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৫ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত সারা রাজ্যে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। আর তাই বৃহস্পতিবার জয়নগর ২ নং ব্লক প্রশাসন, বকুলতলা থানা ও জয়নগর সাব ট্রাফিকের উদ্যোগে বকুলতলা থানার নিমপীঠে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। এদিন পুলিশ, সিভিক, স্কুল পড়ুয়ারা পথ নিরাপত্তার হোডিং, পোস্টার নিয়ে নিমপীঠে একটি সচেতনতা মূলক পদযাত্রায় অংশ নেন। এর পরে নিমপীঠ মোড়ে পথ নিরাপত্তা

সপ্তাহ পালন করা হয় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। যাতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর ডি এস পি ট্রাফিক গৌতম চক্রবর্তী, টি আই প্রদীপ পাল,বারুইপুর ডি এম ডি সি আপতাফ আলম, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা,বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়, জয়নগর সি আই সুবীর ঢালি, জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি রবীন্দ্রনাথ সরদার, বারুইপুর ট্রাফিক ওসি সঞ্জয় কর্মকার,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের শিক্ষয়দ্বয়, মোটরভেকিলসের এক আধিকারিক সহ আরো অনেকে। এদিন পথ নিরাপত্তার খুটিনাটি তথ্য তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তারা। এদিন পথচলতি কয়েক জনের হাতে হেলমেট তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই পথ নিরাপত্তার উপর জোর দেওয়া হয়। আর তাঁর পর থেকে এই বিষয়ে একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করার ফলে বর্তমানে পথ দূর্ঘটনার হার আগের চেয়ে কমেছে।

বিধায়কের বিরুদ্ধে কু রুচিকর পোস্টার, দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ৩০ জানুয়ারিঃ হাসনাবাদের বরুণহাট পঞ্চায়েতের খোসাল মোড় এলাকায়, হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বিধায়কের নামে পোস্টার পরে বুধবার। দুর্নীতি, টাকার বিনিময়ে পদ বিক্রি সহ একাধিক বিষয়ের উল্লেখ করে তৃণমূল কংগ্রেস বাঁচাও কমিটির নামে বিধায়কের অপসারন চেয়ে পোস্টার পরে হাসনাবাদের ওই এলাকায়। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকালে খোসালমোড় এলাকায় হাসনাবাদ-নেবুখালী গামী রাস্তার পাশে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদ এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজী, বরুণহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের প্রধান আবুল কালাম সহ হাসনাবাদ, বরুণহাট রামেশ্বরপুর, পাটলীখানপুর অঞ্চলের তৃণমূল নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্থকরা। সভা থেকে ঘটনাকে বিরোধী দের চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবি তোলেন ব্লক সভাপতি। সভা থেকে বিধায়কের নামে পোস্টার মেরেছেন যারা তাদের হাতের কবজি কেটে নেওয়ার হুশিয়ারি দেন পাটলীখানপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সেলিম মোল্লা,তিনি বলেন পোস্টার গুলি হাতে লেখা তাই সহজেই বোঝা যাবে। সভা শেষে তার এই পতিক্রিয়ার বিষয়ে বলতে গিয়ে, ওই তৃণমূল নেতা এই কথা ভুল বশত বলে ফেলেছেন বলে স্বীকার করে ব্লক সভাপতি বলেন আইনের পথেই দোষীদের

শাস্তি হবে। সভা শেষে খোসালের মোড় থেকে রামেশ্বরপুর পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। নদী মার্তৃক এলাকা থেকে পরপর তিনবার বিধায়ক হয়ে তিনি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিঙ্গলগঞ্জের উন্নয়ন কে ত্বরান্বিত করছেন তার জন্য হিঙ্গলগঞ্জ বাসীর হয়ে ধন্যবাদ জানান ব্লক সভাপতি। পাশাপাশি বিধায়কের চরিত্র,গুনাবলী,সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন, পাশাপাশি কুৎসাকারীদের বিরুদ্ধে সুর চরান তিনি।কারো কোনো কাজে ভুল থাকলে প্রকাশ্যে এসে জানানোর কথা জানান তিনি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬১ সংখ্যা, শুক্রবার ১৭ মাঘ, ১৪৩১

কবির জন্য চোখের জল

ইংরেজি সাহিত্যের সর্বকালের সর্বাধিক আলোচিত কবিদের একজন লর্ড বায়রন। প্রয়াত হয়েছিলেন মাত্র ৩৬ বছরে। বিখ্যাত কবি হয়েও তিনি মনে করতেন কবিত্ব মারাত্মক একটা অসুখ । মনে করতেন প্রতিভা। সে এক ধরনের পাগলামি। লোকে বায়রণের কবিতা পড়তেন মন্ত্রমুগ্ধের মত, কবিতাই ছিল তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূল কারণ, কবিতার নায়ক হিসেবে পাঠকরা বায়রণকে ভেবে নিতেন। যেদিন বায়রণের' 'Corsair ' প্রকাশ হল সেদিন বিক্রি হল দশ হাজার কপি। সেকাল কেন একালেও কোন কবির কবিতার বই একদিনে অত কপি বিক্রি বোধহয় স্বপ্ন। স্বয়ং গ্যেটে বায়রণ সম্পর্কে বলেছিলেন লোকে ইংরেজরা যাই বলে বলুক ইংল্যান্ডের সত্যি যদি কিছু দেখাবার থাকে তবে শেকসপীয়রের পরে বায়রণ।হয়ত বায়রণের কবিতার প্রথম দিকের দ্যুতি আজ আর নেই, কবিত্বের বিচারে তিনি শেলী,কীটসের নীচে! কিন্তু রোম্যান্টিক কবির মূর্তি হিসেবে নিঃসঙ্গ এবং রহস্যময় জীবন কাটানোর জন্য বায়রণ চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। তখন বায়রণের পর পর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শেলী,কিটসের মত দুজন তরণ আত্মপ্রয়াসী অপলক বিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন বায়রণকে। তারা মনে করতেন বায়রণ তাদের চেয়ে অনেক বড় কবি। স্বয়ং কিটস বলেছিলেন, হায় আমি যদি বায়রণের মত লিখতে পারতাম। কাব্য প্রতিভা প্রকাশের আগেই বায়রণের প্রেমিক প্রতিভার বিকাশ। যোলো বছর বয়সে প্রথমবার উন্মত্ত ভালবাসায় পড়েছিলেন। প্রেমিকার নাম মেরি সাওয়ার্থ। ট্রিনিটি কলেজে পড়ার সময় কবিতার বই প্রকাশ হল বায়রণের। আপত্তি উঠল সেই বই নিয়ে, নিজের হাতে বায়রণ বইয়ের সব কপি পুড়িয়ে ফেললেন। মেয়েরা সত্যি চুম্বকের মত তাঁকে টানত, অনেক রমণীর সাথে বায়রণ সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তবে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ক্যারোলিনের। বায়রণকে চোখে দেখার আগে তিনি তিনি তাঁর কবিতা পড়ে তাঁর সম্বন্ধে জেনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নির্লজ্জতা ছিল ক্যারোলিনের, বায়রণের প্রতি উন্মাদ ভালবাসা জানাতে তিনি কখনও স্থান কাল পাত্রের তোয়াক্কা করেন নি। সব পার্টিতে বায়রণের কণ্ঠলগ্না হয়ে থাকতেন।এমন কি নিজের সব রত্ন অলঙ্কার প্রেমিককে দিতে চেয়েছিলেন। উভয়ের প্রকাশ্য প্রেমলীলায় দেশে ঢি-ঢি পড়ে গেল। তবে শ্রেষ্ঠ কবি আর অভিজাত পরিবারের রমণীর প্রেমে এল বাধা এল, লন্ডনে গসিপ চর্চার বিষয় বায়রণের প্রেম। সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত তিক্ত হল। ওদিকে বায়রণকে বিয়ে করলেন অ্যান ইসাবেলা মিলব্যাঙ্ক। তবে তারা সুখী হননি,মিলব্যাঙ্ক একদিন বায়রণকে ছেড়ে গেলেন। মানুষ হিসেবে বায়রণ ছিলেন সংবেদনশীল,স্বভাবে বেপরোয়া হলেও উদার, অভিমানী। একের পর এক কাব্যগ্রন্থে তখন অসমান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীতে সবার সব দিন সমান যায় না। বায়রণের জন্য ইংল্যান্ড আর নিরাপদ নয়। কারণ নেপোলিয়নকে তিনি পছন্দ করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠল সেই সব অভিযোগ প্রায় রাজদরবারে পৌঁছে যায়। তবে আদালতের কাঠগড়ায় না উঠলেও জনগণের বিচারে তিনি দোষী। শেষ পর্যন্ত কবি যেদিন মাতৃভূমি ছাড়লেন সেদিন বায়রণকে দেখে অসংখ্য রমণী চোখের জল ফেলে।

বাংলা চলচ্চিত্র পথ দেখায়

অনেক পুরোনো দিনের কথা উ সাহিত্যিক বনফুল থাকতেন ভাগলপুরে। তিনি তখন ওখানকার নামকরা ডাক্তার-প্যাথোলজিস্ট। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বনফুল। প্রায়ই দেখা যেত লাঠি হাতে সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে, ধুতিটা লুঙ্গির মতো পরে নিজের ল্যাবরেটরিতে চলেছেন। একবার এক বাঙালি চিত্র পরিচালকের বনফুলের ছোট গল্প 'অর্জুন কাকা'-কে নিয়ে ছবি করার খুব ইচ্ছে হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেই চিত্র পরিচালকের শৈশব-কৈশোর কেটেছে ওই ভাগলপুরেই। কিন্তু বনফুলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস হয়নি। একদিন ভয়ে ভয়ে চিঠি লিখে ফেললেন ভাগলপুরে। উত্তরও এল। তাতে লেখা, কোনও এক কাজে কলকাতায় আসছেন বনফুল। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ তাঁর ছেলের ফ্ল্যাটে দেখা করতে হবে। জড়সড় হয়ে দুরু দুরু বুকে গেলেন সে-ফ্ল্যাটে। দেখা হল। কিশোরবেলায় দেখা বনফুলের সেই গাম্ভীর্য ভাবটা তখন কই! বনফুল বললেন, ''কথা পরে হবে। আগে ভাগলপুর থেকে আম এনেছি, জর্দালু আম, একটু খেয়ে নাও। এ রকম আম কলকাতায় আর কোথায় পাবে?'' এই এক কথাতে ভয়ের প্রাচীরটা যেন ভেঙে গেল। 'অর্জুন কাকা' নিয়ে ছবি হবে শুনে তার নামও ঠিক করে দিলেন বনফুল;'আরোহী'। চিত্রনাট্য আগে শোনাতে চাইলে হেসে বললেন, ''কিছু দরকার নেই। মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাও।'' টাকাপয়সা নিয়ে একটি কথাও বললেন না। ছবি তৈরি হল। কিন্তু মুক্তি নিয়ে নাটকীয় কাণ্ড! রিলিজের আগে পশ্চিমবঙ্গের সব প্রেক্ষাগৃহের কর্মীরা হরতাল ডেকে বসলেন। খবরটা কানে যেতেই পরিচালক ধরেই নিয়েছিলেন ছবির দফারফা! কিছুতেই আর রক্ষা পাওয়ার নয়। ছবির মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল মিনার-বিজলী-ছবিঘরে। তার আগে ছবিটা এক বার চালিয়ে শব্দ আর প্রজেক্টরের আলো প্রিন্ট অনুযায়ী ঠিক করা হবে। মুক্তির ঠিক দু'দিন আগের কথা। শূন্য হলে তপন সিংহ আর তাঁর কিছু সহকর্মী বসে। ছবি চলল। ওঁরা দেখলেন। সবার অজান্তে ইউনিয়নের কিছু লোকও দেখলেন। সেই যাঁরা হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু ছবি শেষে তাঁরা এত খুশি যে, হরতাল কিছু দিনের জন্য বন্ধ রেখে দিলেন। বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কবে ঘটেছে, জানা নেই। চিনতে পারলেন সেই পরিচালককে? তিনি কিংবদন্তি তপন সিনহা। বাংলা ছবির ফ্যান্টাসি শাখার এখনও পর্যন্ত সফলতম স্রষ্টা তপন সিংহ। গল্প হলেও সত্যি, এক যে ছিলো দেশ, বাঞ্ছারামের বাগান, আজব গাঁয়ের আজব কথা তো এখনও বেঞ্চমার্ক। ২০০৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি, সমস্ত আশ্রয়ের ঊর্ধ্বে উঠে চলে গেলেন বাংলা চলচ্চিত্রের 'আপনজন'। বাংলা চলচ্চিত্র সব সময়ে ভারতীয় সিনেমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

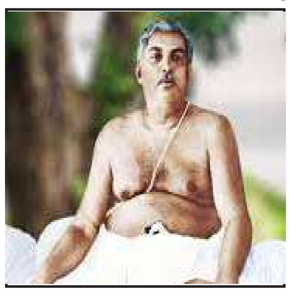

ভারতবাসী সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। পাহাড় পর্বত পিতা হিসাবে সম্মান করে। একমাত্র হিমালয় ভারতবাসী কাছে পিতা স্বরূপ। কারণ হিমালয়ে শিবের অবস্থান। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না।

ভারত হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এখানে মায়ের পুজো আগে। দেবতার দেবীর সংখ্যা বেশি।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

নারীজাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সেই শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। স্বামী বিবেকানন্দকে মা সারদা শক্তি দিয়েছিলেন বলেই তিনি বিশ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসীম শক্তি রূপে মায়ের শক্তি সেই সময়ে কাজ করেছিল। মা হচ্ছেন চক্ষু দানকারী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চিনতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলশালী হয়ে থাকেন। মা সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলে তার সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রু বিনাশ হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে থাকে। তিনি হচ্ছেন সর্বংসহা। তিনি সব কিছু আবার সহ্য করতে পারেন। তিনি মহান কর্ত্রীও বটে। মা তাঁর সন্তানদের সাহসী হতে শক্তি দিয়ে থাকেন। নরেন যেমন মুখরোখা তেমন আর কেইই নয়।

৪৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বই শিল্পকে রক্ষা করার পাশাপাশি সবাইকে বই-এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করানো

রবীন্দ্রকুমার শীল

৪৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুরু হয়ে গিয়েছে বই মেলা প্রাঙ্গনে। এই বইমেলার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারে বইমেলার থিম দেশ হচ্ছে জার্মান। এবারে বইমেলার বিশেষ আকর্ষন হচ্ছে যে প্রতিটি প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছে বাংলার সেরা সাহিত্যিকদের নামানুসারে। এবারে বইলোর সঙ্গে থাকছে গ্রাম বাংলার শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রামীন শিল্পীদের উপস্থিতি। তারা নিজেদের হাতে গড়া তাদের গ্রাম শিল্পকে দর্শকদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে অতি অল্পমূল্যে। বইমেলার আকর্ষন বৃদ্ধি করতে এবারে সেই সব গ্রামীন শিল্পীদের ডেকে নিয়ে আসা হয়েছে । তার কারণ গ্রাম বাংলার শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সাহিত্যের একটি নিবিড় সম্পর্ক সব সময়ে রয়েছে । এবারে বইমেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন কবি অলক দত্ত। তিনি প্রতি বছর বইমেলাতে তাঁর নিজের লেখা বই নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে থাকেন। কলকাতার প্রতিটি মেলাতে তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বইমেলায় শুধু বিখ্যাত প্রকাশকেরাই অংশ গ্রহণ করে তা নয়, পাশাপাশি ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার স্টলও এবং ছোট প্রকাশকেরাও অংশ গ্রহণ করে থাকে। দেখতে পাওয়া যায়। সব ধরনের প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হচ্ছে বইমেলা উদ্যোক্তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কলকাতার উপস্থিত যে কোন সমাবেশে বা মেলাতে এই বহুরূপীর সঙ্গে সবার পরিচয় ঘটে। দর্শকেরা শুধু দেখে। কে সে বহুরূপী সেজে এই রকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা একবারের জন্য কারোর কোনও কৌতূহল হতে দেখা যায় নি। কিন্তু যদি সব কিছু খতিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই বহুরূপীর সাজের মধ্যে অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। সেই অর্থ সবার কাছে প্রচার করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য। এবারে কলকাতা বইমেলাতেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। দুই হাত মাথার ওপর তোলা। হাতে ধরা রয়েছে একটি রঙীন বাঁশে খুঁটি। সেখান থেকে একটি প্লাকার্ড ঝুলছে তাতে লেখা রয়েছে বই পড়ুন। বইকে রক্ষা করুন। সবাইকে বই পড়তে আগ্রহী করুন। বই প্রচারে অংশ গ্রহণ করেছেন এই বহুরূপী। বহুলোক ভ্রম করে একে মূর্তি ভাবতে থাকে। আবার যারা প্রায় সবমেলাতে দেখেছেন তারা কিন্তু জানেন ইনি বহুরূপী। বহুরূপে সেজে বেড়িয়ে পয়সা রোজগার করেন। তিনি কারোর কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নেন না। নিচের দিকে একটি খোলা থলে আছে। সেখানে যে যার ইচ্ছা মতো পয়সা দিতে পারেন। কেউ কম দিলে তাঁর রাগ নেই। আবার কেউ না দিলেও তাতে তার রাগ নেই। হাত তুলে ভিক্ষা চাওয়াটা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সল্টলেকের করুনাময়ী বই মেলা প্রাঙ্গনে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাতে প্রতিদিনই এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন রতন মণ্ডল। তিনি এবরে বইমেলাতে বই পড়া অভিযান নিয়ে প্রচার করতে নেমেছেন। বই পড়া প্রযুক্তির যুগে সবাই ভুলে যেতে শুরু করেছে। বইয়ের প্রতি ছোটদের আগ্রহ ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। মোবাইল বা ল্যাপটপ এর প্রতি আগ্রহ তৈরি হতে শুরু করেছে। বই এর প্রতি সবার অনাদর ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে বই মেলাকর আয়োজন। প্রযুক্তির পাশাপাশা বইকেও স্থান দিতে হবে। এখন বই কেনার দিকে কারোর আগ্রহ বেশি নেই। বই কেনা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। বই বিক্রি কমছে। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া কেউ অন্য বই কিনতে চাইছে না। তার ফলে প্রকাশকেরা বই প্রকাশ করতে আগ্রহী হচ্ছে না। বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতেই বই মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। বই পড়ার প্রচার অভিযান যদি করা যায় তাহলে বই আরও বেশি প্রকাশিত হতে থাকবে। শিক্ষার দ্বার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। গরীব পরিবারের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করা হয় না। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা গেলেও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করাটা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্থিক অনটন। সংসারে আর্থিক অনটন থাকলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রায় হয়ই না। মেয়েরা বড় হলে স্কুল ছাড়িয়ে তাঁকে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসতে হয়। মা বাবা আর তার পড়াশুনা চালাতে পারে না। মেদিনীপুরে ইদানিং কয়েকটি সফরে গিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেখানকার শিক্ষকেরা অভিযোগ করতে শুরু করেছেন যে বেশির ভাগ নবম এবং দশম শ্রেনির ছাত্রীদের বিবাহ হয়ে গিয়েছে। তারা স্কুল ছেড়ে গিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছে। ছেলেরা রাজ্যের বাইরে গিয়ে শ্রমিক সেজে কাজ করছে। বেশি টাকা রোজগার করছে। তারা কিন্তু শ্রমিক হয়ে থাকছে। তার বাইরে আর অন্য কোন স্থানে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। শহরের ছেলেরা লেখা পড়া শিখছে বটে। কিন্তু তাদের কাজের সুবিধা না থাকার ফলে তারা বাইরের রাজ্যে গিয়ে কাজ করছে। এটাই হল বর্তমান পরিস্থিতি। এই নিয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা জানা যায় না। বই পড়াকে আরও জনপ্রিয়

করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে আরও বেশি বইমেলার আয়োজন করতে হবে। এই অভিযানকে সফল করতে গেলে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে এটা কিন্তু মানতে হবে। নাহলে কিন্তু খাতায় কলমে বই পড়া অভিযান থাকবে। তার বাইরে সেটা সফল হতে পারবে না।

বইমেলা প্রাঙ্গনে বই পড়া অভিযানকে সফল করার জন্য প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজারাম পুরের বাসিন্দা রতন মণ্ডল। তিনি আবার গঙ্গাসাগরে গিয়েও উপস্থিত হন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবেও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। একুশে জুলাই শহিদ দিবসের দিনও তাঁকে এসপ্লানেডে দেখতে পাওয়া যায়। সর্বত্র তিনি ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে উপস্থিত হন। তবে প্রতিটি রূপ গ্রহণ করার পিছন একটি কারণ থাকে। থাকে একটি অর্থ। সেই অর্থ জানার এবং বোঝার মতো মানসিকতা আমাদের থাকে না। বহু লোক তাকে উপেক্ষা করে। কেউ আবার তাকে একরকম পাগল বলে থাবে। কিন্তু লোক কি ভাবলো তাতে নিয়ে তার কোনও চিন্তা নেই। তিনি নিজের কাজ করে যান। বইমেলা ভাঙলে তিনি আবার নিজের বাসা ফিরে যান কষ্ট করে। আবার তারপর দিন ফিরে আসেন। আবার সাজ গ্রহণ করেন। নিজেই সাজেন। আবার নিজেই সাজ তুলে ফেলেন নারকেল তেল দিয়ে। তাঁর দুই ছেলে রয়েছে। বড় ছেলে রথীনতে দশম শ্রেনির পর আর পড়াতে পারেননি। সে এখন গেঞ্জির কারখানায় কাজ করে। ছোট ছেলে ষষ্ঠ শ্রেনিতে পড়ছে। তার জন্যও চিন্তা করতে হয়। একটি সময়ে বাংলায় বহুরূপী শিল্প হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। তখনকার সময়ে গ্রামের বহুরূপী শিল্পীরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়ে ভল্লুক, বাঁদর বা পাখি সেজে ঘুরে বেড়াতো। তার সঙ্গে গ্রামীন গান বা ছড়া থাকতো। থাকতো সঙ্গে ঢোল বা কাঁসর। এই সব বাজিয়ে দর্শকদের মনকে আকর্ষন করানো হতো। দর্শকেরা বেশ মজা করে এই সব বহুরূপীদের কাণ্ডকারখানা দেখতো। কোনও ধনী পরিবারের

লোকেরা তাদের বাড়ির উঠানে নিয়ে গিয়ে নিজেরাই এবং পরিবারের মহিলা সদস্যরা অন্দর মহল থেকে বের হয়ে এসে বারন্দায় দাঁড়িয়ে বহুরূপীর খেলা দেখতো। ভল্লুক নাচ দেখতো। পাখির নাচ দেখতো। পশুপাখির মুখোশ পড়ে এই সব নাচ পরিবেশন করতো সেই সময়েকার গ্রামীন মানুষেরা। এখন বহুরূপী শিল্প বলতে গেলে উঠেই গিয়েছে। তার আর চলন নেই বলতে গেলেই চলে। কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টো পাধ্যায়ের শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্রীনাথ বহুরূপীকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। শ্রীনাথ বহুরূপী বাঘ সেজে ছেলেদের ভয় দেখাতে শুরু করে। তাতে যেসব কাণ্ড ঘটেছিল তা নিয়ে একটি গল্পও তৈরি করে ফেলে ছিলেন লেখক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বহুরূপীদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে মানুষকে আনন্দ দিয়ে পয়সা রোজগার করা। এটাই তাদের আয়ের একমাত্র পথ ছিল। তখন মাঠে চাষবাস থাকতো না। মাঠের কাজ থাকতো না। তখন তারা বহু পশুপাখীর মুখোশ তৈরি করে পয়সার সন্ধানে শহরাঞ্চলে এসে উপস্থিত হতো। এদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হতো ছড়াকার, গল্পকার বা লোকসঙ্গীত শিল্পী। তারা বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে ছড়া তৈরি করতো। গান গাইতো। কেই আবার গল্প তৈরি করে বিবৃত করতো। সঙ্গে থাকতো বাজনা। ঢাক ঢোল কাঁসর ইত্যাদি। লোক শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যেত। বাংলার লোকশিল্পের সঙ্গে বহুরূপী শিল্প কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে। একে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে লোক ইতিহাস থেকে। সরকারি সাহায্য না থাকার জন্য এই শিল্প একেবারে লুপ্ত হয়ে য়াওয়ার পথে। সরকার যখন চা শিল্প, চপ শিল্প তৈরি করার ওপরে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছে তখন কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়া লোক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। উদাসীন হয়ে থাকলে হবে না। যদি রাজ্য সরকার লোক সাহিত্য এবং শিল্প সংস্কৃতি অনুষ্ঠান করে থাকে। সরকার সব রকমের প্রচেষ্টা করে চলেছে। চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। বাঙালিদের সজাগ হতে হবে। বাংলা ভাষার বইকে রক্ষা করতে হবে। বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করতে হবে। নতুনতন্নড় বই সৃষ্টি করতে উৎসাহ দিতে হবে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় একেবারে খালি হাতে এবং খালি পায়ে স্ট্যাটু হয়ে থাকা এবং ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে বউ পড়া এবং সবাইকে বউ পড়তে আগ্রহী করুন অভিযানকে সবার দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার যে সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন রতন মণ্ডল তাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। বইমেলার দর্শকেরা এটাকে নিছক বিনোদন বলে গ্রহণ করে থাকে। কেউ কিন্তু সিরিয়াসভাবে বিষয়টাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে না। একটি স্ট্যাটুর বক্তব্য জানার কোনও আগ্রহ কেউ প্রকাশ করে না। সবই একটি বইয়ের স্টল থেকে অন্য স্টলের দিকে পা বাড়াতে থাকে। স্ট্যাচুকে সমানে রেখে শেলফি উঠতে থাকে। সমবেত ছবি উঠতে থাকে। ক্যামেরা ফ্ল্যাস দিতে থাকে। ঝলকে উঠতে থাকে লেন্স। তবুও কেন একটি লোক এই রকম সাজ নিয়ে মেলা চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কী কারণে তা কিন্তু ভাববার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর প্রতিটি রূপ গ্রহণ করার একটি অর্থ থাকে। সেই অর্থ নিয়ে কি কেউ কোনও দিন ভেবেছে। না চিন্তা করেছে। সবাই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তিনি কারোর কাছে হাত পেতে কোনও কিছুই চাননি। কিন্তু যারা জানেন তারা তাকে কিছু সাহায্য দিয়ে যান। এতেই খুশি। হাত পেতে তিনি কারোর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত একটি টাকাও গ্রহণ করে নিতে পারেননি।

বহুরূপী রতন মণ্ডল যখন মেলা প্রাঙ্গন ত্যাগ করে রূপকে ধুয়ে মুছে সাফ করে অতি সাধারণ মানুষের মতো বের হয়ে চলে যান তখন কেউ তাকে চিনতে পারে না। কারণ তিনি তখন তো আর বহুরূপী নন। তখন এতি সাধারণ মানুষ। ট্রেনের টিকিট কাটেন। টাকা দিয়ে ট্রেনের যাতায়াত করেন। ভাড়া বেশি লাগে। শিয়ালদহ থেকে বাসে করে কলকাতা বইমেলায় এসে উপস্থিত হন। মেট্রো করে আসার মতো আর্থিক সঙ্গতি তার নেই। সকালে বাড়িতে পান্তা ভাত খান। তারপরে খানিকক্ষণ বাদে ভাত থেকে বের হয়ে পড়েন বইমেলার উদ্দেশ্যে। আবার বিপদে শিয়ালদহ স্টেশনে বহুবার থাকতে হয়েছে।

সুভাষ চন্দ্র বোস ঢাকায় উপস্থিত হয়ে বাঙালি প্রতিষ্ঠান সাধনা ঔষধালয়ের খুবই উচ্চ প্রশংসা করে গিয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

নেতাজীর ঢাকা সফর। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকায় এসেছিলেন একাধিকবার। ঢাকায় প্রথম নেতাজীর আগমন ঘটে ১৯২৪ সালে। এর আগের বছর তিনি সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং একই সঙ্গে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত

হয়েছিলেন। সেই সফরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন প্রখ্যাত রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সঙ্গে। তাকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ ও পরবর্তীতে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আশরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। ১৯২৪ সালে সেই সফরে তিনি সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিশারদ এবং শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষের আমন্ত্রণে পরিদর্শন করেছিলেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সাধনা ঔষধালয়।

সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন শেষে সুভাসচন্দ্র বসু লিখেছিলেন, আমি ঢাকার সাধনা ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়াছি। এবং তাহাদের ঔষধ সুসংরক্ষণ, প্রস্তুত প্রণালী ও সৌষ্ঠবযুক্ত, কার্যসম্পাদন- ব্যবস্থা দেখয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সাধনার প্রস্তুত ঔষধাবলীর শাস্ত্রীয়তা ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। অধ্যক্ষ মহাশয়ের জনহৈতিষণার মনোভাবও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টাকে সমর্থন করিলে আয়ুর্বেদকেই সমর্থন করা হইবে। সত্যাসত্যই আয়ুর্বেদানুসারী বলিয়া সাধনার প্রস্তুত ঔষধাবলীর ব্যবহারের দ্বারা যে কেবল রোগ আরোগ্যের পক্ষে বাঞ্চিত লাভই হইবে তাহা নয়ম পরন্তু ঔষধগুলির এই প্রকার ফলপ্রসুশক্তি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগনের জনপ্রিয়তাকেও বহুল পরিমাণে বর্ধিত করিবে। ঢাকার এই সর্বপ্রধান ঔষধালয়ের কর্তৃপক্ষ যেরূপ নিস্ঠা ও সফলতার সহিত আয়ুর্বেদের সেবা করিতে ছেন তাহাতে আমি তাহাদিগকে অভিনন্দিত না করিয়া পারিলাম না। দ্বিতীয়বার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকায় আসেন ১৯২৭ সালে ঢাকায় কংগ্রেস সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের ছাত্ররা তাকে হলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। হলের ডাইনিংয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখন ঢাকায় ছিল তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। সেই উত্তেজনা নিরসনে সুভাষচন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন। মুসলিম হলের সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু-মুসলিম সব ধর্মের ছাত্ররাই। সেই সভায় সুভাষচন্দ্র বসুকে অভ্যর্থনা দিয়েছিলেন এ এফ এম আবদুল হক, আলী নূর, ওয়ালীউল্লাহ পাটোয়ারী সহ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা। তারাই মূলত ছিলেন সেই সভার উদ্যোক্তা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সেই সভার পূর্ণ বক্তব্য কোথাও পাওয়া যায় না। তবে পাওয়া যায় সেই সভা সম্পর্কে হল সংসদের রিপোর্ট। যেখানে লেখা ছিল Mr. Bose in a very fine way exhorted us all to sink our infallibility for the good of the country. ঢাকায় সুভাষচন্দ্র বসুর তৃতীয়বার আগমন ঘটে ১৯২৮ সালের জানুয়ারিতে। তখন নারায়ণগঞ্জ ছিল ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। নারায়ণগঞ্জের একটি সমাবেশে যোগ দিতে সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন। আর এর পিছন আর একটি বড় কারণ ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর একান্ত সহযোগী ছিলেন শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়। শান্তিময় ছিলেন নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যার তামাকপট্টি মহল্লার সন্তান। স্কুলে ছাত্রনেতা হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিল তার। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য হয়েছিলেন। নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে পেশোয়ার ও কাবুল থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন পর্যায়ে সংগঠিত করেছিলেন শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়। শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এক সমাবেশে বক্তব্য ও দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সমাবেশের দিনটি ছিল ২১ জানুয়ারি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু চতুর্থবার ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৩১ সালের ৭ নভেম্বর। ১৯৩১ সালের অক্টোবরে ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এলজি ডুর্নোকে গুলি করে হত্যা করে সরোজ গুহ ও রমেণ ভৌমিক নামে দুই বিপ্লবী পালিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ কোনভাবেই তাদের সন্ধান করে বের করতে পারল না। আর তাই ব্রিটিশ পুলিশের সমস্ত রাগ আর আক্রোশ গিয়ে পড়ল ঢাকাবাসীর ওপর। বিপ্লবীদের ধরতে প্রথমে যেমন ব্যাপক অভিযান চালাল তেমনি অভিযানের নামে ঢাকাবাসীর উপর চালাল নির্মম নির্যাতন। সেই নির্যাতন থেকে রেহাই পেলেন না আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। সেই নির্যাতন খবর পৌঁছায় সুভাষচন্দ্র বসুর কানেও। এ সময় নেতাজী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ঢাকায় আসবেন। ইংরেজ প্রশাসন তার আসার খবর জানতে পেরে প্রথমে হুঁশিয়ারি দেয়। কিন্তু সেই সতর্কতার টিকিটিও আমলে নিলেন না নেতাজী। তিনি কলকাতা থেকে নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে স্টিমারযোগে রওয়ানা দিলেন ৭ নভেম্বর। তারা আসার খবরে সারা ঢাকা জেলায় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার জনতা জড়ো হলো নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে। সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য হাজারো উৎসাহী জনতা আসেন নারায়ণগঞ্জে। কিন্তু ইংরেজ প্রশাসন নেতাজীর ঢাকা জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়। নারায়ণগঞ্জে স্টিমারেই নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু এই খবর জানতে পারেন। এরপরও তিনি স্টিমার থেকে নামেন। এরপর ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

৮ নভেম্বর কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা সেদিন শিরোনাম করে 'সুভাষচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার'। সংবাদের বিবরণে লেখা হয়েছিল 'শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে নারাণগঞ্জে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এবং একখানা স্টিমারযোগে নেতাজিকে চাঁদপুরে পুলিশ নিয়ে যায়।'

নারায়ণগঞ্জের আজকের যে ঐতিহ্যবাহী 'বোস কেবিন' তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকার সেই সফর। ১৯২১ সালে নৃপেন চন্দ্র (ভুলুবাবু নামে তিনি ছিলেন পরিচিত) নামের এক লোক নারায়ণগঞ্জ শহরের ধারে ফলপট্টি এলাকায় একটি চালাঘরে গড়ে তুলেছিলেন একটি চায়ের দোকান। এই নৃপেনের মূল বাড়ি নারায়ণগঞ্জে নয় বরং বিক্রমপুরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুনারায়ণগঞ্জে স্টিমার থেকে নামলেন।

সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ

শঙ্করলাল কর্মকার

নচিকেতা ঘোষ দেখলেন শান্তাপ্রসাদের হাতের সঙ্গে বোল মিলছে না, সুরকার নিরুপায় হয়ে ডাকলেন তবলা বাদক রাধাকান্তকে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি নচিকেতা ঘোষ চলে গিয়েছিলেন বোম্বেতে। তিনি তখন ভেবেছিলেন বোম্বেতে তিনি খুব সুনাম করতে পারবেন সুরকার হিসেবে। কিন্তু তেমন সুযোগ তিনি পেলেন না। বরং যিনি সাগ্রহে তাঁকে বোম্বে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বরং প্রতিবন্ধক হয়েছিলেন নচিকেতা ঘোষের বোম্বেতে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। তখন তিনি সদলবলে ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে 'চিরদিনের' ছবিতে তিনি সুর করার সুযোগ পেলেন। সেটি গানে গানে ভরা ছবি। বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে রয়েছে মানুষ খুন হলে পরে মানুষই তার বিচার করেদ, লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে আয় আয়রে ছুটে দেখবি যদি, তুমি আমার চিরদিনের গান বলে দাওদ, তআমি অভিসারে যাব,ফুল পাখি বন্ধু আমার ছিল ইত্যাদি গানগুলি। এগুলো গেয়েছিলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

তবলার লহরার একটি বিখ্যাত দৃশ্য ছিল এই ছবিতে। সেখানে নচিকেতা ঘোষ বেনারস থেকে বিখ্যাত তবলা বাদক শান্তা প্রসাদকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন এই ছবির শুটিং করাতে। শান্তা প্রসাদ শুটিং করে গেলেন তবলার লহরার অংশটি। শুটিং করে তিনি বেনারসে ফিরে গেলেন।

ক্যামেরায় ছিলেন অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম বিভূতি লাহা। তিনি শান্তাপ্রসাদকে নিয়ে শুটিং করলেন। কিন্তু এডিটিংয়ের দেখা গেল শান্তাপ্রসাদের হাতের সঙ্গে মিউজিক মিলছে না। তখন কি করা যায়? বেনারস থেকে তো আবার শান্তাপ্রসাদকে আনা যাবে না। তখন তবলা বাদক রাধাকান্ত নন্দীকেই পোশাক পরিয়ে আর তাঁর হাতের জায়গাটাতে পরিষ্কার রং করে তাঁকে দিয়ে সেই জায়গা টুকুর আবার শুটিং করা হল। এরকম একটা ঘটনা ঘটল এই চিরদিনের ছবিকে কেন্দ্র করে।

১৯৬৯ সালে এই ছবিটি মুক্তি পেল রূপবাণী, অরুণা ভারতী প্রেক্ষাগৃহে। এই ছবির প্রধান ভূমিকা গুলিতে ছিলেন উত্তম কুমার, সুপ্রিয়া দেবী, কমল মিত্র, সুমিতা সান্যাল-সহ বহু শিল্পীরা। গানে গানে ভরা এই ছবির সুর এখনও আমাদের মোহিত করে রেখেছে। সুরকার নচিকেতা ঘোষের জন্মদিন। জন্মদিনের প্রাক্কালে তাঁকে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী

চিকিৎসক, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় ডিন এবং এক মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ছিলেন প্রখ্যাত বাঙালি চিকিৎসক, ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় ডিন এবং এক মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর জন্ম ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ভারতের অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার খানাকুল সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের রাধানগর গ্রামের এক কায়স্থ পরিবারে। তীর্থভ্রমণ ও সঙ্গীত লহরী গ্রন্থের রচয়িতা যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫ - ১৮৭০) ছিলেন তার পিতা। যদুনাথ দু'বার বিবাহ করেন। তার প্রথম পক্ষের ছয় সন্তানদের (চার পুত্র ও দুই কন্যা) মধ্যে সূর্যকুমার ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন প্রসন্নকুমার অন্য পুত্রেরা হলেন- আনন্দকুমার ও রাজকুমার। সূর্যকুমার গ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় প্রাথমিক পাঠ।

আয়োজিত হতে চলছে দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম এবং কালচারাল ফেস্টিভ্যাল

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩০ জানুয়ারি ঃ আগামী ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি সিটং এর অহল ময়দানে আয়োজিত হতে চলছে দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম এবং কালচারাল ফেস্টিভ্যাল। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা। তারা জানান, এবছর তাদের এই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষ ও আগামী দিনেও তারা দার্জিলিং ইকো ট্যুরিজম এবং কালচারাল ফেস্টিভ্যালকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। মূলত এই ফেস্টিভালের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের স্থানীয়দের সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে। থাকবে নানান রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্থানীয় খাবার সহ একাধিক অনুষ্ঠান। পাশপাশি উদ্যোক্তারা জানান, এই তিনদিনের অনুষ্ঠানে যে পর্যটকেরা সিটং এর হোম স্টে গুলোতে থাকবেন তাদের জন্য রয়েছে একাধিক সুবিধে, সাথে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে থাকছে বিনামূল্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা।

ইসিএলের কোলিয়ারির পাম্প হাউসে চুরি, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ জানুয়ারি ঃ ইসিএলের কোলিয়ারিতে ফের চুরির ঘটনা। কেন্দা এরিয়ার ছোঁড়া ৭৯ পিট কোলিয়ারির পাম্প হাউস থেকে চোরেরা নিয়ে গেল দামি যন্ত্রাংশ। নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযোগ, বুধবার রাতে একদল চোর ইসিএলের কেন্দা এরিয়ার ছোঁড়া ৭৯ পিট কোলিয়ারির পাম্প হাউস থেকে মূল্যবান যন্ত্রাংশ লুট করে চম্পট দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক মহলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ। শ্রমিকদের অভিযোগ, ইসিএলের বিভিন্ন কোলিয়ারিতে সম্প্রতি চুরির প্রবণতা বেড়েছে। কয়েক মাস আগে পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার মাদারবনি ও বাকোলা এরিয়ার তিলাবনী কোলিয়ারির গোডাউনে নিরাপত্তারক্ষীদের আটকে রেখে যন্ত্রাংশ লুট হয়েছিল। এদিনের ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

মালদা সীমান্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জানুয়ারি ঃ রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল কিছু অনুপ্রবেশকারী। তাদেরকে রুখে দিলেন বিএসএফের মহিলা কনস্টেবল। কয়েকজন চোরাচালানকারীরা সীমান্ত পেরিয়ে মালদহে ঢোকার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। সেই সময় ওই কনস্টেবল তাদের সতর্ক করেন। সরে যেতে বলেন। কিন্তু বাংলাদেশি চোরাচালানকারী সীমান্ত থেকে সরেনি। উল্টে সীমান্ত পার করতে তৎপর হয়। তখনই গুলি ছোড়েন তিনি। তাতেই কাজ হয়। মালদা সেক্টরের আরাধাপুর ৮৮তম ব্যাটালিয়নের কুটাদহ সীমান্ত ফাঁড়িতে কর্তব্যরত ওই মহিলা কনস্টেবল। বুধবার ভোরে তিনি সীমান্ত পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। আচমকা দেখেন, ৫-৬ জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি চোরাকারবারি সীমান্তের বেড়া ভেঙে এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র। চোরাচালানকারীদের সতর্ক করে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু তারা সেসবে কান দেয়নি। বরং সীমান্ত পেরিয়ে মালদায় ঢোকার চেষ্টা করে তারা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে তিনি তাঁর রাইফেল থেকে এক রাউন্ড গুলি চালান। সেই শব্দ শোনার পরই পিঠটান দেল চোরাচালানকারীরা। এ প্রসঙ্গে বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জনসংযোগ কর্মকর্তা বলেন যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সীমান্তের নিরাপত্তায় সম্পূর্ণরূপে নিবেদিতপ্রাণ। মহিলা কনস্টেবলদের কর্মক্ষমতা এবং তাদের অপারেশনাল দক্ষতা, ক্ষমতা, নিষ্ঠা এবং সাহসিকতা অতুলনীয় এবং তারা যে কোনও ধরণের অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমন করতে এবং দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি সতর্কতা বনদপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি ঃ চব্বিশের পথেই মাধ্যমিকের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বনদপ্তর। ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। জলপাইগুড়ি জেলার ১০০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসবে মোট ৩৬ হাজার ৬৮৮ জন ছাত্রছাত্রী। ২০২৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরুর দিনই হাতির হামলায় মৃত্যু হয় জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুরের জঙ্গল সংলগ্ন টাকিমারির বাসিন্দা অর্জুন দাসের। ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে জঙ্গল পথে আঁটোসাঁটো হয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা। দুর্ঘটনা এড়িয়ে নির্বিঘ্নেই শেষ হয় গত বারের মাধ্যমিক। এবারও একইভাবে যাতে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদে পরীক্ষা দিতে পারে তার প্রস্তুতি শুরু করে দিল বনদপ্তর। উত্তরবঙ্গ বন বিভাগের মুখ্য বনপাল এসকে মোলে জানান, জঙ্গল সংলগ্ন স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিতকরণের কাজ হয়েছে। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় যে সকল বনবস্তি এবং গ্রাম রয়েছে সেখানে কত পরীক্ষার্থী রয়েছে তার তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। এই তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে চা বাগান এলাকাকেও। বনপাল জানান, জঙ্গল সংলগ্ন বেশ কিছু চা বাগান রয়েছে যেখানে হাতি, চিতাবাঘের আনাগোনা রয়েছে। মাঝে মধ্যে বাইসন ও ঢুকে পড়ে চা বাগানে। ভোরের দিকে এদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও ভাবেই হামলার মুখে না পড়ে তার জন্য বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে। জানা গেছে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের যে এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই এলাকাকে অতি স্পর্শকাতর হিসাবে আগেই চিহ্নিত করছে বনদপ্তর। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে জঙ্গলের বন্যপ্রাণী বিশেষ করে হাতিদের গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে হাতিদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালাবেন বনকর্মীরা। বিপদ বুঝলে পরীক্ষার্থীদের সেফ রুট হিসেবে অন্য রাস্তাও ব্যবহার করা হতে পারে। কোথায় কী গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে তা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বসে রুট ম্যাপ তৈরি করে নেবে বনদপ্তর। চা বাগানে কোথাও চিতাবাঘ কিংবা হাতি-সহ অন্য কোনও বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি নজরে এলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি রেঞ্জ, স্কোয়াড, বিটকে সতর্ক করে দিয়েছে বনদপ্তর। বনপাল এস কে মোলে বলেন, পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য আগাম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিকের পাশাপাশি জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় এই ব্যবস্থা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ও কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

E tender notice

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 15th CFC tied fund 2024-25 of following schemes in respect of **tender id: 2025_ZPHD_808631 (1 to 6)** last date of submission tender **10.02.2025 upto 12 pm.** Date of opening tender **12.02.2025 at 12 pm** For details information contact to the undersigned

S/d prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 7 nos. various works. For details visit **www.wbtenders.gov.in Tender ID : 2024_ZPHD_728284_4 to 2024_ZPHD_728284_5, 2024_ZPHD_728454_6 to 2024_ZPHD_728454_8 and 2024_ZPHD_783552_3 to 2024_ZPHD_783552_4.** Last Date and time **08-02-2025, 9:00 AM. Ref. NIT12, 13 & 17/24-25 (2nd. Call)**

Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

মৌনী অমাবস্যার দিন ঝুসি এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ থেকে মোট ৫৪ টি ট্রেন চলাচল করেছিল

গোরক্ষপুর, ৩০ জানুয়ারী ঃ মহাকুম্ভ-২০২৫-এর সময় মৌনী অমাবস্যার উপলক্ষ্যে ভক্তদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ঝুনসি এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশন থেকে ৯টি ট্রেন ৩০ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৪.৩০ টা পর্যন্ত গোরক্ষপুর পর্যন্ত বাড়ানো হবে। ভাটনি হয়ে মোট ৩২টি ট্রেন চালানো হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বারাণসীর জন্য ০৫ টি, বালিয়ার জন্য ০৪ টি, ছাপড়া এবং মাউয়ের জন্য ০৩-০৩টি, বেনারস, বারাণসী শহর এবং গাজীপুর শহরের জন্য ০২-০২টি সহ ০৬টি, আউন্ডিহারের জন্য ০১টি এবং রিং রেলের জন্য ০১টি ট্রেন। একইভাবে, ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ অর্থাৎ মৌনী অমাবস্যায় ঝুসি এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশন থেকে ৩৯টি মেলা বিশেষ ট্রেন, ১২ টি নিয়মিত ট্রেন, ০২টি রিং রেল এবং ০১টি দীর্ঘ দূরত্বের ট্রেন সহ মোট ৫৪ টি ট্রেন চালানো হয়েছিল। মেলার বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক রেককোচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই নিয়মিত বিরতিতে বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। ট্রেনের উভয় পাশে ইঞ্জিন স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে ইঞ্জিন উল্টানোর সময় সাশ্রয় হয়েছিল। ২০১৯ সালে প্রয়াগরাজে আয়োজিত অর্ধকুম্ভের সময়, মৌনী অমাবস্যার দিন চার দিনে ঝুসি এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশন থেকে মোট ৩৬টি মেলার বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছিল, অন্যদিকে মহাকুম্ভ-২০২৫-এর সময়, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ৩৯টি মেলার বিশেষ ট্রেন চালায়। একদিনে, যা বছরে মেলা ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। এটি ২০১৯ সালের তুলনায় ০৪ গুণেরও বেশি। গত ছয় বছরে পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কাজের ফলে এত বেশি ট্রেন চালানো সম্ভব হয়েছে। বেনারস-মাধোসিং- প্রয়াগরাজ অংশের দ্বিগুণকরণ প্রকল্পের আওতায় গঙ্গা নদীর উপর একটি রেল সেতু নির্মাণ সহ ঝুসি-প্রয়াগরাজ অংশের দ্বিগুণকরণ এবং বিদ্যুতায়ন কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে উদ্বোধন করেছিলেন। যার ফলে এত বিপুল সংখ্যক ট্রেন চলাচল সম্ভব হয়েছে। এই মহাকুম্ভ শুরুর আগে, বেনারস-মাধোসিংহ-প্রয়াগরাজ (১২০ কিমি) অংশে ক্রমবর্ধমান যানজটের পরিপ্রেক্ষিতে, গঙ্গা নদীর উপর রেল সেতু সহ বিদ্যুতায়ন এবং দ্বিগুণকরণ সহ এই প্রকল্পটি ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। ২,৫১১ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন। ঝুসি- প্রয়াগরাজ (৭.৬৩ কিমি) অংশ দ্বিগুণকরণ এবং গঙ্গানদীর উপর রেল সেতু নির্মাণ, যার ব্যয় প্রায় টাকা। এর খরচ হয়েছে ৮৫০ কোটি টাকা। ঝুসি-প্রয়াগরাজ সেকশন দ্বিগুণকরণের আওতায় গঙ্গা নদীর উপর ১১১ নম্বর ডাবল লাইন রেল সেতু নির্মাণ, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,০০০ কোটি টাকা। এটি ৪৯৬.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু, যার দৈর্ঘ্য ১,৯৩৪ মিটার। সেতুর উভয়দিকে একটি ভায়াডাক্টও তৈরি করা হয়েছে, যার মোট দৈর্ঘ্য ৮৭২ মিটার। এই সেতুর কারণে মেলার সময় ভক্তদের চলাচল সহজ হয়েছে এবং ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে, মহাকুম্ভের সময় আরও বেশি ট্রেন চলাচল করছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর এবং প্রধান বিভাগীয় প্রধানরা গোরক্ষপুরে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরের ওয়ার রুম থেকে ২৪ ঘন্টা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। এছাড়াও, বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক বারাণসী, শ্রী বিনীত কুমার শ্রীবাস্তব, বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ঝুনসি এবং প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনগুলি ঘটনাস্থলে পর্যবেক্ষণ করছেন।

জয় হিন্দ বিমানবন্দর পরিদর্শনে জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ, অর্থাৎ ৩০.০১.২০২৫ তারিখে, জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের আইটি সেন্টার স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেছেন। এই পরিদর্শনের সময় মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁর সাথে ছিলেন। শ্রী রেড্ডি আজ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই) প্রাঙ্গণের ভিতরে বক্স পুশিং অবস্থান পরিদর্শন করেছেন। তিনি সিটি সেন্টার-২ স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্ট, প্ল্যাটফর্ম এবং বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনও পরিদর্শন করেছেন। আইটি সেন্টার স্টেশনে, তিনি এএফসি-পিসি গেট, প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন। তিনি কর্মকর্তাদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক আইআরইপিএস পোর্টালের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চুক্তিস্বত্ব প্রদানের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। যার বিশদ নিম্নরূপ ঃ **(ক) নিলামের বিভাগ ঃ** বাণিজ্যিক প্রচার (বিজ্ঞাপন)। **ই-নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** এএসএন-এডিভিটি -১৪-০২। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোয় **স্টেশনের নাম / স্থান / ট্রেন নং ও এসএলআর ঃ ওওএইচ ঃ** (i) জসিডিতে ঃ নতুন চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা। **ওএসএন ঃ** (i) দুমকাতে ঃ স্টেশনের ভেতরে, (ii) দেওঘর-এ ঃ স্টেশনের ভেতরে। **মোট ০৩টি সম্পদ ঃ ওওএইচ-এ সম্পদ সংখ্যা ঃ** ০১টি এবং **ওএসএন-এ সম্পদ সংখ্যা ঃ** ০২টি। **(খ) নিলামের বিভাগ ঃ** বিবিধ স্থায়ী পরিষেবার বিভাগসমূহ। **ই-নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** এএসএন-এমএসএস-মেডিকেল। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **স্টেশনের নাম / স্থান / ট্রেন নং ও এসএলআর ঃ বিবিধ স্থায়ী পরিষেবা ঃ** জসিডি, মধুপুর এবং রানিগঞ্জ স্টেশনে মেডিকেল স্টোর। **মোট সম্পদ নং. ঃ** ০৩টি। সম্ভাব্য সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে সম্পূর্ণ বিবরণ এবং প্রদত্ত কর্মসূচি অনুসারে উপরোক্ত ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। ASN-313/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: LTG/245/1/MKT/V/Z-II/24-25
Name of the Work : **Improvement of lighting arrangement with allied electrical works at Barnaparichay Market (College Street Market) under BR-V, KMC**; Estimate Amount : **₹1,69,542.00;** Earnest Money : **₹3,400.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **11.02.2025 up to 4 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/RS/47/24-25/137
Name of the Work : **Repairing works of street lighting system at R-50, 55, 200 Garden Reach Road, Kesoram Lane and others in Ward No. 137, BR-XV**; Estimated Amount : **₹2,97,749.47;** Earnest Money : **₹6,000.00**; Period of Completion : **7 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **10.02.2025 (3 p.m.)**; The bid forms and other details are available on and from **01.02.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-25/799
Name of the Work : **Repairing and replacement of damaged fittings, cable & poles at 2/2, Tiljala Road and 27 No Bustee in Ward No. 59**; Estimate Amount : **₹1,98,778.10;** Earnest Money : **₹4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
2. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-25/800
Name of the Work : **Improvement of bustee lighting arrangement at Gobra Road, Abinash Chowdhury Lane and 81 Topsia Road (South) in Ward No-59**; Estimate Amount : **₹2,98,453.18;** Earnest Money : **₹6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **10.02.2025 (12 noon)** (for Sl. no. 1 & 2); Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **10.02.2025 (5 p.m.)** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 (6 p.m.)** (for Sl. no. 1 & 2);
3. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/789
Name of the Work : **Installation of LED glow sign boards at different parts in Ward No. 68, BR-VIII**; Estimate Amount : **₹3,99,713.00;** Earnest Money : **₹8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
4. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/790
Name of the Work : **Repairing of street lighting system at Ballygunge Gardens & surroundings in Ward No - 68, under BR - VIII**; Estimate Amount : **₹2,27,004.00;** Earnest Money : **₹4,600.00**; Period of Completion : **30 Days**;
5. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/792
Name of the Work : **Electrical wiring & supply of electrical accessories at Laxmishree Building in Ward No.- 68, BR.-VIII**; Estimate Amount : **₹1,49,821.00;** Earnest Money : **₹3,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
6. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/793
Name of the Work : **Repairing of existing lighting system at 3 No Kankulia Road and other surrounding areas in Ward No.-68**; Estimate Amount : **₹1,99,768.00;** Earnest Money : **₹4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;
7. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/788
Name of the Work : **Improvement of lighting system at Ballygunge Phari, Bondel Road Crossing & surrounding in Ward No.-68, BR-VIII**; Estimate Amount : **₹3,19,850.00;** Earnest Money : **₹6,400.00**; Period of Completion : **30 Days**;
8. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/791
Name of the Work : **Installation of digital smart board to provide useful information's for benefit of citizen's in Ward No.-68, BR.-VIII**; Estimate Amount : **Open Quotation;** Earnest Money : **2% of quoted rate**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of bid : **13.02.2025 at 12 noon** (for Sl. no. 3 to 8); Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **13.02.2025 (5 p.m.)** (for Sl. no. 3 to 8); The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 (5 p.m.)** (for Sl. no. 3 to 8); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 8).
9. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/760
Name of the Work : **Repairing of street lighting system and LED street light at Pratapaditya Road and other different places in Ward No - 88**; Estimated Amount : **₹4,96,041.30;** Earnest Money : **₹10,000.00**; Period of Completion : **20 Days**;
10. NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/761
Name of the Work : **Renovation of street lighting system at Ajmal Khan Road, Rajani Bhattacharya Road & other different places in Ward No- 88**; Estimated Amount : **₹4,94,680.83;** Earnest Money : **₹10,000.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of Completion of bid : **07.02.2025 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10); Tender (Technical) Opening Date : **07.02.2025 at 4 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10); The Bid form and other details are available on and from **28.01.2025 from 2 p.m.** (for Sl. no. 9 & 10). For full and further details, please visit the Website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 9 & 10). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. no. 9 & 10)

CORRIGENDUM

NIT No- KMC/EEBS/HQ/142/24-25/252 (1st Call) published in this Newspaper on **22/01/2025** (**Key No. 1273/24-25**) of **Bustee Service Department** Last date and time of submission of bid will be read as **07/02/2025 upto 11 a.m.** instead of 30/01/2025 upto 11 a.m. Bid opening date and time for technical proposals will be read as **10/02/2025 at 11 a.m.** instead of 01/02/2025 at 11 a.m.

1318/24-25

বন্দুক হাতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে উপপ্রধানের নিরাপত্তারক্ষী! শোরগোল তারকেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ জানুয়ারি ঃ বন্দুক হাতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে উপস্থিত হলেন উপপ্রধানের নিরাপত্তারক্ষী! যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেল তারকেশ্বরে। ক্যাম্পে আসা সাধারণ মানুষের দাবি, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্ব ন্দ্বও বাঁধে। তারপরই নাইটামাল পাহাড়পুর পঞ্চায়েত উপপ্রধান শেখ মণিরুলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মী বন্দুকবার করেন বলে অভিযোগ। যদিও সবটাই অস্বীকার করেছেন উপপ্রধান। তাঁর দাবি কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নয়। বিজেপির কর্মীরা বাধা দিতে ঝামেলা তৈরি হয়। আর বন্দুক ছিনতাই হতে পারত বলে মনে করে আশঙ্কা করা হয়েছিল। তাই তাঁর রক্ষী বন্দুকবার করেছেন। তারকেশ্বরের নাইটামাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্ররামপুর হাই স্কুলে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বসেছে। সকাল থেকে পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল। ক্যাম্প শুরু হতেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ শুরু হয় বলে অভিযোগ। মূলতঃ সাধারণ মানুষকে ক্যাম্প থেকে তৃণমূলের কোন গোষ্ঠী পরিষেবা দেবে এই নিয়ে বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় ও উপপ্রধান মণিরুলের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে বলে দাবি একাংশের। দুই পক্ষের মধ্যে লাঠালাঠি হয় বলেও দাবি। সেই সময় মণিরুলের নিরাপত্তারক্ষী বন্দুক বার করে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সিআই তারকেশ্বর ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন আধিকারিকরা। কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষানু রায় বলেন, একটা ঝামেলা হয়েছিল নিজেদের মধ্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনা হয়েছে। তবে ক্যাম্পের মধ্যে রাজনৈতিক কোনও নেতা কর্মীকে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পুলিশ মোতায়েনের পর আমার দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প শুরু হয়। উপপ্রধান শেখ মণিরুল বলেন, কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। এখানে তৃণমূল কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। বিজেপি কর্মীরা এই কাজ করেছে। বিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজ করেছেন। তিনি যদি এখন বিধায়ক গোষ্ঠীর হয়ে থাকে তাহলে আমার কিছু জানা নেই, তা বিধায়কই ভালো বলতে পারবে। তাঁর নিরাপত্তারক্ষী বন্দুকবার করেছিলেন প্রশ্ন করতেই উপপ্রধান বলেন, ধাক্কাধাক্কির সময় ওঁর বন্দুক ছিনতাইয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তা বাঁচাতেই বন্দুক হাতে নিয়ে নেয় তাঁর রক্ষী।

ফাইনাল খেলার মাঠে, অনুব্রত, মোবাইল ছেড়ে মাঠে খেলার পক্ষে সওয়াল

দুরন্ত বার্তা, লাভপুর, ৩০ জানুয়ারি ঃ খেলাধূলার মান ধরে রেখেছে লাভপুরে শম্ভুনাথ কলেজ বলেন এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। এদিন লাভপুর সম্ভুনাথ কলেজে ২০২৪ -২৫ কলেজ লেভেল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, এসআরডি এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিত সিংহ সহ অন্যান্যরা। লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজে সকাল থেকে ১৬ টি কলেজের ১৫০০ ছাত্র-ছাত্রী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন শম্ভুনাথ কলেজের মাঠে ফুটবল খেলার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। চ্যাম্পিয়ন হয় মল্লারপুর কলেজ, রানার্স হয় শম্ভুনাথ কলেজ। তাদের হাতে ট্রফি তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, এসআরডিএর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, আমি আসতে আসতে দেখছিলাম, ছেলেদের হাতের মোবাইল রেখে তারা মাঠে ফিরেছে। আমার খুব ভালো লেগেছে।

জামালপুরে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ জানুয়ারি ঃ সারা রাজ্য জুড়ে চলছে নবম পর্যায়ে দুয়ারে সরকার। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের পাড়াতল- ১ ও পাড়াতল - ২ পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠিত হয়। দুয়ারে সরকার ক্যাম্প পরিদর্শন করেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খান, ব্লক কৃষি আধিকারিক সঞ্জিবুল ইসলাম, দুই পঞ্চায়েত প্রধান মাবিয়া বেগম শেখ ও কামিনীকুমুদ ঘোষ, উপপ্রধান উত্তম হাজারি, আনোয়ার সরকার সহ অন্যান্যরা। ক্যাম্প ঘুরে তারা ক্যাম্পে আসা ব্যক্তিদের সাথে কথা বলেন। সকলের সুবিধা অসুবিধার কথা শুনে তার সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করেন।

পাকাবাড়ি থাকা সত্ত্বেও বিজেপির উপপ্রধানের স্বামীর নাম আবাস তালিকায় আসায় জোর শোরগোল তৈরি হল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জানুয়ারি ঃ পাকাবাড়ি থাকা সত্ত্বেও বিজেপির উপপ্রধানের স্বামীর নাম আবাস তালিকায় আসায় জোর শোরগোল তৈরি হল মালদার মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই মর্মে অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করলেন ব্লক প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জানা গেছে, মানিকচক ব্লকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির উপপ্রধান রয়েছেন প্রিয়াংকা মন্ডল। তার স্বামীর নাম কৃষ্ণ মন্ডল। তার নাম এসেছে আবাস তালিকায়। শুধু নাম আসা নয় ইতিমধ্যে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকাও পেয়েছেন তিনি। অথচ তার পাকা বাড়ি রয়েছে। তারপরেও কীভাবে আবাস তালিকায় নাম আসল তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে জোরচর্চা। বিরোধীরা প্রভাব খাটিয়ে আবাস তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ এনেছেন বিজেপির উপপ্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ মানতে নারাজ উপপ্রধানের স্বামী। তার বক্তব্য যে পাকা বাড়ি রয়েছে তা তার মায়ের নামে রয়েছে। তার কোন বাড়ি নেই। তিনি ভিন্ন থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গেও তার মাস কয়েক ধরে বনিবনা নেই। তাই, স্ত্রীর উপপ্রধান পদের প্রভাব খাটিয়ে আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। তিনি যোগ্য বলেই, আবাস তালিকায় তার নাম এসেছে। একই কথা জানিয়েছেন কৃষ্ণ মন্ডলের স্ত্রী তথা নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রিয়াংকা মন্ডলও। তার বক্তব্য, স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সঙ্গের কোন বনিবনা নেই। তিনি বাপের বাড়িতে থাকেন। তাই উপপ্রধান পদের প্রভাব খাটিয়ে সরকারি আবাস তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা।

উত্তরবঙ্গে চায়ের নতুন মরসুম শুরুর দিনক্ষন ঘোষনা

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় চা পর্ষদ উত্তরবঙ্গে চায়ের নতুন মরসুম শুরুর দিনক্ষন ঘোষনা করেছে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে তরাই ও ডুয়ার্সে এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে পাহাড়ের বাগানগুলিতে কাঁচা পাতা তোলার কাজ শুরু হবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য ভালো মানের পাতা না মেলার কারনে চা পর্ষদ গত কয়েক বছর ধরে শীতের শুখা মরসুমে চা উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিচ্ছে। চলতি শীতে গত ৩০ নভেম্বর উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Protection & Repairing works under 15th FC fund in N.I.e.T. No.-14. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **07/02/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST NO-05/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2024-2025 issued on 31.01.2025

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from reliable & reputed resourceful agencies for "Supply and installation of: 1. ArcGis Online service Credits Block of 1000 Credits-2 Units. 2. ArcGis Online Creator User Type annual subscription (including pro basic)-2 Units". Last date of EOI submission is- **10.02.2025 up to 2 pm**. All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP Irrigation & Waterways Dte.

অবৈধভাবে মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েতের সরকারি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ, অভিযোগের কাঠগড়ায় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এই অভিযোগ তুলে সরব এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও প্রতিবাদ করতে গেলে মিলছে হুমকি। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করার পরেও হয়নি কোন সুরাহা। এখনো পর্যন্ত দেদারে চলছে মাটিকাটা। প্রশ্নের মুখে ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা। যদিও অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগ অস্বীকার পঞ্চায়েত প্রধাননের স্বামীর। সমগ্র ঘটনায় সরব বিজেপি। জানা গেছে, মালদার চাঁচল ২ নং ব্লকের ধানগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের লুলিয়া বাড়ি বুথের পঞ্চায়েতের অধীনস্থ জমিতে দেদারে চলছে পুকুর খননের কাজ। দিনের আলো হোক বা রাতের অন্ধকার জিসিবি দিয়ে সেই মাটি ট্রাক্টর এবং ডাম্পারে বোঝাই করে ইটভাটায় নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। গত দিন পনেরো ধরে এই ভাবেই মাটি মাফিয়াদের দাপট চলছে ওই এলাকায়। গোটা ঘটনা নিয়ে ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছে অভিযোগ করা হলে এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পাশাপাশি পরিদর্শনেও যাইনি কোন প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ভূমি সংস্কার আধিকারিকের মদতে প্রধান সরকারি জমি থেকে মাটি কেটে সেই মাটি চড়া দামে বিক্রি করছে ইটভাটায়। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদেরকে রান্নাশের হুমকি পর্যন্ত দিচ্ছে। যদিও সমস্ত রকম অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, সরকারি নিয়ম মেনে আমরা পুকুর খনন করছি। যারা অভিযোগ করছে তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারেনি

গৃহকোণ

শোবার ঘরের অন্দরের জন্য হালকা রং ভালো

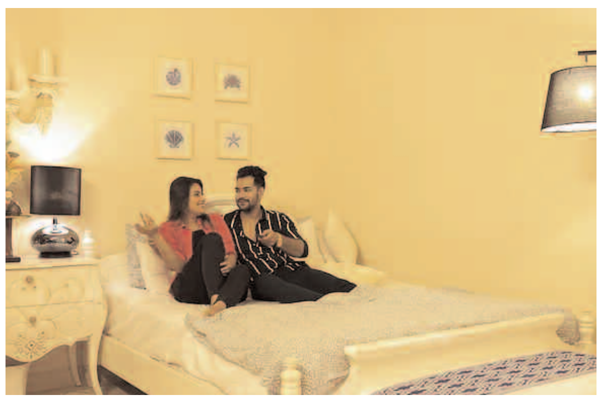

সারা দিনের খাটাখাটনি শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহমনের চাই বিশ্রাম আর ঘুম। প্রশান্তিদায়ক পরিবেশে ঘুম হয় ঠিকঠাক। প্রশান্তির আয়োজনে কিন্তু বাহুল্যের প্রয়োজন নেই। অন্দরের রঙের বিন্যাস এবং আসবাব ও অনুষঙ্গ বাছাইয়ের সময় কিছু বিষয় খেয়াল রাখলে অন্দরের পরিবেশ এনে দিতে পারে মানসিক প্রশান্তি। যেমন রঙের বিন্যাস শোবার ঘরের অন্দরের জন্য হালকা রং ভালো। তাতে পরিবেশ হয় আরামদায়ক। ধরা যাক, সমুদ্রের নীল রংটাই বেছে নিলেন। তাহলে দেয়ালে ব্যবহার করুন এর হালকা শেড। বেড কভারের জন্য বেছে নিন এরই একটু গাঢ় শেড। বেড কভারটিতে থাকতে পারে এই গাঢ় শেড আর শুভ্রসাদা রঙের সমন্বয়ে হালকা কারুকাজ। অ্যাপ্লিক, হ্যান্ড পেইন্ট, প্রিন্ট, ব্লক বা স্ক্রিন প্রিন্টনানাভাবেই বেড কভারে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নকশা। তবে বিছানার চাদর আর বালিশের জন্য সাদার শুভ্রতাই বেছে নিন। পর্দার জন্য আবার সমুদ্রের নীলেই ফিরে যান। হালকা ধরনের শেড বেছে নিন। দুটি পর্দার মধ্যে দিন শুভ্রসাদা রঙের পর্দা। এভাবে মোট পাঁচখানা পর্দা এক সারিতে সাজিয়ে দেখুন। অন্দরের রূপ বদলে যাবে। ঘরের ছাদ আর মেঝে সাদাই হোক। একটি অনুষঙ্গ হোক আলাদাঘরের কোনো একটি অনুষঙ্গ হোক একেবারে ভিন্ন কোনো রঙা হতে পারে সেটি একটি ল্যাম্পশেড কিংবা বাথরুমের সামনের পাপোশ। চাইলে ঘরের এক কোণে ছোটবড় তিনখানা মোম রাখতে পারেন। হলুদ, কমলা আর লালের মতো উজ্জ্বল রঙের মোম বেছে নেওয়া যেতে পারে। এগুলো আবার সুগন্ধি মোমও হতে পারে। তাতে অন্দর যেমন হবে দৃষ্টিনন্দন, তেমনি সুবাসিতও থাকবে। প্রকৃতিতেই প্রশান্তি প্রকৃতির খানিকটা ছোঁয়াও অন্দরে থাক। তাজা ও সাদা ফুল রাখুন, সঙ্গে সবুজ পাতার সজীবতা। রজনীগন্ধা কিংবা দোলনচাঁপায় প্রাকৃতিকভাবেই সুবাসিত করতে পারেন ঘর। সাদা বা গোলাপি কারনেশনও রাখতে পারেন। অন্দরের উপযোগী গাছ রাখতে পারেন। খোলা বারান্দা থাকলে সেখানেও গাছ লাগাতে পারেন। বারান্দায় হাসনাহেনার গাছ লাগালেও অন্দর হবে সুমিষ্ট ঘ্রাণে ভরপুর। মিষ্টি ঘ্রাণের অন্য কোনো ফুলের গাছও লাগাতে পারেন। বাহুল্য আসবাবে নয় শোবার ঘরে কেবল প্রয়োজনের আসবাবগুলোই রাখুন। তবে আরামের জন্য ডিভান কিংবা দুজন বসার উপযোগী একখানা আরামদায়ক সোফা রাখতে পারেন। আসবাবের ধারগুলো চোখা না হলেই ভালো। মসৃণ ও ঢেউখেলানো ধার রয়েছে, এমন আসবাব বেছে নিন। শব্দে শান্তির খোঁজসাউন্ড সিস্টেমের সাহায্যে মিষ্টি শব্দরাশিতে ভরিয়ে তুলতে পারেন আপনার অন্দর। ধরা যাক, প্রাকৃতিক স্রোতোধারার হালকা একটা শব্দ আপনার ভালো লাগে।

এমন শব্দ দিয়েই ঘরে সৃষ্টি করা যায় এক মায়াময় আবেশ। তবে এই শব্দ যাতে ঘণ্টা দু-একের ভেতর আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থাও রাখুন। এটুকুর বাইরে শোবার ঘরে ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। এমনকি টেলিভিশনও রাখবেন না। আলোকসজ্জা যেমনবই পড়ার জন্য বিছানার পাশের টেবিলে একটা ল্যাম্পশেড রাখতে পারেন। চাইলে এমন ল্যাম্পশেডের ব্যবস্থাও করতে পারেন, যা ছাদ থেকে সুবিধামতো টেনে নামিয়ে নেওয়া যাবে বই পড়ার সময়, আবার রিমোট কন্ট্রোলারের মাধ্যমে উজ্জ্বলতা কমানো-বাড়ানো যাবে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছেও থাকতে পারে আলাদা আলোর উৎস। এমন ধরনের আলোক বিন্যাসে অন্দরের পুরো জায়গাটা সব সময় আলোকিত করার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে অন্দরের প্রশান্তি বজায় থাকে। তবে কখনো কখনো পুরো ঘরেও আলোর প্রয়োজন হতে পারে। তাই সুন্দর একটি টিউবলাইটও প্রয়োজন। ফলস সিলিং থাকলে সেখানেই হতে পারে আলোর ব্যবস্থা। ডিম লাইটের ব্যবস্থা করতে পারেন ঘরের এক কোণের নিচের অংশে, সেই কোণটায় রাখতে পারেন কিছু 'ডেকোরেশন পিস'। অদ্ভুত আলোছায়ার মায়া সৃষ্টি করা যায় এভাবে।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখলে গাছকে রোগ বালাইয়ের সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যায়

বাজারের আশায় বসে না থেকে অনেকেই বাড়ির ছাদে বা আশপাশে সবজির চাষ করছেন। তাতেই মিটে যাচ্ছে পরিবারের চাহিদা। অনেকে আবার স্বজনদেরও কিছুটা পাঠাচ্ছেন। চাইলে আপনিও ছাদ বা ছোট্ট বারান্দায় করতে পারেন সবজির চাষ। কীভাবে শুরু করবেন, ধারণা পাবেন দুজন শহুরে বাগানির কাছে। বর্তমানে তাঁর বাগানে আছে প্রায় ৪৩ প্রজাতির শাকসবজি। শীতকালীন শাক-সবজির মধ্যে আছে লাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, শালগম, শর্ষে, টমেটো, মুলা, পালংশাক, লাল শাক, ধনিয়াপাতা, গাজর, কাঁচা মরিচ, ক্যাপসিকাম, শিমলা মরিচ, লেটুসপাতা, আলু, বেগুন, পুদিনাপাতা, পেঁয়াজ, রসুনসহ নানা কিছু। শুরুতে বাগান যখন ছোট ছিল, তখন নার্সারি থেকেই সরাসরি চারা কিনে আনতেন। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজেই বীজ থেকে চারা করেন। এই সময়ে বীজ থেকে করা চারার মধ্যে আছে টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি, গাজর, মুলা, পালংশাক, লালশাক, ধনিয়াপাতা। সরাসরি চারা লাগিয়ে ফলাচ্ছেন ক্যাপসিকাম, শিমলা মরিচ, কাঁচামরিচ, লাউ, শিম, করলা, বেগুন ইত্যাদি। ফখরুল আবেদিন বলেন, 'প্রতিদিন কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখি বাগানের কাজে। দারুণ সময় কাটে, সঙ্গে নিজের হাতে ফলানো সবজি খেতে পারি। এখন তো বাগানের কাজটা নেশার মতো হয়ে গেছে।'প্রতিদিন সকালে রুটিন করে বাগানে জল দেন। গাছের খাবার হিসাবে প্রধানত জৈবসারই ব্যবহার করেন। এর বাইরে প্রয়োজন পড়লে অল্পমাত্রায় ডিএপি, পটাশ ব্যবহার করেন। সপ্তাহের ছুটির দিনগুলোর বেশির ভাগ সময় ছাদেই কাটে ফখরুলের। একজন মালিও রেখেছেন, সপ্তাহে দুদিন এসে বাগানের কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। শাকসবজির রোগবালাই প্রসঙ্গে এই শহুরে চাষি বলেন, নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখলে রোগবালাইয়ের সংক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। স্বল্পমাত্রায় আক্রমণ করলে প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহার করতে পারেন। যদি আক্রমণের মাত্রা তীব্র হয় এবং বাগানের অন্যান্য গাছেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রায় রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করেন। তবে সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখেন পরবর্তী ১৪ দিন কেউ যেন সেই সবজি না খায়। রাসায়নিক কীটনাশকের বিষক্রিয়া নিষ্ক্রিয় হতে এতটুকু সময় ছাড় দিতেই হয়। একসঙ্গে পাঁচ কেজি টমেটোও তুলেছেন সালমা খানম। কানাইনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। নারায়ণগঞ্জ সদরের লালপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। সাড়ে চার শতাংশ জায়গায় দাঁড়ানো দোতলা বাড়ির ছাদের পুরোটাই ছাদবাগান। শুরুটা করেছিলেন ২০১৬ সালে। 'হাতের কাছে থাকা সহজলভ্য উপাদান দিয়ে বাগান করাই আমার মূল লক্ষ্য। চাকরি আর পরিবার সামলে সময় বাঁচিয়ে একা বাগান করি, তাই একটু ধীরগতিতেই এগোতে হচ্ছে।' এই শিক্ষকের বাগানে শীতকালীন শাকসবজির মধ্যে আছে লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শিম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, টমেটো, বেগুন, বিট, স্কোয়াশ, আলু, পেঁয়াজ, লালশাক, মুলা, পালংশাক। ফলের মধ্যে কুল, পেঁপে ও পেয়ারা। বীজ থেকে যেমন চারা করেন, আবার সরাসরি চারাও কিনে আনেন। প্রতি মঙ্গলবার ফতুল্লা বাজারের হাটে খুব ভালো মানের সবজির বীজ ও চারা পাওয়া যায়, সেখান থেকে কেনেন বীজ ও চারা। সবজি চাষের মাটি তৈরির বেলায় সালমা খুব যত্নবান। জানালেন, একভাগ মাটি, এক ভাগ গোবর সার, একভাগ বাগানের পচা পাতা, একভাগ কিচেন কম্পোস্ট এই অনুপাতে সবজি চাষের মাটি তৈরি করেন। এই মাটি থেকেই তার সব খাদ্য উপাদান খুঁজে পায় গাছ। গাছ বড় হতে থাকলে দু-তিনবার অল্প পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করেন। তবে এই শিক্ষক জোর দিলেন তরল জৈব সারের ওপর। আলাদা পাত্রে সব সময় জৈব তরল সার তৈরি করা থাকে। একটা পাত্রে সবজির খোসা, অন্য পাত্রে ফলের খোসা, আরেক পাত্রে শর্ষের খৈল সব সময় পচানো থাকে। এগুলো গাছের প্রয়োজন বুঝে ৭-১০ দিনের মধ্যে গাছে প্রয়োগ করেন। এ ছাড়াও প্রতিদিনের মাছ ধোয়া, চালডালের ধোয়া জল, ভাতের মাড়কোনটাই ফেলেন না। সবই টবে দেন গাছের খাবার হিসেবে। হাড় গুঁড়া, শিং কুচি, নিমের খৈল, ভার্মি কম্পোস্ট অতি উচ্চমূল্যের সার। তাই এগুলো ছাড়া কিংবা কম প্রয়োগ করে কীভাবে বাগান করা যায়, সে চেষ্টা করেন। বাগানের পচনশীল কোনো কিছুই তাই না ফেলে সার বানিয়ে নেন। এভাবে সার তৈরি করে নিতে পারলে বাগান করা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। বাগান থেকে এখন দুইতিন কেজি বেগুনও তুলতে পারেন একসঙ্গে। টমেটো এক দিনে সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি পর্যন্ত তুলেছেন। ফুলকপি গত বছর প্রায় প্রতিদিন তুলতে হয়েছে। প্রতিদিন একই সবজি খাওয়ার রুচি সবার থাকে না। তাই কাছাকাছি আত্মীয়স্বজন না থাকায় বাসার ভাড়াটে ও সহকর্মীদের উপহার পাঠান। সারা বছর ছাদবাগানের শাকসবজিতেই চলে যায় রান্নাবান্না।

৮ হাজার ২০২ ফুট ওপরে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছেন

আকাশে আট হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় ভাসছে দুটি গ্যাস বেলুন। দুই বেলুনের মাঝখানে ঝুলছে একটি দড়ি। সেটির ওপর দিয়ে হেঁটে এক বেলুন থেকে অন্য বেলুনে যাচ্ছেন আপনি। একবার এই দৃশ্য কল্পনা করে দেখুন তো, নিশ্চয়ই দম বন্ধ হয়ে আসছে। রোমহর্ষক এই কাণ্ড করেছেন লুকাস ইরমলার ও ফ্রিডি কুড়া। গত বছরের নভেম্বরে এই দুই জার্মান অ্যাথলেট ৮ হাজার ২০২ ফুট ওপরে ঝুলতে থাকা দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে গেছেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ করেছেন তাঁরা। তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, তাঁরাই এখন সবচেয়ে উঁচুতে দড়িতে হাঁটার (স্লাকলাইন ওয়াক) রেকর্ডের মালিক। লুকাস ও ফ্রিডি গত ৯ নভেম্বর এ কাজ করেছেন। প্রথমে লুকাস আকাশে ভাসতে থাকা বেলুনে হাঁটা শুরু করেন। কিন্তু পরপর দুইবার তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়, হাঁটতে শুরু করার পর ভারসাম্য হারিয়ে তিনি দড়ি থেকে পড়ে যান এবং আবার প্রথম থেকে শুরু করেন। তৃতীয়বার আর লুকাসকে ব্যর্থ হতে হয়নি। অসাধারণ দক্ষতায় তিনি এক বেলুন থেকে দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে অন্য বেলুনে চলে আসেন। এবার ফ্রিডির পালা। লুকাস যখন হাঁটছিলেন, তখন ফ্রিডি অপর প্রান্তে বেলুনে বাঁধা ঝুড়িতে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন। তিনি বলেন, 'আকাশে দড়ির ওপর হাঁটতে গিয়ে লুকাস যেভাবে যুদ্ধ করেছে, তা দেখে আমি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' ফ্রিডিকেও একই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ফ্রিডি বলেন, 'পুরো সময় বেলুন দুটি শুধু ঘুরছিলই না, ওপর-নিচে ওঠানামাও করছিল। কখনো আমরা নিচে নামার মতো করে হাঁটছিলাম, পরমুহূর্তে খাড়া পথ বেয়ে ওঠার মতো করে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নতুন ট্রেন পরিষেবা ও অতিরিক্ত স্টপেজ

মালিগাঁও, ৩০ জানুয়ারিঃ রেলওয়ে পরিষেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪- ২০২৫ অর্থবর্ষের আজকের তারিখ পর্যন্ত একাধিক নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে। আনুমানিকভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রায় ছয় জোড়া ট্রেন চালু করা হয়েছে, যেগুলি বর্তমান অর্থবর্ষে নিজেদের পরিষেবা শুরু করেছে। ০৩ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ থেকে পরিষেবা শুরু করেছে গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি জন শতাব্দী এক্সপ্রেস (১২০৪৭১২০৪৮, যা দ্রুত ভ্রমণের বিকল্প প্রদান করে চলেছে। গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও প্যাসেঞ্জারের (৫৫৮১৮৫৫৮১৭) চলাচল ০৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে, যা স্বল্প-দূরত্বের যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করছে। অন্যদিকে, তিনসুকিয়া-নাহরলাগুন-তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (১৫৯১১১৫৯১২) চালু হয়েছে ৫ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ থেকে, যা অরুণাচল প্রদেশের রেল সংযোগকে শক্তিশালী করেছে। অতিরিক্তভাবে আনন্দ বিহার টার্মিনাল-রাধিকাপুর- আনন্দ বিহার টার্মিনাল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (১৪০১২১৪০১১) ৬ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখ থেকে চালু করা হয়েছিল এবং বালুরঘাট-বাথিন্দা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (১৫৭৩৩১৫৭৩৪) নিজের পরিষেবা ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ থেকে শুরু করেছিল। স্বল্প-দূরত্বের রেল সংযোগের ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো লামডিং-তিনসুকিয়া-লামডিং ডেমু প্যাসেঞ্জার (৭৫৬০২৭৫৬০৩), যার পরিষেবা শুরু হয়েছে ১৮ জুন, ২০২৪ তারিখ থেকে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নতুন ট্রেন চালু হওয়ার পাশাপাশি রেলওয়ে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ১২৪২৩১২৪২৪ ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি-ডিব্রুগড় রাজধানী এক্সপ্রেস ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ থেকে রঙিয়ায় (আরএনওয়াই) থামাচ্ছে। ১৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ থেকে ভুবনেশ্বরে (বিএইচজেড) ১৩১৭৪১৩১৭৩ আগরতলা-শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ থেকে বোকাজানে ১৫৬৬৫১৫৬৬৬ গুয়াহাটি-মরিয়নি-গুয়াহাটি বিজি এক্সপ্রেস স্টপেজ দিচ্ছে। এছাড়াও ১৫৬১৩১৫৬১৪ গুয়াহাটি-মুর্কংসেলেক-গুয়াহাটি লাচিত এক্সপ্রেস ১৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে নিউ মিসামারিতে স্টপেজ দিচ্ছে। পাশাপাশি ১৫৮১৭১৫৮১৮ শখুভি-নাহরলাগুন-শখুভি দোনি পোলো এক্সপ্রেস এবং ২২৪১২২২৪১১ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-নাহরলাগুন-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অরুণাচল এক্সপ্রেস যথাক্রমে ১৯ এপ্রিল, ২০২৪ এবং ২১ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে অতিরিক্ত স্টপেজ দিচ্ছে। যাত্রী সুযোগ সুবিধাসমূহ বৃদ্ধি করতে, উপলভ্যতা উন্নত করতে এবং আরও মসৃণ ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটিয়েছে এই নতুন ট্রেন পরিষেবা এবং অতিরিক্ত স্টপেজগুলি। ভ্রমণকারীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি এই অঞ্চলে রেল সংযোগকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার আগে হেলিকপ্টারটিকে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পাইলটের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টার একটি অডিও থেকে এমন তথ্য জানতে পেরেছে সিএনএন। লাইভ এটিসিডটনেট থেকে অডিওটি সংগ্রহ করেছে সিএনএন। এতে আমেরিকান এয়ারলাইনসের যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সঙ্গে মার্কিন সেনাবাহিনীর ব্লাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষের আগে, সংঘর্ষের মুহূর্তে এবং পরবর্তী সময়ের অডিও আছে। এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তারা হেলিকপ্টারের পাইলটের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে আমেরিকান এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজটিকে দেখা যাচ্ছে কিনা। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে হেলিকপ্টারের পাইলটের উদ্দেশে বলা হয়, 'পিএটি টু-ফাইভ, আপনি কি সিআরজে উড়োজাহাজটিকে দেখতে পাচ্ছেন?' এর পর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে আবারও বলা হয়, 'পিএটি টু-ফাইভ, সিআরজে উড়োজাহাজের পেছন দিক দিয়ে পার হোন।'সংঘর্ষের আগে মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের আরেকটি অডিওতে হেলিকপ্টারের পাইলটকে বলতে শোনা যায় ' উড়োজাহাজটিকে দেখতে পেয়েছে পিএটি টু-ফাইভ, ভিজ্যুয়াল সেপারেশনের অনুরোধ জানাচ্ছি।'এর পর ১৩ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে অডিওতে হাঁপানোর মতো কিছু শব্দ শোনা যায়। জোরে 'ওহ' বলে একটি শব্দও শোনা গেছে। বিধ্বস্ত হওয়ার সময় ওই শব্দগুলো ধারণ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অডিওটিতে অন্য একটি উড়োজাহাজের পাইলটের কথাও শোনা গেছেন যিনি ওই সংঘর্ষ ও বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাটি দেখেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষকে নিশ্চিত করেছেন। আরেক পাইলটকে বলতে শোনা গেছে, 'হ্যাঁ, আমরা রানওয়ের কাছে ছিলাম এবং পটোম্যাক নদীর অপর পাশে আগুনের শিখা দেখেছি।' বুধবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে রোনাল্ড রিগ্যান ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে মাঝ আকাশে আমেরিকান এয়ারলাইনসের একটি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী উড়োজাহাজের সঙ্গে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি ব্লাক হক হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ হয়। এর পর উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টারটি হিমশীতল পটোম্যাক নদীতে বিধ্বস্ত হয়। আমেরিকান এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, তাদের পরিচালনাধীন উড়োজাহাজটিতে ৬৪ জন আরোহী ছিলেন। এর মধ্যে ৬০ জন যাত্রী ও ৪ জন ক্রু। আর এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, হেলিকপ্টারটিতে তিন সেনা ছিলেন।

বাজেটের বিরোধিতা করতে এবার রাজপথে কংগ্রেস

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ ১লা ফেব্রুয়ারি, আরো একবার বর্তমান আর্থিক বছরের (২০২৫ ২৬)মোদি সরকারের বাজেট পেশ করতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এমনিতেই মোদি সরকারের জনবিরোধী আর্থিক নীতির ফলে দেশের মানুষের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আবার মরার ওপর খাড়ার ঘা জনবিরোধী পপকর্ন জি এস টি র জন্য জনজীবন বিপর্যস্ত। মোদি সরকারের জনবিরোধী আর্থিক নীতির ফলে অস্বাভাবিক ভাবে টাকার মূল্যে রেকর্ড পতনের (১ডলার সমান ৮৭টাকা) জন্য আমদানি খরচ বৃদ্ধি হয়েছে,নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। মোদি সরকার বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত,গত ৯ বছরে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা দেনা করেছে,দেশের মোট দেনার পরিমাণ দাড়িয়েছে ১৭৬ লক্ষ কোটি টাকা,একটি শিশু জন্মালে তার মাথায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দেনা নিয়ে জন্মাবে। দেশে সোনার দাম দিন দিন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।২০১৪ সালে যে সোনা ১০ গ্রামের দাম ২৮ হাজার টাকা ছিল, মোদি জির দয়ায় সেই সোনা এখন ৮৩,৪৩০ টাকায় দাড়িয়েছে। মোদি সরকারের ঘোষিত নীতি মানি টাইজেসন পাইপলাইন এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত পি এস ইউ গুলো বেসরকারী করণের ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়েছে। ২৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সংযুক্তিকরণের ফলে আজ ১২টি ব্যাংকে এসে দাড়িয়েছে।

Name Change

I, Bistupada Biswas (old name) son of Late Matin Biswas, residing at Vill & P.O- Kalupur, P.S- Bongaon, Dist: North 24 Parganas, Pin : 743235, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bishnupada Biswas (new name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 02/07/2015. Bistupada Biswas (old name) and Bishnupada Biswas (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Devprasad Biswas (old name) son of Bishnupada Biswas, residing at Vill & P.O- Kalupur, P.S- Bongaon, Dist: North 24 Parganas, Pin : 743235, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Debprasad Biswas (new name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 02/07/2015. Devprasad Biswas (old name) and Debprasad Biswas (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Parvin Bibi D/o Noor Islam Byapari Residing at Vill - Bagan-para, P.o - Nepalganj Kulerdari, P.s - Bishnupur, District - 24 Pgs(S), Pin- 700103 West Bengal India shall henceforth be known as Parvin Begum. I declare that Parvin Bibi and Parvin Begum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-01-2025.

Name Change

I, Anup Samanta S/o Late Subal Samanta Residing at Vill - Nachak, P.o - Nowpala, P.s - Bagnan, District - Howrah, Pin- 711303 West Bengal India shall henceforth be known as Anup Kumar Samanta. I declare that Anup Samanta and Anup Kumar Samanta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-01-2025.

Name Change

I, Profullo Manna (Old Name) S/o Sital Manna Residing at Vill+P.o - Orphuli, P.s - Bagnan, District - Howrah, Pin - 711303 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Prafulla Manna (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit no 32/2025 Dated 30-01-2025. Profullo Manna (Old Name) and Prafulla Manna (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Merajul Islam Khan alias Md Merajulislam Khan (Old Name) S/o Ahammed Ali Khan Residing at Vill+P.o - Sultan Nagar, P.s - Harishchandrapur, District - Malda, Pin - 732125 West Bengal India have changed my name and shall henceforth be known as Md Merajul Islam Khan (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit no 31/2025 Dated 30-01-2025. Merajul Islam Khan, Md Merajulislam Khan (Old Name) and Md Merajul Islam Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JOYEETA PAUL D/O LATE SUSHANTA KUMAR PAUL W/O KRISHNANGSHU DAS RESIDING AT PERMAMENT & PRESENT ADDRESS BC-7/11, DESHBANDHU NAGAR, RAJARHATGOPALPUR, P.S.BAGUIHATI, KOLJATA 700059 , MY NAME IN MY SON'S BIRTH CERTIFICATE HAS BEEN RECORDED AS JOYEETA PAUL DAS INSTEAD OF MY ACTUAL NAME JOYEETA PAUL JOYEETA PAUL DAS AND JOYEETA PAUL BOTH ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON i.e., MYSELF AND MOTHER OF MY SON NAMED PALVIT DAS VIDE AFFIDAVIT DATED 08.08.2024 BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE,1ST CLASS, DIST NORTH 24 PARGANAS.

Name Change

I, JOYEETA PAUL D/O LATE SUSHANTA KUMAR PAUL W/O KRISHNANGSHU DAS RESIDING AT PERMAMENT & PRESENT ADDRESS BC-7/11, DESHBANDHU NAGAR, RAJARHATGOPALPUR, P.S.BAGUIHATI, KOLJATA 700059 , MY NAME IN MY DAUGHTER'S BIRTH CERTIFICATE HAS BEEN RECORDED AS JOYEETA PAUL DAS INSTEAD OF MY ACTUAL NAME JOYEETA PAUL JOYEETA DAS PAUL AND JOYEETA PAUL BOTH ARE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON i.e., MYSELF AND MOTHER OF MY DAUGHTER NAMED MOHITA DAS VIDE AFFIDAVIT DATED 08.08.2024 BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE,1ST CLASS, DIST NORTH 24 PARGANAS.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যায় যে, ১। ভবানী কর্মী, ২। হাবুল কর্মী, ৩। বাবুল কর্মী ৪। অনিমা কর্মী ৫। সুমন্ত কর্মী ১নং এর স্বামী ও সকলের পিতা-মৃত মুক্ত রাম কর্মী, ঠিকানা-মিত্র বাগান জেলে পাড়া, পোঃ-বৈদ্যবাটী হুগলী গত ০৬.০৮.২০২২ তারিখে এ.ডি.এস. আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার নং 2420/2022 মূলে রাজকুমার দত্ত পিতা-স্বর্গীয় দূর্গা দাস দত্ত (সাং-১৮/১০৪, এন. টি. রোড, বৈদ্যবাটী,হুগলী) কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি মানাউর জাহান স্বামী নাজির আনসারী বিশ্বাস ২ কে.বি.এম. রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, হুগলী এ. ডি. এস. আর. শ্রীরামপুর দলিল নং-I-2096/2024 তারিখ ০৩.০৫.২০২৪ নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি।জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪ এল. আর, খতিয়ান- ৪৩৯, এল. আর, দাগ নং-৪৫৯০, জমির পরিমান- ০২ কাঠা ০৯ ছটাক ১৩ বঃফুঃ। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি. এল. আর.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুনীল সাউ, পিতা- শ্রী রাম ধনী সাউ, ইং - ২০০২ সালে ডি.এস.আর. ফোর রেজিস্ট্রী অফিস হইতে (আমমোক্তারের নাম - কাশীনাথ সিং) ২০৪-২০০২নং পাওয়ার দলিল দ্বারা রানিয়া মৌজার এল.আর, ৯০১ দাগে, এল.আর, ৫৬৩ নং খতিয়ানে ২কাঠা ০০ছটাক জমি ক্রয় করে মিউটেশোনের জন্য আবেদন করেছে। যদি কাহারো আপত্তি থাকে তবে সোনারপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও তে এসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। শ্রী অমর কুমার বিশ্বাস, ২। রতন কুমার বিশ্বাস, উভয়ের পিতা- শ্রী শঙ্কর বিশ্বাস, ২। শ্রীমতি লক্ষী বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, ৪। শ্যামল রায়, পিতা-বনমালী রায়, সকলেই ইং - ২০১১ সালে ডি.এস.আর, ফোর রেজিস্ট্রী অফিস হইতে পৃথক পৃথক মুলে (আমমোক্তারের নাম - শ্রী বিজন কুমার দাস) ২০১১ সালের ৯৪৬ নং পাওয়ার দলিল দ্বারা রানিয়া মৌজার এল.আর, ১০৫০ নং দাগে, এল.আর. ৬৩ ও ৯৪৭ নং খতিয়ানে তিনটি বিক্রয় কোবলা দলিল দ্বারা মোট ০৪ কাঠা ০৮ ছটাক ০০ বর্গফুট জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছে। যদি কাহারো আপত্তি থাকে তবে সোনারপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও তে এসে যোগাযোগ করুন।

Name Change

I, NAKUL CHANDRA MAJI (Old Name) S/O KANAI LAL MAJI Residing at Vill.&P.O.-Debandi, P.S.-Amta, District - Howrah, Pin - 711410, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NAKUL MAJI (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 29-01-2025. NAKUL CHANDRA MAJI (Old Name) and NAKUL MAJI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,SONU RANA,SON OF HANSH RANA,RESIDING AT 69/H/21 DEBENDRA CHANDRA DEY ROAD,PO & PS - TANGRA, KOLKATA - 700015,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONU SINGH RANA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 30/01/2025,THAT SONU RANA AND SONU SINGH RANA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,DINESH AND DINESHKUMAR SAHU,SON OF LATE CHHOTELAL,RESIDING AT 59,P.H.NO.67, DUNAVA GRAM, DUNAVA TEHSIL, MULATAIBETUL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DINESH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 30/01/2025. THAT DINESH AND DINESHKUMAR SAHU ALSO DINESH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MD SARFRAZ ARIF,SON OF ISHAQUE ARIF, RESIDING AT 4/H/2/7 CONVENT LANE,KOLKATA -700015, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SARFARAZ ARIFF VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 30/01/2025.THAT MD SARFRAZ ARIF AND MD SARFARAZ ARIFF BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,TAHERA KHATOON,WIFE OF ISHAQUE ARIF, RESIDING AT 4/H/2/7 CONVENT LANE, KOLKATA - 700015, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAHERA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 30/01/2025.THAT TAHERA KHATOON AND TAHERA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,MOBASAR ALI,SON OF LATE SAMSUL HUDA KHALIFA,RESIDING AT 2ND-FR, FL-2D 105A DR.LAL MOHANBHATTACHARJEE ROAD-KOLKATA -700014,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOBASHWER ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/01/2025.THAT MOBASAR ALI AND MOBASHWER ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Chandan Sur (Old Name) son of Ashutosh Sur, residing at 41, G B Mondal Road, Sastitala Nawabganj, Ichapur, Dist-North 24 Pgs, Pin-743144, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Chandan Kumar Sur (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 30/01/2025. Chandan Kumar Sur (New Name) and Chandan Sur (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Samrat Sinha (Old Name) son of Late Kalyan Sinha, residing at Boral Majherpara, P.O.- Boral, P.S.- Narendrapur, Dist- South 24 Parganas, Pin- 700154, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Samrat Singha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 30/01/2025. Samrat Singha (New Name) and Samrat Sinha (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Seemanta Chakrabarty (Old Name) son of Late Sankarananda Chakrabarti, residing at 6 Pranabananda Road, Opposite Lokenath Ashram, Kolkata, Pin- 700084, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Seemanta Chakrabarti (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 30/01/2025. Seemanta Chakrabarti (New Name) and Seemanta Chakrabarty (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Bula Chakrabarty (Old Name) wife of Seemanta Chakrabarti, residing at 6 Pranabananda Road, Opposite Lokenath Ashram, Kolkata, Pin- 700084, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bula Chakrabarti (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 30/01/2025. Bula Chakrabarti (New Name) and Bula Chakrabarty (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Ohab Ali Sardar (Old Name) son of Samser Ali Sardar, residing at Jadabpur, Jadabpur Gaighata, North 24 Parganas, Pin-743273, P.S.- Gaighata, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Ohab Sardar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 29/01/2025. Abdul Ohab Sardar (New Name) and Md Ohab Ali Sardar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ashis Kumar Mondal (Old Name) son of Mohanlal Mondal, residing at Village & Post Office - Pantihal, District - Howrah, Police Station - Jagatballvpur , Pin- 711410, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashish Kumar Mondal (New Name) as declared before the Executive Magistrate 1st Class at Howrah, dated 07/01/2025. Ashish Kumar Mondal (New Name) and Ashis Kumar Mondal (Old Name) both are same and identical person.

১টি সরষে দানার উপরে সাড়ে পাঁচ মিলিমিটার মা সরস্বতীর মূর্তি, তৈরি করে আবার চর্চায় নবদ্বীপের শিল্পী!

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ রেকর্ড তৈরি হয় রেকর্ড ভাঙ্গার জন্যই কথাটি বেশিরভাগ শোনা গেছে বা যায়, খেলার মাঠে, যদিও এই প্রচলিত কথাটির ব্যাবহার সর্বত্রই কমবেশি হয়ে থাকে। আর এবার নিজের নিপুণ শিল্প কলায় নিজের রেকর্ডকেই নিজে ভেঙ্গে নজির গড়লেন নবদ্বীপের শিল্পী গৌতম সাহা। সামান্য একটি সরষে দানার ওপরেই মাটি, রং দিয়ে দেবী সরস্বতীর মূর্তি, তৈরি করে ফের একবার নিজের শিল্পকলার নজির সৃষ্টি করলো নদীয়ার নবদ্বীপের এক শিল্পী, যিনি পেশায় একজন অঙ্কন শিক্ষক। তিনি জানান গত বছরের তিনি ৮ মিলিমিটারের দেবী সরস্বতীর মূর্তি তৈরী করেছিলেন, এবার সেই রেকর্ড ছাপিয়ে একটি সরষে দানার ওপরেই সারে পাঁচ মিলিমিটারের দেবী সরস্বতীর মূর্তি তৈরী করে মা সরস্বতীর প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। নবদ্বীপ শহরের প্রতাপনগর এলাকার বাসিন্দা গৌতম সাহা। বয়স যার আনুমানিক ৫৭। পেশায় তিনি একজন অঙ্কন শিক্ষক। জানা যায় তার পিতা ছিলেন আকাশবাণীর গীতিকার ও শিক্ষক, পরিবারে স্ত্রী সন্তান সহ দুই দিদি, তারা আছেন লেখালেখি, সংগীত ও শিক্ষাগতা নিয়ে। এক কথায় শিক্ষা ও শিল্প সত্বায় ঘেরা পরিবার থেকেই উঠে আসা শিক্ষক গৌতম সাহার। জানা যায় গত লকডাউনের সময় থেকে তিনি এই ক্ষুদ্র শিল্প কলা তথা এই সৃষ্টির কাজ শুরু করেন। অতীতে বিভিন্ন সময়ে তিনি কখনো মুগডালের পর, কখনো ধানের ওপর তো কখনো চকের, বা চালের ওপর মাটি - রং দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন মা কালী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাপ্রভু সহ বিভিন্ন দেবদেবী ও মনিষীদের মূর্তি। শুধু তাই নয় তিনি নিজের বাড়িতে নিজের নিপুণ শিল্প কলায় সিমেন্ট দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণ অবয়ব মূর্তি থেকে শুরু করে বিভিন্ন মনিষীদের মূর্তি দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন, যা ছোট খাটো একটা খোলা মিউজিয়ামও বলা যায়। শিল্পী গৌতমবাবু জানান, এবার দেবী সরস্বতীর প্রতি তার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য, গত ১৫ দিন ধরে দিন রাত এক করে এবার ফুটিয়ে তুলেছেন একটি সরষে দানার উপরে সারে পাঁচ মিলিমিটার মা সরস্বতীর মূর্তি। যা তৈরী করতে লেগেছে মাটি, রং। আর তা দিয়েই কার্যত আবারা সকলকে তাক লাগিয়েছেন নবদ্বীপের শিল্পী গৌতম সাহা। আর এবারের তার এই সৃষ্টি দেখতে বাড়িতে হাজির হচ্ছেন অনেকেই। শিল্পী গৌতম সাহা জানান, এই কাজ করতে পেরে রীতিমতো আনন্দিত। তিনি আরও বলেন করোনা আবহ থেকে শুরু করলেও এখন এই কাজের প্রতি একটা আসক্ত হয়ে পরেছি, এই শিল্পচর্চা করে মানসিক অবসাদ থেকে অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছেন বলে জানান শিল্পী গৌতমবাবু। পরবর্তীতে আরও এই ধরণের কাজ করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে বলে জানান শিল্পী গৌতম সাহা। কিন্তু বর্তমান সময়ে শুধু মানসিক শান্তিতে কি হয়? শিল্পীর যোগ্য সন্মান বা আর্থিক সাহায্য কি কিছু মেলে? প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা হতাশার সাথেই তিনি বলেন এখনো সেভাবে কোথাও থেকে কিছু মেলেনি, তবে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্মানিত হয়েছি, আর্থিক ভাবে কোন সহায়তা মেলেনি, তিনি আরও বলেন আমি চাই যদি আমার এই কাজ গুলো কোথাও সংগ্রহশালায় জায়গা পায়, বা কোথাও প্রদর্শতি হয়। পাশাপাশি কেউ যদি এই শিল্প কলা শিখতে চায় তিনি তাও শেখাবেন বলেও জানায়। শ্রী চৈতন্য দেবের জন্মভূমি নবদ্বীপ ধাম, শিক্ষা -সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান, একদা অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গলও বলা হতো এই শহরকে, আর এই শহরের এক কোনে থাকা এই শিল্পীর সৃষ্টি আর তার আক্ষেপ যেন প্রদীপের নিচেই অন্ধকার - এই কথাটাই মনে করিয়ে দিলো। মোটের ওপর শিল্পী গৌতমবাবু তার নিপুণ শিল্প কলায় নিজের মতোন করেই আগামী দিনে আরও নতুন কিছু সৃষ্টি করুক।

মহাকুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ কাটোয়ার বৃদ্ধা, খোঁজ নেই সিউড়ির প্রৌঢ়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভমেলায় পূণ্যস্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ বাংলার আরও দু'জন। কাটোয়ার এক সত্তোর্দ্ধ বৃদ্ধার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করেছে পরিবার। গত বুধবার স্নান করার পর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, পুণ্যলাভের আশায় মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে স্নানে নেমে নিখোঁজ সিউড়ি মহকুমার এক প্রৌঢ়া। তিনি দুবরাজপুর থানা এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, ওই প্রৌঢ়ার নাম পূরবী গোপ। পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, গত রবিবার স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কুম্ভ মেলার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা হন। সোমবার থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছে না। বৃহস্পতিবার আরও দুশ্চিন্তায় দিশেহারা পরিবার।

ডোমকলে পুলিশের উপর হামলায় গ্রেফতার ২ মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ ডোমকলে পুলিশের উপর হামলায় ২ মূল অভিযুক্তর কেরলে পালিয়ে যাওয়ার ছক ছিল। কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগেই বুধবার রাতে শালিমার স্টেশন থেকে তাদের গ্রেফতার করা হল। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে পুলিশের উপর হামলা চালিয়ে আসামী ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার মূল দুই অভিযুক্ত এতদিন পলাতক ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দুই মূল অভিযুক্তকে হাওড়ার শালিমার স্টেশন থেকে গ্রেফতার করে শালিমার রেল পুলিশ। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা হল মাসাবুল শেখ, বয়স ৪৫ বছর ও মলিনা বিবি, বয়স ৩৫ বছর। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃতদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ রওনা দেয় ডোমকল থানার পুলিশ।

চরকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা, ৩০ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের তাঁতশিল্পীদের উৎপাদন বাড়িয়ে বেশি মুনাফা লাভের সুযোগ করে দিতে রাজ্য সরকার তাদের সৌর বিদ্যুৎ চালিত চরকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় যে সব তাঁতশিল্পী খাদি এবং মসলিন কাপড় বোনেন তাঁদের হাতে সৌর বিদ্যুৎ চালিত চরকা-সহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তুলে দেওয়া হবে। রাতে ক্ষুদ্র শিল্প ও বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ জানিয়েছেন, এগুলি ব্যবহারে শিল্পীদের উৎসাহিত করতে ৮-১০ কিলোমিটারের মধ্যে একটা করে ক্লাস্টার তৈরি করা হবে। প্রতি ক্লাস্টারে অন্তত ২০০ তাঁতশিল্পীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রত্যেক তাঁতশিল্পীকে সরকার থেকে দু'টি করে চরকা দেওয়া হবে। তারা যাতে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারেন, সে জন্যেই আধুনিক যুগের চরকা দেওয়া হচ্ছে। এতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। ফলে তাঁতশিল্পীরা লাভের মুখ দেখবেন।

শ্রী হিতেন্দ্র মালহোত্রা, সদস্য অপারেশন্স অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, রেলওয়ে বোর্ড ৩০.০১.২০২৫ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে (SER) এর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচ পরিদর্শন করেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্রের সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন।

বেঙ্গল সাফারি পার্কে বন্ধ হাতি সাফারি, হতাশ পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ জানুয়ারি ঃ ঊর্মিলাকে একা রেখে চলে যায় লক্ষ্মী। তারপর অন্তরালে ঊর্মিলাও। আর তাই দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে হাতি বেঙ্গল সাফারি পার্কের গিয়ে হতাশ পর্যকটরা। বার্ধক্যজনিত কারণে ১৬ নভেম্বর মৃত্যু হয় কুনকি হাতি লক্ষ্মীর। ফলে সাফারিতে একা হয়ে যায় অন্য কুনকি হাতি ঊর্মিলা। তারও বয়সটা অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাই একা তাকে দিয়ে সাফারি করা যাচ্ছে না। ফলে বিখ্যাত হাতি সাফারি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পার্ক কর্তৃপক্ষ। তাই এখন অবসর জীবন কাটাচ্ছে ঊর্মিলা। যদিও তার দেখভালে কোনও খামতি রাখা হয়নি। সকাল বিকেল পালা করে তাকে খাওয়া দাওয়া করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে, পর্যটকদের দেখার জন্য সাফারির ভিতরেই মুক্ত বনাঞ্চলে ছেড়ে রাখা হয়েছে তাকে। ফলে, বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসা পর্যটকরা হাতির পিঠে চেপে ঘুরতে না-পারলেও, তাকে দেখে কিছুটা মজা উপভোগ করতে পারছেন। যদিও বেঙ্গল সাফারিতে পুনরায় হাতি সাফারি শুরু করতে কেন্দ্রীয় জু-অথরিটির কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য জু-অথরিটি ও বনদপ্তর। বনদপ্তর সূত্রে খবর, বেঙ্গল সাফারি পার্কের পক্ষে হাতি সাফারির জন্য অন্তত চারটি হাতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই মুহূর্তে হাতির সংখ্যা কম থাকায় কোথা থেকে হাতি আনা হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। যদিও ঊর্মিলার জন্য গরুমারা বা জলদাপাড়া থেকে এক জোড়া হাতি পাঠানোর প্রাথমিক চিন্তাভাবনা করছে বনদপ্তর। এই বিষয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কের অধিকর্তা বিজয় কুমার বলেন, হং ঊর্মিলাকে দিয়ে আপাতত হাতি সাফারি বন্ধ রাখা হয়েছে। একার পক্ষে তার সাফারি করা সম্ভব না। তবে আমরা জু অথরিটির সঙ্গে আলোচনা করে হাতি আনার ব্যবস্থা করছি। কবে এই সাফারি চালু করা হবে, সেই বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব না। প্রসঙ্গত, হাতি সাফারি ছাড়াই ডিসেম্বরে ছুটির মরশুমে রেকর্ড আয় করেছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক।

পুলিশের পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ বাঁকুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ পুলিশের পরিচয় ভাঁড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠলো বাঁকুড়ায়। শহরের ব্যস্ততম সুভাষ রোডে প্রতারণার শিকার এক ব্যবসায়ী। তাঁর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সোনার আংটি ও গলার হার হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় পুলিশের পরিচয় ভাঁড়ানো দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। জানা গেছে, দুর্গাপুরের বাসিন্দা সমীর দে ব্যবসায়িক কাজে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন। তাঁর ডান হাতে ৫টি সোনার আংটি ও গলায় একটি সোনার হার ছিল। একটি বাইকে দুই যুবক এসে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দেয় এবং তাঁকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তিও নিজেকে পুলিশ আধিকারিক হিসেবে পরিচয় দেয় এবং সতর্ক করে বলে, এভাবে সোনার গয়না পরে ঘোরাঘুরি করলে চুরি হতে পারে, তাই এগুলো খুলে ব্যাগে রাখুন। সমীরবাবু সন্দেহ না করে সব গয়না খুলে নিজের ব্যাগে রাখেন। এরপর ওই ব্যক্তি জানান, মাদক পাচার রুখতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে এবং প্রত্যেকের ব্যাগ তল্লাশি করা হচ্ছে। বাইকে থাকা দুই যুবক সমীরবাবুর ব্যাগ নিয়ে তল্লাশি চালায়। কিছুক্ষণ পর ব্যাগ ফেরত দিয়ে তারা ৩ জনই সরে পড়ে। কিছুক্ষণ পর সমীরবাবু ব্যাগ খুলে দেখেন, সোনার আংটি ও হার গায়েব। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জানান এবং বাঁকুড়া সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। শহরের জনবহুল এলাকায় পুলিশের ছদ্মবেশে এমন প্রতারণার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাঁকুড়া জুড়ে।

গ্রামবাসীদের নিয়ে সমন্বয়মূলক কর্মসূচি বিএসএফের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ জানুয়ারি ঃ মালদার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামবাসীদের নিয়ে সমন্বয়মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করলো বিএসএফের ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথপুর গ্রামের সিরসি বিওপি এলাকায় ঘটা করে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। বিএসএফের সংশ্লিষ্ট ব্যাটেলিয়ানের পক্ষ থেকে এদিন ওই গ্রামের স্কুল, কলেজ পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষা সামগ্রীর পাশাপাশি বেশ কিছু খেলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও স্থানীয় কয়েকটি ক্লাব সদস্যদের হাতেও ক্যারামবোর্ড, ফুটবল সহ আরো নানান খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ওই গ্রামের অনেকেই মধু চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এদিন ৫ জন গ্রামবাসীকে কৃত্রিমভাবে মৌমাছি পালনের মধু সংগ্রহের বাক্স বিলি করা হয়েছে। বিএসএফের ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতেই মাঝেমধ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এদিন সিভিক এক্সেল প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিএসএফ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতেই এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন সিভিক একশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা বিএসএফ সেক্টরের ডিআইজি তরুণ কুমার গৌতম ১২ নম্বর কোম্পানির কমান্ডেন প্রেম কুমার সহ বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

দীর্ঘ সময় পর স্বাভাবিক ফেরি পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩০ জানুয়ারি ঃ ঘন কুয়াশার দাপটে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার নদীগুলিতে বন্ধ ছিল ফেরি পরিষেবা। বেলায় কুয়াশা কমতেই সকাল সাড়ে দশটা থেকে ফেরি পরিষেবা চালু হয় লালবাগের ভাগীরথীর ঘাটে। বহরমপুরের ভাগীরথীর ঘাটেও পারাপার বন্ধ ছিল বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা। কুয়াশার কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। তাই সকালের দিকে ফেরি পরিষেবা বন্ধ ছিল। বেলা বাড়তেই কুয়াশা কেটে যায়, তারপর ফেরি পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

বাঁকুড়ায় পুকুর ভরাটের অভিযোগ, ক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩০ জানুয়ারি ঃ বাঁকুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র তামলীবাঁধ এলাকায় পুকুর ভরাটের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পরিবেশবিদ, সকলেই এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। অভিযোগ, সবকিছু জেনেও নীরব ভূমিকা নিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে পুকুরটি বুজিয়ে সেখানে বাড়ি তৈরির চেষ্টা চলছে। পরিবেশবাদী সংগঠন মাই ডিয়ার ট্রিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ডস জানিয়েছে, প্রথমে পুকুরটিকে ঘিরে ফেলে ট্রলি করে মাটি, রাবিশ ও আবর্জনা ফেলা হয়। ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ অংশ ভরাট হয়ে গেছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই পুকুরের জল ব্যবহার করতেন বাসিন্দারা। স্নান, বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে এটি ছিল অপরিহার্য। কিন্তু পুকুর মালিক তা ভরাট করে বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। যদিও তিনি দাবি করেন, পুকুরটি এমনিতেই ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে জমির চরিত্র পরিবর্তন করেই নির্মাণকাজ শুরু করবেন। এই বিষয়ে পরিবেশবাদী সংগঠনের সভাপতি সংগীতা ধর বিশ্বাস বলেন, তামলীবাঁধ বাগানবস্তি এলাকায় এই ঘটনায় জেলার পুকুর ও জলাভূমির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, বাঁকুড়া পুরসভা জানিয়েছে, পুকুর ভরাট করে জমির চরিত্র বদল করা যায় না। এটি আইনত জলাশয় হিসেবেই থাকবে। পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গোটা ঘটনায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

E-Tender Notice
N.I.T. No-32/BGP/2024-2025
Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Untied Fund). Last date of online bid submission- **07/02/2025.** For details information contact
Sd/-Prodhan,
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I,
Purba Bardhaman

e Tender are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders for 15(9+6) Nos work ,Tender Ref No-**NIT No- 09/15 th FC/24-25, Tender ID - 2025_ZPHD_808754. And NIT NO- 10 /15 th FC/24-25,Tender ID - 2025_ZPHD_808929**. Bid Submission Closing Date -**08/02/ 2025 upto 18.00 Hrs** the Details are available at the Notice board of Office of the undersigned & website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Malibari-I GP
Mridadpur, Raninagar,Msd.

NOTICE INVITING TENDER
Memo No - 003/Maji/15thCFC/ UnTied/2025 & 004/Maji/ 15thCFC/Tied/2025
E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping **10/02/2025 upto 1:00 PM**, For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থা পদ্ধতির স্থাপন
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ২২-কিউডব্লিউএস-জেবিএন-২৪ তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** যোগবানীতে-তাৎক্ষণিক জলযোগান ব্যবস্থা পদ্ধতির স্থাপন (হাইড্রান্ট লাইনের মোট সংখ্যা-৩)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,১০,৯০,৬০১.৭৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৫৫,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েনের প্রতিস্থাপন
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি /১১ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের লামডিং-চন্দ্রনাথপুর খণ্ডে ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েনের প্রতিস্থাপন (সর্বমোট = ৫০০ টি)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,০৮,৯৯,৫৩৯.৮৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,০৪,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২৫-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

SHUBH LABH INVESTMENTS LIMITED
Regd. Office: Sincere Group, 1st Floor, 12 B. B. D. Bagh (East), Kolkata-700 001, WB
CIN: L65993WB1980PLC033083
Ph:(033)4020 2100
Website: shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites.com
Email: subhlabhinvestments@gmail.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Friday, the 14th Day of February, 2025 at 10:30 A.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2024.
For Shubh Labh Investments Ltd.
Sd/-
Deepak
(Managing Director)
DIN: 10416145
Place - Kolkata
Date - 23-01-2025

Shankarpur-1 Gram Panchayat
Baruipur Block, South 24 Parganas
Mail-Shankarpur1gp@gmail.com
Office at the Shankarpur-1 Gram Panchayat, Baruipur Block, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 10/ 15th FC Untied/SGP-1/2024-25 dt:28/01/2025(Fund-15th FC Untied) and NIT No: 11/15th FC tied/SGP-1/2024-25 dt: 28/01/ 2025(Fund-15th FC tied)**. Last Date of Bid Submission: **13/02/ 2025, 14:00 Hrs**. Date of Opening: **17/02/2025, 11:00 Hrs**. For details Pl, contact the Office of the Shankarpur-1 Gram Panchayat,South24PGS,or Visit: **https://wbtenders.gov.in**
SD/-Pradhan
Shankarpur-1 Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ৩২৮_২০২৪-২৫, তারিখ ২৩.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** ডানকুনি - সিনিয়র ডিইএন/২/ হাওড়া-র অধীনে ডানকুনি গুডস শেডে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৩১,১৬,৯০২.৯৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৫,৬০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
HWH-572/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আরআরএ লোকেশনের সাপ্লাই, ইরেকশন ও মোডিফিকেশন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/এলএমজি/১৭ অব ২০২৪-২৫, তারিখঃ ২৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএই চই-এমওডি-২৯, **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনের অধীনে আরডিএসও-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী আরআরএ লোকেশনের সাপ্লাই, ইরেকশন ও মোডিফিকেশন। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ২৩,৪৮,৬৪৭.৫০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪৭,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৪-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

USHITA TRADING & AGENCIES LTD.
Regd. Office :52, Weston Street, Kolkata-700012, WB
CIN: L51109WB1983PLC035659
Ph:(033)2211 9688
Email: ushitatrading1983@gmail.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Friday, the 14th Day of February , 2025 at 02:00 P.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 31st December, 2024.
For Ushita Trading & Agencies Ltd.
Sd/- Santanu Bose
(Director)
DIN: 03316428
Place - Kolkata
Date - 23-01-2025

e-Tender of Amta-I Panchayat Samity
Sealed % rate tenders are invited from bonafide outsiders regarding tender having **Tender Id 2025_ZPHD_808301_1.** Bid submission (start date **29/01/25 from 5:00 p.m.** & end date **13/02/25 5:00 p.m.**). For details including corrigendum (if any) see wbtenders.gov.in and office notice board of this office.
Sd/- Executive Officer
Amta-I Panchayat Samity

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/ CP/e-NIT-150/2024-25** and Next Pre- bid meeting date **11/02/2025** and Bid Submission closing date (Online)- **18/02/2025 instated of 04/02/2025** and Bid Submission opening date (Online) **20/02/2025 instated of 08/02/2025**. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No.: 3357/WS/SD **Dated: 27/01/2025**
E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT2/1e/25 and Tender Id No-2025_MAD_806865_1 to 4** for Laying D.I. pipe at w-17 & Interconnection works at w-1 to 18 under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **11/02/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড
CIN: L99999WB1982PLC035576
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, এন. এস. রোড, ১ম তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ই-মেইলঃ investors@shreetulsionline.com ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস [সেবি (LODR) রেগুলেশন,২০১৫ এর প্রবিধান ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	০.১২০	০.৩৬০	০.১২০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৯০৪)	(১২.০৩৯)	(৩.১১১)
৩.	নিট লাভ /(ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(২.৯০৪)	(১২.০৩৯)	(৩.১১১)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৩৩.৮৭১)	(৪৩.০০৬)	(৩.১১১)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৩৩.৮৭১)	(৪৩.০০৬)	(৩.১১১)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,৩৩৬.২৫৬	২,৩৩৬.২৫৬	২,৩৩৬.২৫৬
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	--	--	--
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) মূল ও মিশ্র	(০.১৪৫)	(০.১৮৪)	(০.০১৩)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস, SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল। Una-এর সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন পাওয়া যায় viz.www.cse-india.com এবং www.msei.in। একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেমন viz.www.shreetulsionline.com

বোর্ডের আদেশানুসারে,
শ্রী তুলসী অনলাইন ডট কম লিমিটেড-র পক্ষে,
বিনোদ কুমার বড়রা
এমডি এণ্ড সিইও
DIN No.:00780848
তারিখ ঃ ৩০ জানুয়ারি ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / BR-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EEC/VII/65/54/24-25/B (2nd Call)
Name of work : **Improvement of bustee passage at 11D, 11E Tiljala Shibtala Lane, 45, 49 Masjid Bari Lane, 29A Palm Avenue and its surrounding areas in Ward No. 65;** Estimated Cost : ₹ **2,49,630.55 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **07.02.2025 upto 2 pm**; Tender will be opened on : **10.02.2025 at 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 at (18.55 hrs.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / BR-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE-III/30/28/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repair of passage at 40D U.C. Banerjee Road, 40D Kakurgachi Road, 20A Sitalatala Lane and different places in Ward No. 30, Disturbed by W/S Deptt.;** Estimated Cost : ₹ **4,10,322.00 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **11.02.2025 upto 12 Noon**; Date and time of opening of Bid : **13.02.2025 after 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **30.01.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / BR-XIV, KMC** invites quotation online Lum-Sum rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIV/FLOWER_SHOW/24-25 (1st Call)
Name of work : **Arrangement for holding 03 (Three) Days Flower Show (2024-25) at Nabapally Play Ground in Ward No. 129 under Br.-XIV (Details of scope of work will be available in the Office of the Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, 516, D.H. Road, Kol-700034 upto 07.02.2025 (5 pm);** Work Value : **Amount to be Quoted;** Earnest Money : **Initially ₹ 3,000.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of Total Quoted Amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**; Period of completion : **07 days**; Last date of submission of bid : **08.02.2025 (upto 11 am)**; Tender will be opened on : **10.02.2025 (11 am)**; The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 (From 5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / BR-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following work :
NIT No. : X/096/041/2024-2025/R
Name of work : **Improvement of passage by laying paver block near Bapujinagar Boropukhur in Ward No. 096, Br.-X;** Estimated Cost : ₹ **1,72,351.55 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **3,500.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **11.02.2025 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **13.02.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / BR-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/125/075/24-25/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of C.C. Road at Anandanagar Slum Area near Pre. No. F-23/1 and others in Ward No. 125;** Estimated Cost : ₹ **3,83,125.94 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **08.02.2025 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **10.02.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **01.02.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / BR-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/136/053/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of paver block & cement concrete passage with allied works disturbed by CESC & others PU Agency at Mudialy Road, Shimpukur Lane, Dewan Bagan etc. in Ward No. 136, Br.-XV;** Estimated Cost : ₹ **4,47,477.73 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **120 days**; Last date and time of submission of bid : **13.02.2025 - 11 am**; Date of opening of tender : **15.02.2025 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / BR-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/027/2024-2025/D
Name of work : **Restoration of footpath / passage at 23/A, 37 M.L.N. Rd., 1 Tilak Rd., 41A, 60 Mahanirban Rd., 13/4/3/1, 5/2D Panditia Rd. etc. in Ward No. 085;** Estimated Cost : ₹ **4,92,401.77 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **90 days**; Last date and time of submission of bid : **13.02.2025 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **17.02.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **04.02.2025 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in** 1316/24-25

চোটের কারণে দলে ফুটবলারের সংখ্যা কম, ওয়াকওভার মুম্বইকে!

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান পরিস্থিতি এক কথায় সংকটজনক। বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন কোচ অস্কার ব্রুজো। এরই মধ্যে শুক্রবার মুম্বই সিটি এফসির বিপক্ষে খেলতে নামার কথা মশাল ব্রিগেডের। এই ম্যাচের আগেই দলের প্রায় অর্ধেক ফুটবলারকে পাচ্ছে না কোচ। সাউল ক্রেসপো, প্রভাত লাকরা, ক্লেন্টন সিলভা, হিজাজি মাহের, আনোয়ার আলি, মহম্মদ রাকিপের মোট অন্তত ছয়জন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার চোটের কারণে মাঠের বাইরে। তাছাড়া কার্ড সমস্যায় না খেলার তালিকায় যোগ হয়েছে মিডফিল্ডার জিকসন সিংয়ের নাম। এই অবস্থায়, কোচ অস্কারের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ হল, দল সাজানো এবং তার 'ব্যালান্স' রক্ষা করা। মরসুমের শুরু থেকেই চোটের কারণে দলের কপাল খারাপ। গত কয়েক মাসে প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ই চোটের জন্য মাঠের বাইরে থেকেছে, যা দলকে শিরোপা ছোঁয়ার আশা ধরে রাখতে হয়েছিল। তবে এই মুহূর্তে চোটের কারণে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, ক্লেডিয়াস সরগির এই ক্লাব কার্যত 'নার্সিংহোমে' পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুম্বই ম্যাচের পরও যদি ক্লেন্টন সিলভা ও হিজাজি মাহেরের চোট পরিস্থিতি ঠিক না হয়, তাহলে মরসুমের বাকি ম্যাচ গুলির জন্য দলে বিরাট সমস্যা হতে পারে। বিশেষত, এএফসি চ্যালেঞ্জ

লিগ এবং সুপার কাপের মত গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টগুলোতে এই খেলোয়াড়দের অভাব ইস্টবেঙ্গলের জন্য বড় ক্ষতি বয়ে আনবে, যা কোচ অস্কার বুঝে উঠতে পারছেন। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোচ অস্কার ব্রুজো মূলত দলের 'ব্যালান্স' নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, ''প্রতিটি ম্যাচের জন্য আমাদের নতুনভাবে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। খেলোয়াড়রা তাদের পজিশন থেকে বাইরে গিয়ে খেলছে, তাই দলকে সবদিক থেকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। আসলে এই চোট সমস্যার কারণে প্রতিটি ম্যাচে আলাদা পরিকল্পনা নিতে হচ্ছে। দলের শক্তি, নিয়ন্ত্রণ, তৎপরতা এবং গতির মধ্যে সঠিক সমন্বয় করতে হচ্ছে, যেন একে অপরকে পরিপূরক করে দল যেন আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক উভয় দিকেই কার্যকরী হতে পারে।'' এখন প্রশ্ন উঠছে, কেন এত চোট? কেনই বা অন্যান্য ক্লাবের তুলনায় ইস্টবেঙ্গল এত সমস্যায় পড়েছে? যদিও অস্কার স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি, তবে তিনি জানান, ''আমরা ফুটবলারদের চোটের অবস্থা পর্যালোচনা করছি। চোটের ধরন, চিকিৎসা, পুনর্বাসন-সব কিছু খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।''

বিরাট অপেক্ষাতেই দিন শেষ হল দিল্লির ক্রিকেট প্রেমীদের

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারিঃ দিল্লিতে প্রস্তুতি শুরুর পর থেকেই বিরাট কোহলিকে নিয়ে উন্মাদনা শুরু। ম্যাচের দিন সকাল থেকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দীর্ঘ লাইন। পরিস্থিতি এমন ছিল, জটলা নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠি চার্জও করতে হয়। গৌতম গম্ভীর স্ট্যান্ড ফুল। প্রাথমিক ভাবে ১০ হাজার দর্শকাসনের পরিকল্পনা থাকলেও তাতে কুলোয়নি। অন্তত ১৫ হাজার ক্রিকেট প্রেমী বিরাট ম্যাচ দেখতে হাজির। দ্বিতীয় দিন আরও আসনের বন্দোবস্ত করা হতে পারে, এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। প্রথম দিন অবশ্য বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখার সুযোগ হল না। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি। প্রথম সেশনেই রেলওয়েজের পাঁচ উইকেট ফেলে দেওয়ায় মনে করা হয়েছিল ইনিংস শেষ যেন সময়ের

অপেক্ষা। যদিও দ্বিতীয় সেশনে দুর্দান্ত ব্যাটিং রেলওয়েজের। আইপিএলে বিরাটের সতীর্থ ছিলেন করণ শর্মা। ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিজ্ঞ লেগ স্পিনার। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ব্যাট হাতেও নজর কাড়লেন। উপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপও গড়েন। দ্বিতীয় সেশনের শেষ দিকে অবশেষে নবদীপ সাইনি ব্রেক থ্রু দেন দিল্লিকে। শেষ সেশনে রেলওয়েজ অলআউট ২৪১ রানে। উপেন্দ্র যাদব ৯৫ রান করেন। করণ শর্মা ৫০। দিল্লির পেসার নবদীপ সাইনি এবং স্পিনার সুমিত মাথুর তিনটি করে উইকেট নেন। ব্যাটিংয়ে নেমে দলীয় ১১ রানেই ডাগআউটে দিল্লির ওপেনার অর্পিত রানা। সন সাঙ্গওয়ানের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন যশ ধুল। আর এক উইকেট পড়লেই বিরাট নামতেন। প্যাড পরে রেডিও ছিলেন বিরাট কোহলি। ড্রেসিংরুমের সেই ছবি বারবার টেলিভিশন ও মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে ধরা পড়ে। সন ও যশ বেশ কিছু ডেলিভারিতে বিট হন। তবে দিল্লির ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য যেন আউট না হওয়াটাই হতাশার! অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দিন শেষ করেন যশ ও সন। বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখার জন্য দ্বিতীয় দিন যে আরও ভিড় হবে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে, বলাই যায়।

ঋদ্ধিকে সংবর্ধনা, জোড়া ক্যাচে সেশন শুরু, পঞ্জাব শেষ ১৯১ রানেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ। আবেগ নয়, পারফরম্যান্সেই সকলকে মুগ্ধ করতে চান। দিনের শুরুটা হল দুর্দান্ত। বাংলা ক্রিকেটের অন্যতম সেরা। বিশ্বের অন্যতম সেরা কিপার-ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহা কেরিয়ারের শেষ ম্যাচে খেলতে নেমেছেন। বাংলার অনেক ক্রিকেট প্রেমীই এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে হাজির ইডেনে। তেমনই পঞ্জাবের

বিরুদ্ধে পারফরম্যান্সের দিক থেকেও বাংলার শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে। আর ঋদ্ধির প্রথম সেশনও। পঞ্জাবকে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৯১ রানেই গুটিয়ে দিয়েছে বাংলা। প্রথম দিনের খেলা শুরুর আগে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ঋদ্ধিমান সাহাকে। সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সংবর্ধনা জানান। টিমের সকলের সই করা জার্সি, ফুল এবং শাল দেওয়া হয় ঋদ্ধিকে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''প্রেরণা জোগানোর মতো কেরিয়ার। ২০০৭ সাল থেকে দীর্ঘ এবং সফল কেরিয়ার। ঋদ্ধিকে অনেক শুভেচ্ছা।'' টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলা অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। বাংলার পেসারদের দাপট শুরু থেকেই। কেরিয়ারের শেষ ম্যাচে গ্লাভস হাতে উইকেটের পিছনে ঋদ্ধিমান সাহা। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের বোলিংয়ে উইকেটের পিছনে ক্যাচ ঋদ্ধিমানের। ওপেনার বিশ্বপ্রতাপ সিং খাতা খোলার আগেই ডাগআউটে। অল্প সময়ের ব্যবধানে আর এক ওপেনার প্রভসিমরন সিংকে ফেরান সুমিত মোহন্ত। তাঁরও ক্যাচ নেন ঋদ্ধিই। এরপর কিপিংয়ে ফেরেন তরুণ অভিষেক পোড়েল। বেশির ভাগ সময় স্লিপে ফিল্ডিং করছিলেন ঋদ্ধি। বাংলার দুই পেসার সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও সুমিত মোহন্ত ৪টি করে উইকেট নেন। আর এক পেসার মহম্মদ কাইফ দুটি উইকেট নেন। পঞ্জাব ইনিংসে অনবদ্য সেঞ্চুরি অনমোল মালহোত্রার। ১০৬ রানে অপরাজিত। বাংলার ওপেনিং জুটি শুরুটা ভালো করলেও বড় ইনিংস হয়নি। দলীয় ১৮ রানে অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায় এবং ৪২ রানে আর এক ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় আউট। দ্রুতই সুদীপ ঘরামির উইকেটও হারায় বাংলা। তবে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার ও সুমন্ত গুপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। বাংলার রান তোলার গতিও প্রশংসনীয়। কিন্তু দিন শেষে চাপে রাখল ব্যাটিংই। দিনের খেলা শেষের কিছুক্ষণ আগেই ক্যাপ্টেন অনুষ্টুপ মজুমদারের উইকেট হারায় বাংলা। ৪৪ বলে ৩২ রান করেন ক্রাইসিসম্যান অনুষ্টুপ। পঞ্জাবের ১৯১ রানের জবাবে প্রথম দিনের শেষে ১১৯ রান তুলে নিয়েছে বাংলা। সুমন্ত গুপ্তর সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন নাইটওয়াচম্যান সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। এখনও অভিষেক পোড়েল, ঋদ্ধমান সাহার মতো ব্যাটার রয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের সকালটা বাংলার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

২৪ ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙল কোচের, জল্পনা ফিরে আসার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ জানুয়ারিঃ আন্দ্রে চেরনিশভের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়ার পর মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অভিযান নতুন দিশা পেল। এক আশ্চর্যজনক এবং আবেগপ্রবণ ঘটনায় মহামেডান এসসি'র হেড কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ তার পূর্ববর্তী পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তনটি এসেছে ক্লাবের প্রধান বিনিয়োগকারী শ্রাচি স্পোর্টস এবং বাঙ্কারহিলের সাথে এক গভীর এবং আবেগময় আলোচনার পর। বিশেষভাবে বাঙ্কারহিলের দীপক সিং এর মধ্যস্থতায়। দীপক সিং-এর অবদান চেরনিশভকে কোচের পদে থাকায় রাজি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রুশ কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ মহামেডানকে আই-লিগ থেকে আইএসএল পর্যন্ত উন্নীত করতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। প্রথমে একটি আবেগপ্রবণ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে তার পদত্যাগ ঘোষণা করেছিলেন। বেতন না পাওয়া এবং চুক্তি অনুযায়ী শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে আন্দ্রে চেরনিশভ তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ''এটি আমার কোচিং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন এবং দুঃখজনক সিদ্ধান্ত। আমি আপনার দেশে ভালো ফল দেওয়ার জন্য এসেছিলাম কিন্তু আমার চুক্তি অনুযায়ী ক্লাবকে তার শর্ত পূরণ করতে হবে। একজন পেশাদার হিসেবে আমি তিন মাস বেতন না পেয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারি না।'' তার এই কথাগুলো খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের মনেও এক গভীর ছাপ ফেলেছিল। তিনি আরও বলেন, ''আমরা জিতেছি, হারিয়েছি, কিন্তু আমরা একসাথে অনেক বড় কাজ করেছি। আই-লিগ জিতেছি আইএসএলে ওঠার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের জন্য তা কঠিন ছিল আমাদের সমালোচনা করা হয়েছিল কিন্তু আপনি সবসময় আমার এবং দলের পাশে ছিলেন।'' চেরনিশভ পদত্যাগ ঘোষণার পর ক্লাবের পরিচালনা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে জরুরি আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করা হয়। এক প্রেস বিবৃতিতে মহামেডান এসসি জানায় এই আলোচনার ফলস্বরূপ কোচের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়েছে এবং তার অবদানকে উচ্চ প্রশংসা করা হয়। ক্লাব জানায়, ''চেরনিশভ আমাদের আইএসএল অভিযানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তার দলের প্রতি নিবেদন অতুলনীয়। আমরা তার অবদান গভীরভাবে মূল্যায়ন করি এবং আশা করি তিনি আমাদের আরও সাফল্যের দিকে নেতৃত্ব দিতে থাকবেন।'' এছাড়া ক্লাব নিশ্চিত করেছে যে আর্থিক সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করতে তাদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।তিনি বিবৃতিতে বলেন, ''আমরা আমাদের বিনিয়োগকারীদের শেয়ার ইস্যু করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখেছি। প্রাথমিকভাবে ক্লাব এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে যা এই সমস্যা সমাধানে একটি বড় পদক্ষেপ। আমরা নিশ্চিত যে এই বিষয়টি দ্রুত সমাধান হবে।'' চেরনিশভের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার ফলে ক্লাবের প্রশাসনিক এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটতে শুরু করেছে এবং তিনি আবারও মাঠে তার কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে পারবেন। কোচের সিদ্ধান্তে স্থিতিশীলতা ফিরে আসায় খেলোয়াড় এবং সমর্থকরা আশাবাদী মহামেডান এখন তাদের আইএসএল অভিযানে নতুন দিশায় এগিয়ে যাবে। চেরনিশভ তার শেষ বার্তায় বলেন, ''আমি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি এবং শুভেচ্ছা জানাই। মহামেডান এসসি শুধু একটি ক্লাব নয়-এটি একটি পরিবার।''

বাদ পড়তে পড়তে ঘুরে দাঁড়িয়ে নকআউটে ম্যান সিটি

ম্যানচেস্টার, ৩০ জানুয়ারিঃ ইতিহাদে প্রথমার্ধে পিছিয়ে থেকে ম্যানচেস্টার সিটি যখন মাঠ ছাড়ছিল, হয়তো আশা ছেড়ে দিয়েছিল দলটির অন্ধ ভক্তরাও। এভাবে খেলে কি আর ম্যাচ জেতা সম্ভব! দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়াতে হলে অবিশ্বাস্য কিছুই করতে হতো পেপ গার্দিওলার দলকে। কারণ, এই ম্যাচে সিটির শুধু ড্র করাটাই যথেষ্ট ছিল না, প্লে-অফ খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে জিততেই হতো তাদের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেটা করেই দেখিয়েছে গার্দিওলার দলটি। হেরে বাদ পড়ার অপেক্ষায় থাকা দলটিই প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ম্যাচ জিতল ৩-১ গোলে। আর এই জয় সিটিকে সুযোগ করে দিয়েছে ২২ নম্বরে থেকে প্লে-অফ খেলে পরের পর্বে যাওয়ার। তবে প্লে-অফে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে তাদের জন্য, যেখানে দলটি মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ অথবা বায়ার্ন মিউনিখের। অন্যদিকে ম্যাচ হারলেও টিকে গেছে ক্লাব ব্রুগাও। শেষ দল হিসেবে অর্থাৎ ২৪ নম্বরে থেকে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে তারা। ইতিহাদে শুরু থেকে আক্রমণকে পাখির চোখ করে সিটি। বলের দখল রেখে প্রতিপক্ষের রক্ষণকে চাপেও ফেলার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু সিটির সম্ভাব্য সব কৌশল নিয়ে আগে থেকেই যেন পড়াশোনা করে এসেছিল ব্রুগা। ফলে বলের দখল সিটির কাছে থাকলেও ব্রুগার খেলোয়াড়েরা মাঠের ফাঁকা জায়গাগুলোর দখল নিয়ে নেয়। যে কারণে প্রতিপক্ষের অ্যাটাকিং থার্ডে তেমন ভীতিই তৈরি করতে পারছিল না গার্দিওলার দল। প্রথমার্ধে কয়েকবার আক্রমণে গেলেও, সেগুলো গোল এনে দেওয়ার জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। এর মধ্যেও ১৬ মিনিটে অবশ্য ইলকাই গুন্দোয়ান বল জালে জড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই গোল বাতিল হয় অফসাইডের কারণে। সিটির অল-আউট

আক্রমণের বিপরীতে ব্রুগা পুরোপুরি প্রতি-আক্রমণনির্ভর লো-ব্লক ফুটবল খেলতে শুরু করে। লং পাস এবং দুই উইংকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে তারা। প্রথম দিকে ব্যর্থ হলেও শেষ পর্যন্ত ঠিকই কাজ করে এই কৌশল। ৪৫ মিনিটে তেমনই এক আক্রমণ থেকে রাফায়েল ওনেইদিকা গোল করে এগিয়ে দেন ব্রুগাকে। প্রথমার্ধজুড়ে বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল খেলা ব্রুগা এই গোলে নিজেদের কাজ সহজ করলেও সবকিছু জটিল হয়ে ওঠে সিটির জন্য। নিশ্চিতভাবে জিততে হবে-এমন ম্যাচে প্রথমার্ধেই পিছিয়ে পড়ে সিটি। বিরতির পর ভাগ্য বদলাতে গুন্দোয়ানের পরিবর্তে সাভিনিওকে নামান গার্দিওলা। একাদশে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি খেলার ধরনেও পরিবর্তন আনেন সিটি কোচ। এ সময় তাদের আক্রমণগুলো আরও বেশি ধারালো ছিল। যার ফল আসে ৫৩ মিনিটে। দারুণ এক গোলে সিটিকে সমতায় ফেরান মাতেও কোভাচিচ। একটু পরই অবশ্য আবার পিছিয়ে পড়তে পারত সিটি। টানা দুই আক্রমণে সিটি রক্ষণকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ব্রুগা। কিন্তু সে যাত্রায় সিটিকে বাঁচিয়ে দেন এদেরসন। সমতায় ফিরলেও এটুকুই কিন্তু যথেষ্ট ছিল না সিটির জন্য। মূলত জয় ছাড়া আর কোনো ফলই বাঁচাতে পারত না সিটিকে। যে কারণে ম্যাচ যতই এগোচ্ছিল, আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠছিল দলটি। আর সেই আগ্রাসী ফুটবলের ফল তারা পেয়ে যায় ম্যাচের ৬২ মিনিটে। সিটির আক্রমণের চাপ সামলাতে না পেরে নিজেদের জালেই বল জড়ায় ব্রুগা। এই গোল সিটিকে এলিমিনেশন জোন থেকে বের করে আনে। এরপর ৭৩ মিনিটে অবিশ্বাস্যভাবে নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হয় সিটি। এ সময় পরপর দুবার সিটির আক্রমণ ঠেকায় ব্রুগা। এই গোল পেয়ে গেলে অনেকটাই নির্ভার হতে পারত সিটি। সে যাত্রায় না পারলেও ৭৭ মিনিটে ঠিকই তৃতীয় গোলটি আদায় করে নেয় সিটি। এবার গোল করেন বদলি নামা সাভিনিও। এই গোলই মূলত ভাগ্য গড়ে দেয় সিটির। বাদ পড়ার অপেক্ষায় থাকা দলটিই অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পৌঁছে যায় নকআউটের লড়াইয়ে।

প্লে-অফ খেলতে হবে রিয়ালকে, শেষ ষোলোয় লিভারপুল-বার্সার সঙ্গী কারা

দুরন্ত বার্তা, প্রতিবেদন

চ্যাম্পিয়নস লিগে আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করে রেখেছিল লিভারপুল ও বার্সেলোনা। অপেক্ষা ছিল শেষ ষোলোয় এই দুই দলের সঙ্গে কোন ছয় দল সরাসরি উত্তীর্ণ হয়, সেটা দেখার। সেই তালিকায় আজ অবশ্য সামান্যই অদল-বদল হয়েছে। তবে 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা'-খ্যাত রিয়াল মাদ্রিদ জায়গা করে নিতে পারেনি সেরা আটে। বাদ পড়ার অপেক্ষায় থাকা সিটি নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে চ্যাম্পিয়নস লিগের স্বপ্ন। আর সিটি টিকে থাকায় শেষ পর্যন্ত নতুন সংস্করণের লিগ পর্বে বড় কোনো অঘটন আপাতত দেখতে হলো না। তবে শেষ ষোলোয় যাওয়ার আগে নকআউটে ঠিকই দেখা মিলতে পারে নক্ষত্রপতনের।

টানা ছয় ম্যাচ জয়ের পর লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে হেরে গেছে লিভারপুল। কিন্তু পিএসভির বিপক্ষে এই হারও লিভারপুলকে শীর্ষ স্থান থেকে সরাতে পারেনি। লিভারপুলের শীর্ষ স্থান হারাতে হলে আজ আতালান্তার বিপক্ষে জিততে হতো বার্সেলোনাকে। লিভারপুল ৩-২ গোলে হারলেও আতালান্তার সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে বার্সেলোনা, যা অক্ষুণ্ণ রেখেছে লিভারপুলের অবস্থানও। আর শীর্ষ দুইয়ে শেষ করায় লিভারপুল ও বার্সার ফাইনালের আগে একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগও নেই। এদিকে লিগ পর্বের ৭ ম্যাচ শেষে সেরা আটে ছিল এসি মিলান ও আতালান্তা। আজ দিনেমো জাগরেভের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে সেরা আট থেকে ছিটকে গেছে মিলান। আর আতালান্তা ২-২ গোলে বার্সার সঙ্গে ড্র করে ছিটকে গেছে। তাদের জায়গায় সেরা আটে জায়গা করে নিয়েছে লিল ও অ্যাস্টন ভিলা। ফরাসি ক্লাব লিল শেষ ম্যাচে ফেইনুর্ডকে উড়িয়ে দিয়েছে ৬-১ গোলে। আর অ্যাস্টন ভিলা ৪-২ গোলে হারিয়েছে সেল্টিককে। এই দুই পরিবর্তন ছাড়া বাকি দলগুলো আগের মতোই সেরা আটে আছে। প্লে-অফ নিশ্চিতে সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে সিটিকে। প্রথমার্ধে এক গোলে পিছিয়ে পড়ার পর তারা শেষ পর্যন্ত জিতেছে ৩-১ গোলে। সিটির বিপক্ষে হেরেও টিকে গেল ব্রুগা। অন্য দিকে ব্রেস্তের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেও সরাসরি শেষ ষোলোয় যেতে পারল না রিয়াল। এখন তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে নকআউটের। হেরেও অবশ্য প্লে-অফ খেলার সুযোগ পেয়েছে ব্রেস্ত। তারা আছে ১৮ নম্বরে। তবে আগের রাউন্ডে সেরা ২৪-এ থাকা স্টুটগার্ট বিদায় নিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে। তাদের জায়গা নিয়েছে ম্যান সিটি। লিগ পর্ব থেকে বিদায়ের দিক থেকে অবশ্য বড় কোনো চমক নেই। সিটি ওপরে উঠে আসায় বাদ পড়ে গেছে স্টুটগার্ট। আর বাদ পড়াদের মধ্যে দুটি দল কোনো পয়েন্টই অর্জন করতে পারেনি। সেই দল দুটি হলো স্লোভান ব্রাতিস্লাভা ও ইয়াং বয়েজ।

৩ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের অভিষেকে ফাউল করলেন, লাল কার্ড দেখলেন, রেকর্ড গড়লেন

ইনডোভেন, ৩০ জানুয়ারিঃ মাঠ ছাড়ছিলেন নতমস্তকে। টাচলাইন পেরোনোর সময় ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। কিছুক্ষণ আগে মাঠে যা ঘটেছে, ১৮ বছর বয়সী ছেলেটির জন্য রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। অথচ তাঁর মাঠে নামার মুহূর্তটি ছিল স্বপ্নের মতো। কিন্তু সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত হতে সময় লেগেছে মাত্র ৩ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড! ফিলিপস স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে পিএসভির কাছে ৩-২ গোলে লিভারপুলের হারের ম্যাচটি যাঁরা দেখেছেন, এই প্রায় চার মিনিট সময়ের মাহাত্ম্য তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন। লিভারপুলের ডিফেন্ডার আমরা নাল্লোর কথা বলা হচ্ছে। শেষ ষোলো আগেই নিশ্চিত হওয়ায় লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে কচিকাঁচা খেলানোর সুযোগটা নিয়েছিলেন স্লট। চ্যাম্পিয়নস লিগে ২০০৬ সালের পর কাল রাতেই প্রথমবার ২১ বছরের নিচে চার খেলোয়াড়কে লিভারপুলের একাদশে খেলান এই ডাচ কোচ-জেডেন ডেনস, কনর ব্রাডলি, হার্ভি এলিয়ট ও জেমস ম্যাকনেল। ঘটনাটা ডেনস বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার পর। ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ডেনস লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ইউরোপিয়ান কাপচ্যাম্পিয়নস লিগে একাদশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। ৮৩ মিনিটে তাঁকে তুলে নাল্লোকে নামান স্লট। ওয়েস্ট হাম ও লিভারপুলের বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে

আসা এই ডিফেন্ডার মাত্র দুটি পাস খেলার পর জোহান বাকায়েকোকে পেছন থেকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। একদম 'পেশাদার ফাউল' বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা-ই। নাল্লো এই ম্যাচটি সম্ভবত জীবনে কখনো ভুলতে পারবেন না। লিভারপুলের মূল দলে এটা ছিল তাঁর অভিষেক ম্যাচ। এখন সেই ম্যাচেই যদি লিভারপুলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ৩ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের মাথায় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়, তাহলে স্বপ্নটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হওয়াই তো স্বাভাবিক! ১৮ বছর ৭২ দিন বয়সী নাল্লো এই অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়ার পথে ভেঙেছেন মাইকেল ওয়েনের রেকর্ড। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে ১৮ বছর ১১৭ দিন বয়সে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন ইংল্যান্ড ও লিভারপুলের প্রাক্তন এই স্ট্রাইকার। নাল্লোর প্রতি সমব্যথী স্লট ম্যাচ শেষে বলেছেন, ''এটা নির্মম। আমরা মূল দলে এর আগে কখনো খেলেনি, তারওপর চ্যাম্পিয়নস লিগের মতো পর্যায়ে অভিষেক তো আরও কঠিন। আমার মতে, সে পরিস্থিতিটা বুঝতে পারেনি। এই পর্যায়ের ম্যাচে কিংবা প্রিমিয়ার লিগে এটা সমস্যাই। আপনি হয়তো ভাবছেন, চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষিক্ত হব এবং তার কয়েক মিনিট পর লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়াটা আসলেও খুব কঠিন। এখন তাকে চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলার লড়াইয়ে নামতে হবে। কাজটা সহজ হবে না। তবে আশা করি সে পারবে।'' লিভারপুলের কচিকাঁচাদের মধ্যে রেকর্ড হয়েছে আরেকটি। অধিনায়ক অ্যান্ডি রবার্টসনকে ৬৪ মিনিটে তুলে ১৭ বছর ২১৩ দিন বয়সী মিডফিল্ডার ট্রে নিওনিকে মাঠে নামান স্লট। এর মধ্য দিয়ে নিওনি ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় লিভারপুলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামার রেকর্ড গড়লেন। ৩৩ বছর ধরে রেকর্ডটি দখলে রেখেছিলেন লিভারপুলের প্রাক্তন মিডফিল্ডার ফিল চার্নক। ১৯৯২ সালে ১৭ বছর ২১৫ দিন বয়সে রেকর্ডটি গড়েন এ মিডফিল্ডার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com